চীনের ইতিহাস।

অতি প্রাচীনকালাবধি বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত সমুদায় ইতিবৃত্ত,
ও অধুনাতন-প্রচলিত শাসন-প্রণালী, ধর্ম্ম-প্রণালী,
আচার-ব্যবহার, ও চৈনীয় সাহিত্য, শিল্প ও
দর্শনশাস্ত্রাদি বিষয়ক বৃত্তান্ত সহিত

শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রণীত।

"Let observation, with extensive view,
Survey mankind from China to Peru."
JOHNSON

কলিকাতা।

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যানহোপ্ যন্ত্রে যন্ত্রিত।

শকাব্দাঃ ১৭৮৭। খ্রীঃ অব্দ ১৮৬৫।

মঙ্গলাচরণ।

—⊰⊱—

[illegible] ভট্টনারায়ণ বংশাবতংস, সুরগুরুবিনিন্দিত বিদ্যাধার
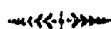
স্বগুণগরিমা-সার্থকাখ্য

শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর

মহোদয়কে এই ঐতিহাসিক গ্রন্থের

শিরোভূষিত নাম করিয়া

গ্রন্থকার

সর্ব্বজন বিদিত উক্ত মহিমার্ণবের সকাশে

সাতিশয় সম্মানের সহিত

উৎসর্গ করিলা

ইতি।

ভূমিকা।

অধুনা অস্মদ্দেশে সর্ব্বশাস্ত্রানুশীলনের আধিক্যপ্রযুক্ত জ্ঞানাংশুমালীর প্রখর অংশু-জালে দেশান্তর্গত প্রগাঢ় অজ্ঞানধ্বান্ত ক্রমশঃ তিরোহিত হইয়া, জনসমাজের যথেষ্ট উন্নতি সাধনের যেরূপ সূত্রপাত হইয়াছে, বহুকাল তাহার কোন ছন্দাংশই প্রাদুর্ভূত হয় নাই। এক্ষণে সহস্রং লোক বিবিধ সুপ্রণালী ও সদুপায় সহযোগে যেরূপ নানা শাস্ত্র শিক্ষা করিতেছেন, ইত্যল্পকাল পূর্ব্বে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিলেন।

বিদ্যার্থিগণ জ্ঞানোপার্জ্জনের মহোপ-কারিতা সম্যগবগত হইয়া, বিবিধ শাস্ত্রের সদুপদেশ গ্রহণাভিলাষে যেরূপ সমধিক যত্ন-বান হইয়াছেন, তাঁহাদের এই অভীষ্ট সিদ্ধির সদুপায়সাধন তথা উৎসাহ বর্দ্ধনপূর্ব্বক তাঁহা-দিগকে সফলপ্রযত্ন ও চরিতার্থ্যবসায় করা, দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

পরন্তু নানা শাস্ত্র-সন্দর্ভ-ঘটিত, বিবিধ-নীতি-গর্ভ-প্রস্তাব-পরিপূরিত গ্রন্থাদি সুপ্রকাশ করাই, ঐ ব্যাপার সুসম্পাদনের একমাত্র উপায়, কেননা গ্রন্থই সকলচিত্তবিনোদক, জ্ঞানফলপ্রদ বিদ্যাদ্রুমের মূল স্বরূপ। যে প্রদেশে তত্রত্য ভাষা-বিরচিত সর্ব্ব বিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থাদির প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়, সে প্রদেশ অবশ্যই সমধিক শ্রীসম্পন্ন।

সম্প্রতি এতদ্দেশে বঙ্গভাষার পর্য্যালোচনা নিবন্ধন বৎসর কতিপয় মধ্যে তাহার যেরূপ ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, এরূপ চর্চ্চায় কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, ক্রমে বঙ্গভাষা যে বিলক্ষণ পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তাহা বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেরই স্বীকার্য্য। ইতিহাস যে সাহিত্যের প্রসব, এই প্রবাদটী নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, যুক্তিবিরুদ্ধ, ও অপ্রামাণিক নহে। কোন্ ব্যক্তি না স্বীকার করিবেন, যে, ইতিহাস অতীতানাগত কালের আলোক স্বরূপ, ঘটনাদি রত্নের ভাণ্ডার স্বরূপ, সত্যের প্রমাণ স্বরূপ জ্ঞান ও সদুপদেশের আকর স্বরূপ, এবং জন-

সূচীপত্র।

প্রথম প্রকরণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ। পৃষ্ঠা

চীনের সাধারণ বিবরণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চীনের প্রাকৃতিক বিবরণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চীনের সাধারণ উৎপত্তি।

পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় প্রকরণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চৈনীয়দের আদি বৃত্তান্তের

অনিশ্চয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রাথমিক সম্রাট্গণের কাল্পনিক

বিবরণ।

পৃষ্ঠা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশাবলি; এবং সেই সকল বংশারম্ভের পূর্ব্বকালিক ফোহির উত্তরাধিকারি সম্রাট্‌গণের বিবরণ।

[খ্রীঃ পূঃ ২৮৩৮-২২০৭।]

পৃষ্ঠা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রথম তিন বংশীয় বিখ্যাত সম্রাট্‌-গণের রাজত্ব বিবরণ।

[খ্রীঃ পূঃ ২২০৭-২৪৮৭]

সমাজ-প্রচলিত ব্যবহারগত রীতি-নীতির নিয়ামক স্বরূপ। ইতিহাস দ্বারা নানা দিগ্দেশীয় প্রাচীন অথবা আধুনিক মনুষ্যবর্গের যে সকল মহা মহা সদসৎ কীর্ত্তি, ও তাহাদের আচার ব্যবহারের দোষ গুণসকল অবগত হওয়া যায়, বিশুদ্ধ তর্কবিতর্কের সহিত সেই সকল সুচারুরূপে পর্য্যালোচনা করিলে, অতি সত্বরই যেরূপ দূরদর্শিতা তথা বিচক্ষণতা, ও অভিজ্ঞতা উপলব্ধি হয়, মহ.মহোপাধ্যায় সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ বিজ্ঞতম পণ্ডিতের উপদেশেও সেরূপ কখন সম্ভবপার নহে।

ভারতভূমিতে সুচারু-গদ্য-বিরচিত, প্রামাণিক-ইতিবৃত্ত-সংঘটিত, ও যথার্থ কালনির্ণয়-সহকৃত ইতিহাস রচনার প্রথা প্রচলিত না থাকাতে, আমাদের যথেষ্ট অনিষ্ট ঘটিয়াছে। পূর্ব্বকালে এই রত্নভূভারতভূ অপূর্ব্ব-মনীষা-সম্পন্ন, অলৌকিক বলবীর্য্যবিশিষ্ট, ও মানবসত্তাবি-নিখিল-গুণবান যে সকল মহীয়ান্ মহীপতিতে, এবং সসারার্থ-শাস্ত্রাম্বুসংসিক্ত সুপরিণত-জ্ঞান-কলালোলিত বিদ্যাপাদপ-

পরিভূষিত চিত্ত-ক্ষেত্র-পরিণায়ক যে সকল মহা মহা সুধীগণে যথা সুখে কালাতিপাত করিয়াছিলেন, এক্ষণে সত্যার্থ নিয়ামক সুযৌক্তিক, ও বিশুদ্ধ ইতিবৃত্তালোকাভাবে তাঁহাদের যথার্থ তত্ত্ব ভ্রমতিমিরাবগাঢ়কূপে বিলীন রহিয়াছে। এইরূপে ইতিহাসের অসদ্ভাবে আমাদের, ও অপরাপর প্রাচীন জাতির প্রামাণিক আদ্যবৃত্তান্তসকল বিলক্ষণ অনিশ্চিত, ও অপরিজ্ঞাত হইয়া রহিয়াছে। অতএব, পাঠকবর্গ! বিবেচনা করিয়া দেখুন, আনুপূর্ব্বিক-কাল-নির্ণীত, ও যথার্থ-ইতিবৃত্ত-বর্ণিত ইতিহাস রচনা কতদূর মহোপকারী।

বর্ত্তমানে অনেকানেক বাঙ্গালা সাহিত্য-বিশারদ সুপণ্ডিত ভিন্ন২ সুপ্রসিদ্ধ প্রদেশ ও সাম্রাজ্যের ইতিহাস রচনা করিয়া, বঙ্গভাষার ও বঙ্গদেশের সমধিক মঙ্গল ও উন্নতি সাধন করিয়াছেন। চীনরাজ্য অতীব প্রাচীন, সুবিস্তীর্ণ, ও অখিলজনপরিজ্ঞাত। এই প্রসিদ্ধ জনপদের কোন প্রকার ইতিহাস ভারতীয়

পৃষ্ঠা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ বংশারম্ভাবধি কিটান তাতারদিগের রাজ্য বিনাশ পর্য্যন্ত।

[খ্রীঃ পূঃ ২৫৫—খ্রীঃ অব্দ ১১১৭।]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কিন্‌তাতারদের রাজ্যারম্ভাবধি তাহার ধ্বংস পর্য্যন্ত।

[খ্রীঃ অব্দ ১১১৭—১২৩৪।]

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মোগলদের রাজ্যারম্ভাবধি তাহার ধ্বংস পর্য্যন্ত।

[খ্রীঃ অব্দ ১২৩৪—১৩৬৮।]

পৃষ্ঠা

।

মিং বংশারম্ভাবধি, ছিন্ বংশীয় কায়াকিঙ্গের

রাজত্বাবসান পর্য্যন্ত।

[খ্রীঃ অব্দ ১৩৬৮—১৮২১।]

নবম পরিচ্ছেদ।

টৌকুয়াঙ্গের রাজত্বাবধি বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত।

[খ্রীঃ অব্দ ১৮২১-১৮৬৪।]

কোন ভাষায় দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব এই অভাব দূরীকরণ মানসে, কয়েকখান ইংরাজী পুস্তক অবলম্বন করিয়া, এই ক্ষুদ্র ইতিহাস গ্রন্থ সঙ্কলিত হইল। ইহার সঙ্কলন বিষয়ে আমি যথাসাধ্য যত্ন ও পরিশ্রমের ত্রুটি করি নাই। পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের পূর্ব্বে প্রথমতঃ সংবাদ সুধাকর পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত মথুরানাথ তর্করত্ন, পরে কলিকাতাস্থ সংস্কৃত কালেজের সংস্কৃত সাহিত্যের বিজ্ঞতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন হস্তাক্ষরখানি পাঠ করিয়া স্থানেং আবশ্যকমত সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন; পরিশেষে সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধ বিদ্যা-বুদ্ধি-সমুদ্র শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়কে দেখাইলে, তিনিও সানুগ্রহে পরিশ্রম স্বীকার-পূর্ব্বক গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া মুদ্রাঙ্কনে উৎসাহ প্রদান করিলে, আমি ইহাতে প্রবৃত্ত হই। এই গ্রন্থে চীনরাজ্যের যে সকল বৃত্তান্ত বর্ণিত হইল, তদ্দ্বারা ঐ চমৎকার জাতির যাবতীয় সটীক বিবরণ

অবগত হওয়া যাইতে পারিবে। ইহাতে যে মানচিত্র সংযোজিত হইল, তাহাতে চীনের সমুদায় প্রদেশ, নগর, নদী, হ্রদ, ইত্যাদির যথার্থ অবস্থান প্রদর্শিত হইয়াছে।

এক্ষণে সাধারণ সমীপে প্রার্থনা এই, যে, তাঁহারা অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্ব্বক সহৃদয়ে এই গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেই, আমি যথেষ্ট সুকৃতযত্ন, ও সার্থশ্রম হই।

শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলিকাতা. জ্যৈষ্ঠ ১, ১২৭২ সাল।

পৃষ্ঠা

তৃতীয় প্রকরণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চীনের শাসন-প্রণালী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চীনের ধর্ম্ম-প্রণালী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চৈনীয়দের ব্যবহারগত রীতিনীতি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চৈনীয়দের সাহিত্য, শিল্প, এবং দর্শন শাস্ত্র।

সম্পূর্ণ।

চীনের ইতিহাস।

প্রথম প্রকরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চীনের সাধারণ বিবরণ।

প্রাচীন মহাদ্বীপান্তর্ব্বর্ত্তী খণ্ডত্রয় মধ্যে প্রসিদ্ধ আসিয়া খণ্ডই সর্ব্বপ্রধান, এবং অতীব প্রকাণ্ড বলিয়া খ্যাত। এই মহাদেশের পূর্ব্বাস্যে চীন নামে এক অতীব প্রসিদ্ধ এবং সুবিস্তীর্ণ রাজ্য জলধিনীরান্তে অধিষ্ঠান করিতেছে।

নামোৎপত্তি।—পশ্চিম দেশীয় মোগলেরা এই সৌরাজ্যকে "কাথে," এবং মাঞ্চু তাতারেরা "নিকান্‌-কুরান্‌" কহে; জাপান দেশীয়রা "থ," এবং স্যাম ও আনাম নিবাসিরা ইহাকে "ছীন" নামে কহিয়া থাকে। ফলতঃ এই শেষোক্ত সংজ্ঞা

ক

হইতে যে চীনাখ্যা সমুদ্ভূত হইয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। চৈনীয়রা তাহাদের দেশকে “চংকুয়ো” অর্থাৎ মধ্যরাজ্য বলিয়া থাকে; কারণ পূর্ব্বে তাহাদের এরূপ বিশ্বাস ছিল, যে চীনদেশ পৃথিবীর মধ্য স্থলে অবস্থিত, এবং অন্যান্য দেশ সকল দ্বীপাকারে তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। অল্প কাল হইল ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের সহিত তাহাদের আলাপ পরিচয় এবং আনুগত্য হওয়াতে, তাহাদের ভূগোল বিবরণ সংশোধিত হইয়াছে; কিন্তু তাহারা ঈদৃশ কুসংস্কারাবিষ্ট, ও ভ্রমাত্মক প্রাচীন মত সকল পরিত্যাগ করিতে এত পরাঙমুখ, যে ভূমণ্ডলে চীন দেশ কি রূপে অবস্থিতি করিতেছে, ইহা তাহারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেও, তাহা প্রাচীন মতের বিরুদ্ধ বলিয়া কখনই বিশ্বাস করে না।

সীমা।—চীনের পূর্ব্বসীমা প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণ সীমা চীনসাগর এবং পূর্ব্ব উপদ্বীপ, পশ্চিম সীমা তিব্বত এবং তাতার, এবং উত্তর সীমা চৈনীয় অদ্ভুত প্রাচীর। ভূমণ্ডলে যে সপ্ত প্রকার অত্যাশ্চর্য্য কীর্ত্তি আছে, তন্মধ্যে এই

প্রকাণ্ড প্রাচীরের বৃহত্ত্ব অধিক। তাতারদিগের অত্যাচার নিবারণোদ্দেশেই চৈনীয়রা, খ্রীষ্টাব্দের দ্বিশত বৎসর পূর্ব্বে, এই প্রাচীর নির্ম্মাণ করে। ইহার দৈর্ঘ্য পরিমাণ সার্দ্ধ সপ্তশত ক্রোশ, উচ্চতা সার্দ্ধ ষোড়শ হস্ত, এবং প্রশস্তি প্রায় চতুর্দ্দশ হস্ত। ইহা ঈদৃশ সুদৃঢ়, যে দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়া, মহা মহা নৈসর্গিক দুর্ঘটনাতেও অদ্যাপি ইহা অক্ষত রহিয়াছে।

পরিমাণ।—চীন উত্তর নিরক্ষান্তর* ২০° হইতে ৪২°, এবং পূর্ব্ব দ্রাঘিমান্তর† ৯৮° হইতে ১২৩° পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার দৈর্ঘ্য পরিমাণ, উত্তর সীমা হইতে দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত প্রায় ৮০০ শত ক্রোশ; প্রাশস্ত্য পরিমাণ সর্ব্বত্র সমান নয়, কোন স্থানে ৫০০ শত ও কোন স্থানে ৬০০ শত ক্রোশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। চীনের সাধারণ পরিমাণ ফল ৬,৭৯,০০০ বর্গ ক্রোশ।

দেশবিভাগ।—চীনরাজ্য অতি বৃহদ্বৃহৎ অষ্টাদশ প্রদেশে বিভক্ত; যথা, উত্তরে পিচিলী, সান্সী, এবং সেন্সী; দক্ষিণে কুয়াংটং, কুয়াংসী, এবং উনান্; পূর্ব্বে শান্টং, কিয়াংসু, চিকিয়াং,

* Latitude. † Longitude.

এবং কোকিন্; পশ্চিমে সেচুয়ান্, এবং কান্সী; এবং মধ্যস্থলে হুনান্, হুপি, কৈচু, কিয়াংসী, ন্যান্‌হোই, এবং হোনান্।

এই সকল প্রদেশমধ্যে পিচিলী প্রদেশ সর্ব-প্রধান। ইহা চতুষ্কোণাকৃতি, এবং ইহার রাজধানী পিকিন একণে সমস্ত চীনরাজ্যের রাজধানী। পিচিলীর লোক সংখ্যা প্রায় ৩,০০,০০,০০০ তিন কোটি।

পিকিন্।

পিকিন চৈনীয় অদ্ভুত প্রাচীর হইতে ৩০ ক্রোশ অন্তরে পিহো নদীতীর-বর্ত্তী এক অতি উর্ব্বর প্রান্তরে অবস্থিত। চৈনীয় ভাষায় পিকিন শব্দার্থ "উত্তর রাজসভা"। পূর্ব্বে নান্‌কিন অর্থাৎ "দক্ষিণ-রাজসভার" রাজধানী ছিল, পরে চীন-সম্রাট্, উত্তর দেশীয় অসভ্য তাতারদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ পিকিনে রাজসভা সংস্থাপিত করিয়া তথায় অধিবাস করিতে লাগিলেন।

এই অতি প্রসিদ্ধ চীনরাজধানী চতুষ্কোণাকৃতি; ইহা দুই নগরে বিভক্ত; তন্মধ্যে "সিঙ্কি" অর্থাৎ

নূতন-নগর নামক প্রধানাংশে রাজনিবাস। এই নগরে অধিকাংশ তাতারজাতীয় বাস করে, এতৎ-প্রযুক্ত ইহা তাতারনগরাখ্যাত হইয়াছে। "লচিং" নামক দ্বিতীয় নগর চৈনীয়দের বাসস্থান: "লচিং" শব্দার্থ প্রাচীন-নগর। ঐ নগরদ্বয়ের পরিধিপরিমাণ নয় ক্রোশ। যে অদ্ভুত প্রাচীরদ্বারা তাতারনগর পরিবেষ্টিত রহিয়াছে, তাহার অভূতপূর্ব্ব উচ্চতা এবং প্রাশস্ত্য অবলোকন করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এই প্রাচীরের উপর দিয়া দ্বাদশ জন অশ্বারোহী পাশাপাশী হইয়া অবলীলাক্রমে দ্রুত-গমনে ভ্রমণ করিতে পারে। পিকিনের লোক-সংখ্যা প্রায় ২০,০০,০০০ বিংশতি লক্ষ।

নগরের যে নয়টী তোরণ আছে, তাহারা অতীব উচ্চ, এবং সুনির্ম্মিত-বিশাল-খিলানবিশিষ্ট। প্রত্যেক তোরণোপরি এক একটী উচ্চচূড় মন্দির নির্ম্মিত আছে, তন্মধ্যে শান্তিরক্ষক সকল বাস করে। তোরণ-সম্মুখে উচ্চ-প্রাচীর-পরিবেষ্টিত সার্দ্ধ ত্রিশত হস্ত পরিমিত ভূমি, সৈন্যসমূহের ব্যায়াম কার্য্য সমাধার্থ পতিত রহিয়াছে।

পিকিনের রাজবর্ত্ম সকল অবক্র, সার্দ্ধেক ক্রোশ দীর্ঘ, এবং অশীতি হস্ত প্রশস্ত। পথ-

নিকর সর্ব্বদা পরিষ্কৃত থাকে; এবং প্রাতঃ সন্ধ্যা জলসিক্ত হয়। পথের পার্শ্বদ্বয়ে নানাবিধ পণ্যপূর্ণ আপণাবলি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তদীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে; কিন্তু স্থানে স্থানে নিম্ন গৃহাদির অবস্থান প্রযুক্ত রাজপথ শ্রীহীন হইয়াছে। মার্গসমূহ সর্ব্বদাই পান্থ পরিপূর্ণ; সময়ে সময়ে অশ্বের হেষারবে, উষ্ট্রের চীৎকারে, এবং শকট সকলের ঘর্ঘর শব্দে মহা কোলাহল উপস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। পথিমধ্যে কোথায় বা দৈবজ্ঞ বর্গ পঞ্জিকা উদ্ঘাটন পূর্ব্বক, গণনাদ্বারা লোকসমূহের অদৃষ্ট ফলাফল ব্যাখ্যা করিতেছে; কোন স্থানে ঐন্দ্রজালিকেরা ইন্দ্রজাল বিস্তার পুরঃসর, অসাধারণ বুদ্ধিকৌশল প্রকাশ করিয়া মনুষ্যবর্গের বিস্ময়োৎপাদন করিতেছে; গায়কগণ তদ্দেশোপযুক্ত তানলয় বিশুদ্ধ স্বরসংযুক্ত গীতদ্বারা পান্থদিগের মনোহরণ করিতেছে; এবং অপর শত শত অপভিষকবর্গ স্ব স্ব ঔষধির গুণ ব্যাখ্যাপূর্ব্বক তাহা বিতরণচ্ছলে মহা জনতা উপস্থিত করিয়া, পথিকদিগের পথরোধ করিতেছে। এই সকল অবলোকনে বৈদেশিক পর্য্যটকগণের অন্তঃকরণে যথেষ্ট আনন্দোদ্ভব হয়।

গ্রীষ্মকালে নগরের স্থানে স্থানে পান্থ নিবাস লক্ষিত হইয়া থাকে, তথায় আতপতাপিত পথিক-সমূহ গমনমাত্রেই পানার্থ সুশীতল জল, এবং আহারার্থ সুমিষ্ট ফলমূল প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুৎপিপাসা শান্তি করত স্নিগ্ধ হয়।

নগরবাসী কোন ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির বহির্গমন কালীন, তদীয় পারিষদবর্গ মহা সমারোহে তৎ-পশ্চাৎ গমন করে। রাজসভা সম্পর্কীয় মহানুভব কুলীন, কিম্বা রাজবংশীয়গণ অসংখ্য সুসজ্জিত অশ্বারোহী পরিবেষ্টিত হইয়া নগর ভ্রমণে যাত্রা করেন। তাঁহাদের প্রাত্যহিক রাজবাটী-গমন-কালীন তাঁহাদের আনুষঙ্গিক লোকসমূহ দ্বারাই নগর পরিপূর্ণ হইয়া যায়। এত জনতাতেও রাজ-পথে কখন কোন স্ত্রীলোক দৃষ্টিগোচর হয় না।

এই রাজধানী মধ্যে সর্ব্বদা সমস্ত রাজ্যের বাণিজ্য দ্রব্য ও অর্থাগমনানুরোধে, তথায় অসংখ্য বৈদেশিক উপস্থিত হয়। তাহারা শিবিকা অথবা অশ্বারোহণ পূর্ব্বক, এক জন পথপ্রদর্শক সমভি-ব্যাহারে, কোন পরিচিত মহামান্য কুলীন কিম্বা কোন ধনী ব্যক্তির বাটীতে গমন করে। তাহারা নগর প্রবেশমাত্র, নগরস্থ নানা পল্লী, প্রধান২ স্থান,

রাজকর্ম্মচারিগণের বাটী প্রভৃতির নির্ণীত বৃত্তান্ত বর্ণিত একখানি পুস্তক প্রাপ্ত হয়। ইহা দ্বারা বিদেশস্থ বণিকদিগের বিশেষ উপকার দর্শে।

পিকিনের শাসনকর্ত্তা এক জন মাঞ্চুতাতার; তিনি নয়তোরণের শাসনকর্ত্তা বলিয়া বিখ্যাত। শাসন-কর্ত্তা সৈন্যদল এবং অপর সাধারণের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেন, এবং সন্নিয়মাবলিদ্বারা দুষ্ট দমন ও শিষ্ট পালন পূর্ব্বক নগর সুরক্ষিত রাখিয়াছেন। আট নয় বৎসরকাল মধ্যেও কুত্রাপি দস্যুবৃত্তি অথবা নরহত্যা বৃত্তান্ত শ্রুতিগোচর হয় না। নগরের প্রত্যেক প্রধান রাজপথ সমূহে প্রহর্য্যাগার নির্ম্মিত আছে; প্রহরিগণ অস্ত্রশস্ত্রে বিভূষিত হইয়া সাতিশয় সতর্কতার সহিত প্রহরিকার্য্য সম্পাদন করে; পথিমধ্যে বিবাদ বা কোলাহল নিবারণার্থ, তাহারা সকলে এক এক কশা ধারণ করত পরিভ্রমণ করে।

সামান্য ক্ষুদ্র পথ সকলও এইরূপে সুরক্ষিত থাকে, এবং তাহাদের প্রান্তভাগে বহুছিদ্রযুক্ত দ্বার সকল নির্ম্মিত আছে, তদ্দ্বারা পথিস্থ লোকদিগকে দর্শনের কোন প্রতিরোধ জন্মায় না। রজনীযোগে প্রহরিগণ এই সকল দ্বার আবদ্ধ করিয়া রাজপথ;

কোন পরিচিত ব্যক্তির অনুজ্ঞায়ও তাহা উদ্ঘাটিত হয় না। সে ব্যক্তি আলোক আনয়ন করত বহির্গমনের যথেষ্ট কারণ দর্শাইলে প্রহরিগণ দ্বার মোচন করে।

সন্ধ্যার সময়ে প্রহরিগণকে সতর্ক করণার্থ ভেরী বাদ্য শ্রবণগোচর হয়। রাত্রিকালে নগর ভ্রমণের অনুমতি নাই। সম্রাট্ প্রেরিত দূতকেও প্রহরিগণ নিশিযোগে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে, এবং যদি তাহার প্রতি তাহাদের সন্দেহ জন্মে, তাহাহইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে কারাবদ্ধ করিতে পারে।

এই সকল কঠিন নিয়মাবলিদ্বারা নগর সুরক্ষিত হইয়া বিঘ্নশূন্য, দ্বন্দ্বশূন্য, ও তস্করশূন্য রহিয়াছে। যামিনীযোগে শাসনকর্ত্তাকে স্বয়ং নগর ভ্রমণ পুরঃসর প্রহরিগণের কার্য্যদক্ষতা প্রত্যক্ষ করিতে হয়। কোন প্রহরীর অত্যল্পমাত্র অনবধানতা সপ্রমাণ হইলে, সে তৎক্ষণাৎ যথাবিধি দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ঈদৃশ সুকঠিন নিশিভ্রমণ-নিবারক নগর-শাসনপ্রণালী যদ্যপি অস্মদ্দেশীয় রাজধানীতে প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে আমাদের কতিপয় সভ্য

সম্প্রদায়ের কি দুর্গতিই হইত! উঁহারা কখনই রজনীযোগে বারযোষা সমভিব্যাহারে পথে পথে ভ্রমণ করিতে পারিতেন না, ও মহাজনতা করিয়া গণিকাগৃহে গমনও করিতে পারিতেন না; তবে কি করিতেন, কেবল সর্ব্বদা চিন্তাকুলচিত্তে স্ব স্ব গৃহে উপবিষ্ট হইয়া, ঈদৃশ সুকঠিন নিয়ন্তাকে বৃথা অভিসম্পাত প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার বিনাশেচ্ছায় দিনযামিনী যাপন করিতেন। কিন্তু বুদ্ধিমান চৈনীয়রা যথার্থ বিবেচনা করিয়াছে; সর্ব্বসাধারণের হিতসাধন জন্য অনিষ্টকর বৃথা আমোদ প্রমোদকে বিসর্জ্জন দেওয়াই শ্রেয়ঃকল্প, কারণ তদ্দ্বারা নগরবাসীর প্রাণহননে এবং তাহার সর্ব্বস্বাপহরণে প্রবৃত্ত হইতে যথেষ্ট সাবকাশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত প্রকার শাসন বিস্তার করা যে সমধিক ব্যয়সাধ্য তাহা বলা বাহুল্য।

সম্রাটের প্রধান রাজপ্রাসাদ তাতারনগরাভ্যন্তরে পরিনির্ম্মিত হইয়া দেদীপ্যমান রহিয়াছে; ইহা অতীব প্রকাণ্ড, দৃষ্টিসুখকর, এবং উৎকৃষ্টরূপে সুশোভিত। রাজবাটী সার্দ্ধত্রয় ক্রোশ পরিমিত পরিধিবিশিষ্ট এক উন্নত প্রাচীর দ্বারা বহির্দ্দেশে পরিবেষ্টিত, তন্মধ্যে উচ্চচূড় মন্দির, সুবিস্তীর্ণ

রাজসভা, সুসজ্জিত প্রমদোদ্যান প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য প্রভা বিস্তার এবং পরমরমণীয়তা ধারণ করত রাজভবনের অনুপম শোভা সম্পাদন করিতেছে। প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে রাজপারিষদ, কঞ্চুকী, এবং অন্যান্য ভৃত্যবর্গ সুনির্ম্মিত গৃহে স্ব স্ব বাসস্থান নিরূপণ পূর্ব্বক তথায় কালাতিপাত করে; তন্মধ্যে কেহ সম্রাট্ প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত করণে কেহ কলহ বিবাদ মীমাংসায়, কেহবা অপরাধী রাজবংশীয়ের দণ্ড প্রদান প্রভৃতি কার্য্যসমূহে সর্ব্বদা নিযোজিত থাকে।

প্রসিদ্ধ পিকিন রাজধানীস্থ সুনিপুণ-শিল্পকার-বিনির্ম্মিত, ইন্দ্রালয়-সদৃশ-পরিভূষিত, অসংখ্য সুপ্রশস্ত সুন্দরাট্টালিকা-সমাকীর্ণ রাজালয় অবলোকন করিলে নয়ন পরিতৃপ্ত, গাত্র রোমাঞ্চিত, এবং মন প্রফুল্লিত হয়। তাতার নগরের দক্ষিণ তোরণ হইতে রাজবাটী কিঞ্চিদ্দূর; এক সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ উত্তীর্ণ হইয়া, শ্বেত প্রস্তরগঠিত বৃতিবেষ্টিত, বিচিত্র মার্ব্বল প্রস্তর নির্ম্মিত সোপান-শ্রেণীদ্বারা তদুপরি আরোহণ করিতে হয়। সোপান-শ্রেণীর সর্ব্বোপরিস্থ ধাপ পার্শ্বদ্বয়ে শ্বেতবর্ণ—তাম্র—নির্ম্মিত অত্যাশ্চর্য্য দুই সিংহমূর্ত্তি সং-

স্থাপিত আছে। রাজবাটীর চতুর্দ্দিকে এক সুন্দর ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হয়, তদুপরি মার্ব্বল প্রস্তর দ্বারা সুদৃশ্য সেতু সমূহ নির্ম্মিত আছে। ঐ নদী শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত বৃতিদ্বারা তীরদ্বয়ে পরিবেষ্টিত; অবগাহন জন্য স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট প্রস্তর দ্বারা সোপান নির্ম্মিত আছে; প্রত্যেক সোপান-শ্রেণীর পার্শ্বস্থিত জলভাগে এক একখানি পরম সুন্দর বিচিত্র নৌকা আবদ্ধ হইয়া ভাসমান হয়, ইহাতে নদীর পরম রমণীয়তা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

রাজপ্রাসাদাভ্যন্তরে "টেহোসীন্" অর্থাৎ সমাগতির উৎকৃষ্ট স্থান নামে এক অতীব বিস্তীর্ণ রাজকীয় দালান আছে। ঐ দালান সমচতুষ্কোণ, এবং শতহস্ত দীর্ঘ। ইহা ঈদৃশ সুশোভিত এবং জমকাল, যে, ইহার প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত হইয়া দালান অবলোকন করিলে, কিঞ্চিৎকাল চমৎকৃত হইয়া দণ্ডায়মান থাকিতে হয়; তখন এই মনে উদয় হয়, যেন স্বারাজ্যাধিপতি দেবেন্দ্রের অমরাবতীতে দণ্ডায়মান রহিয়াছি ও তাহা দর্শনের অযোগ্য পাত্র বলিয়া, কোন্ সময়ে কোন দূত আসিয়া তিরস্কার করত বহিষ্কৃত করিবে, এই ভয়ে সতত সঙ্কুচিত হইতে হয়।

এই অত্যাশ্চর্য্য সভামণ্ডপের মধ্যদেশে এক অতীব সুন্দর ও মনোহর আসনোপরি এক অপূর্ব্ব রাজসিংহাসন সন্নিবেশিত আছে। সিংহাসনে আর কিছুই লিখিত নাই, কেবল " চিং " এই শব্দটীমাত্র তৎসম্মুখে খোদিত আছে; চৈনীয় ভাষায় " চিং " শব্দার্থ পবিত্র, শ্রেষ্ঠ, বিশুদ্ধ, এবং পরমজ্ঞানী। রাজাসনের অবিদূরে রজতপাত্রে সময়ানুসারে ধূপ ধুনা ও গুগ্গুল প্রভৃতি সুরভি দ্রব্যজাত দগ্ধ হইয়া থাকে।

শ্রুতিগোচর হয়, রাজবাটীর অন্তঃপুরও নাকি সাতিশয় সুশোভিত, এবং তুষ্টিসুখ-প্রদায়ক; কিন্তু তাহা যথার্থরূপে বর্ণন করা সাধ্যাতীত, কারণ তন্মধ্যে স্ত্রীলোক ও কঞ্চুকী ব্যতিরেকে অপর ব্যক্তির প্রবেশের অনুমতি নাই।

নান্‌কিন।

নান্‌কিন কিয়াংনান্ প্রদেশের রাজধানী। প্রাচীন চৈনীয়রা এই নগরকে পৃথিবীর সমস্ত নগরাপেক্ষা অতীব সুন্দর, এবং সমধিক সমৃদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞান করিত। তাহারা ইহার প্রাশস্ত্য বর্ণন সময়ে এইরূপ কহে, যে, দুইজন অশ্বারোহী এক তোরণ

হইতে অতি প্রত্যূষে নির্গত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন দিক দিয়া অতীব দ্রুত বেগে নগর প্রদক্ষিণ করিয়াও, কথনই সন্ধ্যার প্রাক্কালে পরস্পর সাক্ষাৎ করিতে সক্ষম হয় না। ফলতঃ এই বিবরণে স্পষ্টরূপে অত্যুক্তি প্রকাশ পাইতেছে; কিন্তু বস্তুতঃ নান্‌কিন যে চীনের অন্যান্য বৃহন্নগরাপেক্ষা অধিক বিস্তীর্ণ, তাহার কোন সন্দেহ নাই। ইহার চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরের পরিধি প্রায় চতুর্বিংশতি ক্রোশ।

নান্‌কিন ইয়াংসিকিয়াং নদী হইতে সার্দ্ধৈক ক্রোশ দূরে অবস্থিত, তথা হইতে নৌকা সকল পরিখা দ্বারা নগরে উপস্থিত হয়। নগরটী সমাকৃতি নহে; তদভ্যন্তরে কতিপয় পর্ব্বতের অবস্থান প্রযুক্ত তাহা নিয়মিতাদর্শে নির্ম্মিত হয় নাই। পূর্ব্বে এই নগর চীন রাজ্যের প্রধান রাজধানী ছিল, এতন্নিমিত্ত ইহা "নান্‌কিন" অর্থাৎ দক্ষিণ-রাজসভা বলিয়া বিখ্যাত ছিল; কিন্তু যদবধি চীন সম্রাট্ পিকিনে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক তথায় অধিবাস করিতেছেন, তদবধি ইহা "কিয়াংনিংফু" নামাখ্যাত হইয়াছে।

যৎকালে নান্‌কিনে রাজনিবাস ছিল, তৎকালে ইহা ঈদৃশ রমণীয় এবং অনুপম শোভাসম্পন্ন

ছিল, যে, সন্নিহিত জনপদবাসির ত কথাই নাই, অতি দূরদেশবর্ত্তী মনুষ্যবর্গও এই নগর দর্শনে সাতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া চীনে গমন করিত। কিন্তু এক্ষণে ইহার প্রাচীনৈশ্বর্য্য সমূহ নিরাকৃত হইয়াছে; ইহাতে পূর্ব্বে যে এক পরম শোভনীয় প্রকাণ্ড রাজভবন ছিল, এক্ষণে তাহার কোন চিহ্নই দৃষ্ট হয় না। তথায় জ্যোতির্নিরূপণার্থ যে এক অত্যাশ্চর্য্য মানমন্দির নির্ম্মিত ছিল, এক্ষণে কেবল তাহার ভগ্নাংশ মাত্র দৃষ্টিগোচর হয়; এবং আর আর যে সকল রমণীয় দেবালয়, ও সম্রাট্‌গণের সুন্দর সমাধি মন্দির ছিল, তাহার কিছুই নাই, কেবল স্মরণমাত্র আছে। কালস্বরূপ অসভ্য তাতারগণই রাজ্যাক্রমণ পূর্ব্বক ঐ সকল উচ্ছিন্ন করত সমভূমি করিয়াছে।

ফলতঃ এক্ষণে নান্‌কিনে যে চৈনীয়-কাচনির্ম্মিত এক সুদৃশ্য মন্দির আছে, তাহা অতীব আশ্চর্য্য এবং মনোহর; তাহা অতি প্রাচীন কালে নির্ম্মিত হইয়াও অদ্যাবধি অক্ষত এবং জগদ্বিখ্যাত রহিয়াছে। মন্দিরটী অষ্টকোণাকৃতি, ১৪০ হস্ত উচ্চ, এবং নবতলবিশিষ্ট; চত্বারিংশৎ সোপান-শ্রেণী দ্বারা প্রথম তলের উপরিভাগে আরোহণ

করিতে হয়। চীনে যত গুলি মন্দির আছে, তন্মধ্যে ঐ মন্দিরের উচ্চতা এবং সৌন্দর্য্য অধিক।

নান্‌কিনের লোক সংখ্যা ৫,০০,০০০ পঞ্চ লক্ষ। ঐ নগরোৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী অন্যান্য নগরের দ্রব্য সামগ্রী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং বহুমূল্য। তথায় তাতারদিগের প্রচুর সৈন্য বাস করে।

কাণ্টন।

কাণ্টন কুয়াংটং প্রদেশের রাজধানী। এই প্রসিদ্ধ নগর প্রভূত ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন; ইহা চতুষ্ক্রোশ পরিমিত পরিধিবিশিষ্ট এক উন্নত প্রাচীর পরিবেষ্টিত হইয়া, টায়ানদী তীরে বিরাজমান রহিয়াছে। কাণ্টন সমুদ্রহইতে ৩৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত; ইহার লোক সংখ্যা প্রায় ১৫,০০,০০০ পঞ্চদশ লক্ষ।

ঐ নগর অতীব রমণীয়, স্থানে স্থানে বন উপবন সকল নির্ম্মিত হইয়া প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদিত হইয়াছে। তত্রত্য অধিকাংশ অট্টালিকা নিম্ন; কিন্তু ধনশালী বণিক এবং মান্দারিন্‌দিগের বাটীসকল প্রকাণ্ড এবং সুনির্ম্মিত। স্থানে২ দেবমন্দিরশ্রেণী দৃষ্টিগোচর হয়। রাজ-

পথ চন্দ্রাতপদ্বারা সমাচ্ছাদিত থাকাতে, প্রচণ্ড সূর্য্য কিরণ নিরাকৃত হইয়া পান্থ-সমূহের গমনাগমনের মহা সুযোগ হইয়াছে।

কাণ্টনে চৈনীয়রা নদীতে অসংখ্য নৌকার উপরে কুটীর নির্ম্মাণ করত, তন্মধ্যে বাস করে। এই প্রকার নদীর উপরিভাগে গ্রাম পল্লী, এবং আপণ বিপণিসকল দৃষ্টিগোচর হয়। সমুদ্র-তীর-বর্ত্তী ভূভাগে নানা জাতীয় ইউরোপীয় বণিকদিগের কর্ম্মকুটীর নির্ম্মিত আছে। এই নগরের বাণিজ্য সাতিশয় প্রবল, তৎসম্বন্ধে ইহা অখিলজন পরিজ্ঞাত হইয়া দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

চীন যাদৃশ লোক-পূর্ণ স্থান, পৃথিবীতে এমন অন্য কোন দেশই দৃষ্ট হয় না; ইহার সমুদায় লোকসংখ্যা প্রায় পঞ্চাশৎ কোটী। সমস্ত রাজ্য মধ্যে প্রায় ৪৫০০ প্রাচীর-পরিবেষ্টিত প্রধান নগর আছে, এতদ্ব্যতীত অসংখ্য ক্ষুদ্র গ্রাম এবং উপ-নগরসকল দৃষ্টিগোচর হয়। রাজ্য যেমন যথেষ্ট সুবিস্তীর্ণ, তথায় সাধারণ স্থাপনা সকল ও তাদৃশ অধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে। শত শত পুস্তকালয়, চিকিৎসালয়, ভজনালয়, বিদ্যালয়, অনাথ নিবাস,

ও পীড়িত ব্যক্তির আশ্রয় স্থান প্রভৃতি নির্ম্মিত রহিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চীনের প্রাকৃতিক বিবরণ।

প্রকৃতাবয়ব।—চীনের অবয়ব সর্ব্বত্র সমান নয়, কোন২ স্থান পর্ব্বতময়, এবং কোন২ স্থান সমতল; কিন্তু অধিকাংশ স্থানই সমতল ও অতিশয় উর্ব্বরা, কেবল উত্তর এবং পশ্চিম প্রদেশে কতিপয় পর্ব্বত আছে, তন্মধ্যে "পীলিং" এবং "ইয়াংল্লিং" পর্ব্বতদ্বয়ই সর্ব্ব-প্রধান। চৈনীয়রা বহুযত্ন এবং পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক এইসকল পর্ব্বতময় স্থান সাতিশয় উর্ব্বর ও ফলবান করিয়াছে। উত্তর-দিকস্থ পর্ব্বতোপরি গৃহ এবং মাস্তল নির্ম্মাণোপ-যোগী নানাবিধ বৃহৎ২ বৃক্ষ জন্মে।

হ্রদ।—চীনে কতিপয় সুপ্রশস্ত হ্রদ আছে। [illegible] প্রদেশান্তবর্ত্তী "টংটিং" হ্রদের পরিধি

প্রায় ১২৫ ক্রোশ; কিয়াংসী অন্তঃপাতী "পোয়াং" নামক হ্রদই সর্ব্বপ্রধান এবং অতীব প্রকাণ্ড। ইহার দৈর্ঘ্য পরিমাণ ১৫০ ক্রোশ; সময়েং বায়ুবেগ সহকারে ইহা ভয়ানকরূপে তরঙ্গিত হয়।

নদী।—চীন্ অসংখ্য ক্ষুদ্র এবং বৃহন্নদী সকল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। তন্মধ্যে দক্ষিণে "ইয়াংসিকিয়াং" এবং উত্তরে "হোয়াংহো" সর্ব্ব-প্রধান, সুদূরবাহী, এবং অতিপ্রসিদ্ধ। চৈনীয়রা ইয়াংসিকিয়াংকে সাগরপুত্র কহে। ইহা তিব্বত-দেশীয় পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া, প্রায় ৬০০ ক্রোশ পর্য্যন্ত প্রচণ্ডবেগে প্রবহমান হওত প্রশান্ত মহাসাগরে মিলিত হইয়াছে। সাগর সম্মিলন হইতে ৫০ ক্রোশ দূরে ইহার প্রাশস্ত্য অর্দ্ধ ক্রোশ। হোয়াংহো-নদীকে চৈনীয়রা পীতনদী নামে কহিয়া থাকে; কারণ বৃষ্টি বর্ষণ হইলে ইহার উপকূল হইতে পীতবর্ণ মৃত্তিকা সকল ধৌত হইয়া ইহাতে নিপতিত হওয়াতে, তদীয় বারি পীতবর্ণাক্ত হয়। ইহার দৈর্ঘ্যপরিমাণ প্রায় ৯০০ ক্রোশ; ইহা অতিশয় প্রশস্ত এবং ইহার স্রোত ও অত্যন্ত বেগবান। কিন্তু হোয়াংহো অত্যল্প গভীর, এতৎপ্রযুক্ত নৌকা গমনাগমনের সুবিধা হয় না। সময়ে সময়ে ইহা প্লাবিত হইয়া

সমস্ত দেশ জলসাৎ করে। স্থানেং উপনদী সমূহ প্রবাহিত হইয়া দেশের শোভা সম্পাদন করিতেছে।

চীনের পূর্ব্বাংশে যে এক অতি প্রসিদ্ধ, ও প্রকাণ্ড রাজকীয় পরিখা আছে, তাহা চৈনীয়দের এক অদ্ভুত সৃষ্টি। ইহার দৈর্ঘ্য পরিমাণ পিকিন হইতে কাণ্টন পর্য্যন্ত প্রায় সপ্তশত ক্রোশ; এবং ইহার যে ভাগ পিকিন হইতে হাংচুক্ষু পর্য্যন্ত ৪০ ক্রোশ বিস্তৃত, তাহার প্রাশস্ত্য ১১৩॥০ হস্ত। ইহার যে অংশ উচ্চ স্থান দিয়া প্রবাহিত হইতেছে তাহার গভীরতা ৪০।৫০ হস্ত; যে স্থানে ইহা নিম্ন ভূমি দিয়া বহিতেছে, তথায় তৎপ্রদেশের সমতল হইতে ১৩।১৪ হস্ত উচ্চ এপ্রকার দৃঢ় আলিবন্ধনদ্বারা ইহার প্লাবন হইতে দেশ সমস্ত সুরক্ষিত রহিয়াছে। এই সুবিস্তীর্ণ জলপথদ্বারা তত্রত্য বাণিজ্যকার্য্যের মহা সুযোগ হইয়াছে।

দ্বীপ।—চীনের দক্ষিণ-পূর্ব্বপার্শ্বস্থ সমুদ্রভাগে কতিপয় দ্বীপ আছে। তন্মধ্যে ইহার দক্ষিণে চীন-সাগরস্থিত "হেনান্" দ্বীপ অতি বৃহৎ। হেনান্ চীন হইতে এক অপ্রশস্ত প্রণালীদ্বারা পৃথক্‌কৃত; ইহা দেখিতে অণ্ডাকার, পূর্ব্ব পশ্চিমে ইহার দৈর্ঘ্য পরিমাণ ১০৫ ক্রোশ, এবং প্রাশস্ত্য ৬৭॥০ ক্রোশ।

এই দ্বীপের অত্যল্প অংশই চীন-রাজ্যাধীন; ইহার রাজধানী "কংচুকু" এক উন্নত অন্তরীপোপরি সন্নিবেশিত। তাহার নিকটবর্ত্তি-সমুদ্রভাগে অসংখ্য অর্ণবপোত অবস্থিতি করে, এবং তথায় সময়ানুক্রমে সমূহ মুক্তা প্রাপ্ত হওয়া যায়। হেনানে গোলাপপুষ্প সদৃশ সুগন্ধি এক প্রকার বহুমূল্য কাষ্ঠ উৎপন্ন হয়, তাহা কেবল চীন সম্রাটের ব্যবহারার্থে চীনে নীত হইয়া থাকে।

কান্টনের দক্ষিণে "হংকং" দ্বীপ এক্ষণে ইংরাজদিগের, ও "মেকেয়ো" দ্বীপ পোর্টুগীজদের অধীন। পোর্টুগীজরা চৈনীয়দিগকে কতিপয় দুর্দ্ধর্ষ অর্ণবদস্যুর হস্তহইতে উদ্ধার করত ১৫৮০ খ্রীঃঅব্দে তাহাদের নিকট হইতে ঐ দ্বীপ প্রাপ্ত হয়।

চীনের পূর্ব্বপার্শ্বে প্রশান্ত মহাসাগরে "ফর্মোষা" নামে এক দ্বীপ আছে, তাহা চীন হইতে ২০ ক্রোশ প্রশস্ত যে ফর্মোষা প্রণালী তদ্দ্বারা পৃথক্কৃত। পূর্ব্বকালে ফর্মোষা চৈনীয়দের অজ্ঞাত ছিল; পরে তাহারা, ১৪৩০ খ্রীঃঅব্দে, তদ্বৃত্তান্ত অবগত হইলে, "কাংহী" সম্রাট্ ১৬৬১ খ্রীষ্টঅব্দে তথায় তদীয় অধিকার সংস্থাপিত করেন। এইদ্বীপ উত্তর দক্ষিণ

বিস্তৃত এরূপ এক পর্ব্বতশ্রেণীদ্বারা বিভক্ত, তন্মধ্যে ইহার পশ্চিমাংশই চীনাধীন। ইহা অতীব সুন্দর স্থান, তথায় সর্ব্বদা নির্ম্মল প্রশান্ত বায়ু প্রবাহিত হইয়া তত্রত্য মনুষ্যবর্গের স্বাস্থ্য সাধন করিতেছে। বসুন্ধরাও তথায় সাতিশয় ফলবতী হইয়া নানাবিধ শস্য এবং ফলমূল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করিতেছেন; কিন্তু তথায় সুস্বাদু পানীয়বারি অতীব দুষ্প্রাপ্য। ইহার লোক সংখ্যা অধিক, এবং ব্যবসা বাণিজ্যও অতিশয় প্রবল; রাজধানী সুশোভা-সম্পন্ন, তথায় চীনসম্রাট্ এক জন পরাক্রমশালী সেনাপতির অধীনে দশ সহস্র সৈন্য রাখিয়াছেন। দ্বীপনিবাসিরা অসংখ্য বলীবর্দ্দ প্রতিপালন করে। অশ্বাভাব-প্রযুক্ত তাহারা বলীবর্দ্দের মুখদেশে বল্গা প্রদান, এবং পৃষ্ঠোপরি পর্য্যাণ সংস্থাপন-পূর্ব্বক তদুপরি আরোহণ করত ভ্রমণ করে। এক জন চৈনীয় এইরূপ বলীবর্দ্দোপরি আরোহণ করিয়া উত্তম গর্ব্ব ও গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকে, যেন সে ব্যক্তি এক অত্যুৎকৃষ্ট আরবাশ্বারূঢ় হইয়া গমন করিতেছে।

ফর্মোষা প্রণালীর পশ্চিমাংশে "আময়" নামক এক ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। চীন রাজ্যের ও এই দ্বীপের

মধ্যস্থলে যে এক সুবিস্তীর্ণ বন্দর লক্ষিত হয়, তাহা অতীব প্রসিদ্ধ; তথায় অসংখ্য অর্ণবযান নিরাপদে অবস্থিতি করে। এই দ্বীপে চৈনীয় "ফো" দেবের মন্দির নির্ম্মিত আছে। তাঁহার মূর্ত্তি পিত্তল-নির্ম্মিত; তিনি মন্দিরাভ্যন্তরে অত্যুৎকৃষ্ট শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত বেদীর উপরিভাগে যোগাসনে উপবিষ্ট। তাঁহার একপার্শ্বে অন্য এক ক্ষুদ্র বেদীর উপরে এক অগ্নিপূর্ণপাত্রে সর্ব্বদা ধূপ ধূনা ও গুগ্গুল প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যসমূহ দগ্ধ হয়, এবং অপর পার্শ্বে তাদৃশ এক বেদীর উপরিভাগে এক বৃহৎ প্রদীপ সর্ব্বদা প্রজ্বলিত থাকে। এতদ্ব্যতীত আময় দ্বীপে আর অনেক দেবমন্দির আছে। বস্তুতঃ এই দ্বীপ কেবল অসংখ্য দেবমন্দিরে পরিপূর্ণ।

চীনের পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে কিঞ্চিৎ দূরে যে কতিপয় অনতিবৃহৎ দ্বীপ আছে, তাহারা "লুচু" বা "লিওকিও" নামে প্রসিদ্ধ। এই দ্বীপ-পুঞ্জের সংখ্যা ষষ্ঠত্রিংশৎ, ইহাদের মধ্যে "লিওকিও" নামে দ্বীপটী সর্ব্ব প্রধান এবং অতি বৃহৎ। ইহার রাজধানী "কিণ্টচি" ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্বপার্শ্বে অবস্থিত। দ্বীপগুলি এক জন তদ্দেশীয় ভূপতি দ্বারা শাসিত হইয়া থাকে, তাঁহাকে চীন সম্রাট্কে

কর প্রদান করিতে হয়। ১৩৭২০ খ্রীষ্টঅব্দে "হংভো" সম্রাটের রাজত্বকালীন এই সকল দ্বীপ চীন রাজ্যের সম্পূর্ণাধীন হইয়াছে। দ্বীপসমূহে রাশি২ গন্ধক এবং মুক্তা উৎপন্ন হইয়া থাকে। দ্বীপ-নিবাসিরা অসভ্য নহে, তাহাদের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে।

জলবায়ু।—এই অতিসুবিস্তীর্ণ রাজ্যের জলবায়ু সর্ব্বত্র সমান নহে; দক্ষিণপ্রদেশ বঙ্গদেশাপেক্ষা উষ্ণ-প্রধান, কিন্তু উত্তরে দুঃসহ ইউরোপীয় শীতাপেক্ষা তত্রত্য শীতের অধিক প্রাবল্য। আশ্বিন মাসাবধি ফাল্গুন মাসপর্য্যন্ত উত্তরদিক হইতে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইয়া দুঃসহ শীতোপস্থিত করে, এবং তৎকালে তুষার পতিত হইয়া সমস্ত দেশ আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। জ্যৈষ্ঠাষাঢ় মাসদ্বয়ে দক্ষিণ-দিক হইতে বায়ু বহিতে থাকে, তখন গ্রীষ্মঋতুর আবির্ভাব হয়; কিন্তু শ্রাবণ ভাদ্রমাসে পশ্চিমদিকহইতে অস্বাস্থ্যকর বায়ু প্রবাহিত হইয়া সমস্ত জনপদবাসিকে বিবিধ রোগগ্রস্ত করত নানা ক্লেশে নিপতিত করে। গ্রীষ্মকালে সময়েং প্রচণ্ড বাত্যা উত্থিত হইয়া একাদিক্রমে বিংশতি ঘটিকা ভয়ানক প্রবলবেগে প্রবহমান হইতে থাকে; এবং

বৃহদ্বৃহৎ প্রাসাদ ও বৃক্ষসমূহ উৎপাটিত করিয়া মহানিষ্ট সাধন করে; তৎকালে গগনমণ্ডলে ঘন-ঘটার ঘোরাড়ম্বর উপস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক ভীষণান্ধ-কারে সমাচ্ছাদিত হওত মূষলধারে বৃষ্টিবর্ষণ হইতে থাকে, এবং ক্রমে সমস্ত দেশ প্লাবিত হইয়া যায়। কিন্তু ঋতু-পরিবর্ত্তন কালীন মন্দ২ বায়ু সঞ্চারিত হইয়া মনুষ্যবর্গের সুখ পদ্ধতির সূত্রপাত করে। বস্তুতঃ চীনের জলবায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর, এবং তন্নিবাসী মনুজগণও দীর্ঘকাল জীবিত থাকে।

ভূমি।—চীনের মৃত্তিকা লোহিত ও পীতবর্ণ, এবং সিকতাময়, অত্যন্ত শথ, উপলখণ্ড রহিত, ও প্রচুর পরিমাণে উর্ব্বরা। সময়ে২ সর্ব্বত্র ভূমিকম্প অনুভূত হইয়া থাকে, কিন্তু কুত্রাপি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত প্রত্যক্ষ গোচর হয় না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চীনের সাধারণ উৎপত্তি।

কৃষিকর্ম্ম।—চৈনীয়রা কৃষিকার্য্যকে দেশের

শ্রীবৃদ্ধির মূলীভূত কারণ ভাবিয়া, তৎকর্ম্মের উন্নতি সাধককে প্রভূত সম্মান এবং যথেষ্ট খ্যাতি প্রদান করে। প্রতিবৎসর এক নির্দ্দিষ্ট শুভদিনে চীন-সম্রাট্ স্বহস্তে লাঙ্গলধারণ পূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে ভূমিকর্ষণ করিলে পর, অপর সাধারণে মহা উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া তৎকার্য্যে সমধিক যত্নশীল হয়।

শস্য।

চীনের সর্ব্বত্র উত্তমরূপে কৃষ্ট হওয়া ভারতবর্ষীয় প্রায় সমস্ত শস্যই তথায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। দক্ষিণ প্রদেশে অধিক পরিমাণে তণ্ডুল জন্মে; ইহাই চৈনীয়দের প্রধান আহার্য্য।

ফল।

আসিয়িক এবং ইউরোপীয় প্রায় সমস্ত ফলই চীনে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আতা, পিয়ারা, দ্রাক্ষা, জলপাই, লেবু, দাড়িম্ব, পীচ, তুঁত, কমলালেবু, আক্রোট, ডুম্বর প্রভৃতি ফলসকল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কমলালেবু চীন হইতেই পোর্টুগীজদের দ্বারা প্রথম ইউরোপে নীত হইয়াছে। চীনে নানা প্রকার কমলালেবু প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে পাতী-

লেবুর ন্যায় এক প্রকার লেবু উৎপন্ন হয়, চৈনীয়রা সেই ফলবৃক্ষ বাক্স মধ্যে রোপণ করত গৃহাভরণের ন্যায় গৃহমধ্যে রক্ষা করে। চীনে পীতবর্ণ এক প্রকার সুমিষ্ট কর্কটী ফল জন্মে, চৈনীয়রা তাহা ত্বক্ সমেত আহার করে; চীন সম্রাটের ভোজনার্থ ইহা সাতিশয় যত্নসহকারে রক্ষিত হইয়া থাকে।

দ্রাক্ষাফল প্রচুরপরিমাণে উৎপন্ন হয়। অনেকে অনুমান করেন, যে, পূর্ব্বে চীনে দ্রাক্ষালতার চাষ ছিল না, অল্পকাল হইল ইহা আসিয়ার পশ্চিমাংশ হইতে চীনে নীত হইয়াছে। কিন্তু তাহা ভ্রম মাত্র, কারণ খ্রীষ্টাব্দের কতশত বৎসর পূর্ব্বাবধি তথায় দ্রাক্ষালতা জন্মিতেছে। মদিরা প্রস্তুতার্থ স্থানে স্থানে দ্রাক্ষাফলের আবাদ হয়; কিন্তু চীন সম্রাট্ মদিরা-প্রিয় নহেন, এতৎপ্রযুক্ত তাহা প্রস্তুতের বিশেষ উৎসাহও নাই। অন্যান্য কৃষিকার্য্যের প্রতিরোধক বলিয়া এক সময়ে ইহার চাষ রহিত হইয়াছিল। এক্ষণে ইহা স্থানে স্থানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে, বিশেষতঃ পিচিলী প্রদেশে ইহা অধিক জন্মে।

শাক মূলাদি।

চৈনীয়রা শাক মূলাদি উৎপন্ন করিতে যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করে। আসিয়িক এবং ইউরোপীয় শাক মূলাদি ব্যতীত চীনে আর নানাবিধ চৈনীয়-শাক মূল সকল জন্মে। কপি, বীটপালং, চৈনীয়-পিট্‌সে, হরিদ্রা, বিবিধপ্রকার আলু, পলাণ্ডু, লশুন প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মে। তথায় এক প্রকার অমূলোৎপন্ন পলাণ্ডু উৎপন্ন হইয়া থাকে। চীনের মানকচু অত্যন্ত বৃহৎ. কোন কোনটা চতুষ্পঞ্চ হস্ত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। চৈনীয়রা হ্রদ, পুষ্করিণী, নদী, উপনদী, ও তড়াগ প্রভৃতির জলমগ্ন স্থান কর্ষণ করিয়া নানা প্রকার বৃক্ষ রোপণ করে; চৈনীয় পিট্‌সি এবং লিন্‌হোয়া ঐ সকল স্থানে অধিক উৎপন্ন হয়।

বৃক্ষাদি।

চুকো।—এই বৃক্ষ দেখিতে ডম্বুর বৃক্ষ সদৃশ; চৈনীয়েরা এই বৃক্ষকে অতি যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করে। ইহার বল্কলে উত্তম কাগজ প্রস্তুত হয়।

মোমবৃক্ষ।—ইহা কোন এক নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষ নয়, একজাতি কীট আছে, তাহারা কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন

বৃক্ষে নীড় নির্ম্মাণ করিলে তন্মধ্যে মোম জন্মে; চৈনীয়রা এই সকল নীড় আহরণ করত তন্মধ্য হইতে মোম বাহির করিয়া লয়। এই মোম দ্বারা শরীরের ক্ষতস্থান অতি শীঘ্র আরোগ্য হইয়া থাকে।

বসাবৃক্ষ।—এই বৃক্ষ এক আশ্চর্য্য চৈনীয় উদ্ভিদ; ইহার ফল হইতে উত্তম বসা নির্গত হয়। চৈনীয়রা ইহাতে মসিনার তৈল মিশ্রিত করিয়া বর্ত্তিকা প্রস্তুত করে।

বার্ণিষবৃক্ষ।—এই বৃক্ষের নির্যাসে বার্ণিষ প্রস্তুত হয়। চৈনীয়রা ইহাকে "সীচু" বৃক্ষ কহে, ইহা দশ হস্তের অধিক উচ্চ হয় না, এবং ইহার গুঁড়ির পরিধি প্রায় দেড় হস্ত। চৈনীয়রা ইহার শাখা ছেদন করত ইহার উন্নতি বর্দ্ধন করে। গ্রীষ্মকালে ইহা হইতে অধিক পরিমাণে নির্যাস নির্গত হয়; তৎকালে চৈনীয়রা প্রত্যহ সন্ধ্যা সময়ে এই বৃক্ষ-শরীর বিদীর্ণ করত, তথায় এক খানি শুক্তি রক্ষা করে। রজনীযোগে তদুপরি নির্যাস নির্গত হইয়া পতিত হইলে, প্রত্যূষে তাহারা ইহা একত্র করে। এক রাত্রিতে এক সহস্র বৃক্ষ হইতে প্রায় অর্দ্ধপোয়া মাত্র নির্যাস নির্গত হয়। নির্যাস

নিঃসরণ সময়ে এক প্রকার মারাত্মক দুর্গন্ধ নির্গত হইয়া নিকটস্থ বায়ুকে সাতিশয় দূষিত করে। যখন কোন ব্যক্তি নির্য্যাস সংগ্রহার্থ গমন করে, তখন সে সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত করত, হস্ত দ্বয়ে এবং মুখমণ্ডলে শূকর-বসা-নির্ম্মিত এক প্রকার তৈল লেপন করে; ইহা না করিলে সেই দূষ্য বায়ু শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণ বিনষ্ট করে। যদি কোন ব্যক্তি, ঐ দুর্গন্ধ প্রতিরোধক কোন ঔষধাদি সেবন না করিয়া নির্য্যাস আনয়নার্থ গমন করে, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।

লৌহকাষ্ঠ। চীনে দেবদারু সদৃশ উচ্চ এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে, তাহার কাষ্ঠ ঈদৃশ সুকঠিন এবং গুরু, যে জলে নিক্ষিপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ নিমগ্ন হয়, এতদ্ধ প্রযুক্ত তাহাকে লৌহ কাষ্ঠ কহে। চৈনীয়রা এই কাষ্ঠে পোত সমূহের নঙ্গর নির্ম্মাণ করে।

নান্মূ।—এই বৃক্ষ এক প্রকার চিরহরিৎ; ইহা সাতিশয় উচ্চ ও বৃহৎ। চৈনীয়রা ইহার কাষ্ঠকে অক্ষয়ণীয় জ্ঞান করে। তাহারা কহে যে "চিরস্থায়ী প্রাসাদ নির্ম্মাণোৎসুক হইলে আমরা এই কাষ্ঠ ব্যবহার করিয়া থাকি"। রাজ ভবনের বরগা, কড়ি, দ্বার প্রভৃতি এই কাষ্ঠে নির্ম্মিত।

গোলাপকাষ্ঠ।—এই বৃক্ষ হইতে যে কাষ্ঠ উৎপন্ন হয়, গোলাপ পুষ্পের ন্যায় তাহার সৌরভ। ঐ কাষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ, ইহাতে সুস্পষ্ট শিরা সকলের অবস্থান প্রযুক্ত ইহাকে চিত্রিতানুভূত হয়। এই কাষ্ঠে সুন্দর সুন্দর বহুমূল্য গৃহসামগ্রী সকল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কর্পূরবৃক্ষ।—চীনে কর্পূরবৃক্ষ জন্মে। ইহা শত হস্তের অধিক উচ্চ হয়, এবং ইহা ঈদৃশ অশ্রুতপূর্ব্ব স্থূল হয় যে, ২০ জন ব্যক্তিও ইহার মূলদেশ বেষ্টন করিতে পারে না। অতি প্রাচীন হইলে ইহার গুঁড়ি হইতে অগ্নিকণা নির্গত হয়; কিন্তু তাহার দাহশক্তি থাকে না।

চৈনীয়রা নিম্ন লিখিত রীত্যনুসারে কর্পূর প্রস্তুত করে। তাহারা প্রথমতঃ বৃক্ষ হইতে সরস শাখা সমূহ ভগ্ন করত আনয়ন করে, এবং তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদনপূর্ব্বক উৎস নীরে নিক্ষেপ করত আর্দ্র করে। পরে তাহাদিগকে সিদ্ধ করণাশয়ে উষ্ণ জল পরিপূর্ণ কটাহে নিক্ষেপ করত এক যষ্টিদ্বারা তাহা বারম্বার সঞ্চালিত করে; এবং সেই যষ্টিতে উক্ত সিদ্ধ-শাখা[illegible]র রস সংযুক্ত হইলে, তাহারা কটাহ হইতে সেই উষ্ণ জল

ছাঁকিয়া লইয়া তাহা সমস্ত রজনী এক পরিষ্কৃত মৃণ্ময় পাত্রে রক্ষা করে। প্রাতঃকালে সেই জল সুদৃঢ় সংযত হইয়া কর্পূর সদৃশ দৃষ্ট হয়। ইহাকে নির্ম্মল করণাশয়ে তাহারা প্রাচীন প্রাচীরের মৃত্তিকা আনয়নপূর্ব্বক তাহাকে চূর্ণ করত এক তাম্রপাত্রে তাহার কিঞ্চিৎ রক্ষা করিয়া তদুপরি উক্ত কর্পূর ছড়াইয়া দেয়, এবং এই প্রকার স্তরে স্তরে চারি থাক পর্য্যন্ত রক্ষা করে; পরে সেই পাত্রোপরি অপর একটী পাত্র রক্ষা করত, এক প্রকার লোহিতবর্ণ মৃত্তিকা লইয়া তাহাদের সন্ধিস্থানে উত্তমরূপে লেপন করে, এবং প্রচণ্ড অগ্ন্যুত্তাপদ্বারা পাত্রদ্বয় দগ্ধ করিলে ঐ কর্পূর বাষ্পাকারে উত্থিত হইয়া উপরিস্থ পাত্রাভ্যান্তরে একত্রিত হয়, এবং ক্রমে শীতল হইলে উৎকৃষ্ট কর্পূর প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বংশ।—চীনের বংশ অতীব প্রসিদ্ধ, এতদ্দেশীয় বংশাপেক্ষা ইহা অধিক উচ্চ, এবং সুদৃশ্য; কোন কোনটা নারিকেলবৃক্ষ-সদৃশ স্থূল হয়।

চাতরু।—চীনে বহু প্রকার সুবাস বৃক্ষ জন্মে তন্মধ্যে [illegible] সর্ব্ব প্রধান। ঐ চার জন্মস্থান চীন কি জাপান, তাহার নিশ্চয় করা অতিশয় দুঃসাধ্য।

চাতরু পর্ব্বতময় এবং সমতল স্থলে সমানরূপেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু পর্ব্বতপ্রদেশেই উৎকৃষ্ট চা জন্মে। ফাল্গুন মাসে ইহার বীজ রোপিত হয়, এবং কিয়দ্দিনানন্তর ইহা অঙ্কুরিত হইলে, চৈনীয়রা চারা সকল অপর ক্ষেত্রে ফাঁক ফাঁক করিয়া রোপণ করে। বৃক্ষ তিন বৎসরের পর অবধি ৬।৭ বৎসর পর্য্যন্ত পত্র প্রদান করে ; ইহার পর নিস্তেজ হইয়া শুষ্ক হইলে চৈনীয়রা তাহা ছেদন করিয়া ফেলে। মেদি বৃক্ষের ন্যায় ইহার ঝোপ, কাষ্ঠগোলাপ সদৃশ ইহার পুষ্প, এবং কুলপত্রের ন্যায় ইহার পত্র জন্মে। চৈনীয়রা প্রথমতঃ বৃক্ষ হইতে পত্রাহরণ পূর্ব্বক উষ্ণ জলের বাষ্পে তাহা ঝলসাইয়া লয়। পরে তাহা তাম্রপাত্রে নিক্ষেপ করত অগ্ন্যুত্তাপে উষ্ণ করে, অনন্তর ইহা রৌদ্রে শুষ্ক হইলে উত্তম চা প্রস্তুত হয়। চীনে নানা প্রকার চা জন্মে। পূর্ব্বে চা চীন হইতেই অন্যত্রে নীত হইত, কিন্তু এক্ষণে ভারতবর্ষের অনেক স্থানে চা উৎপন্ন হইতেছে।

কার্পাসবৃক্ষ।—চীনের দক্ষিণ প্রদেশে অত্যুত্তম কার্পাস উৎপন্ন হয়। ইহা চৈনীয়-বাণিজ্য-বৃক্ষের এক প্রধান শাখা। চৈনীয়রা ক্ষেত্র হইতে শস্য

সংগ্রহ পূর্ব্বক সেই ভূমি কর্ষণ করিয়া তথায় কার্পাস বীজ রোপণ করে, পরে বৃষ্টি পতিত হইয়া ক্ষেত্র-ভূমি আর্দ্র হইলে বৃক্ষ অঙ্কুরিত হইয়া সার্দ্ধেক হস্ত পর্য্যন্ত উত্থিত হয়। এতদ্দেশে যে প্রকারে কার্পাস জন্মে এবং প্রস্তুত হয় চীনে প্রায় সেইরূপেই তাহা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

চীনে তাম্বূল বৃক্ষ জন্মে। তথায় তাম্বূল চর্ব্বণের প্রথা প্রচলিত আছে; আমরা যে প্রকারে তাম্বূলাহার করি, চৈনীয়রাও সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকে। এদেশের ন্যায় চীনে তাম্রকূটের অধিক ব্যবহার নাই, কিন্তু তথায় ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। চৈনীয়রা তাম্রকূট চূর্ণ করে না। কেবল ইহার ধূমই পান করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত চীনে অনেকানেক প্রয়োজনীয় বৃক্ষ জন্মে।

পুষ্প-বৃক্ষ।—চীনে ঈদৃশ মনোহর সুগন্ধি পুষ্প সকল উৎপন্ন হয়, যে তাদৃশ পুষ্প কুত্রাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে সকল পুষ্প-বৃক্ষ চৈনীয়-উদ্যানাভ্যন্তরে উৎপন্ন হইয়া তদীয় অনুপম শোভা বিস্তার করে, তন্মধ্যে "উটংচু" নামে চীনের পুষ্প [illegible]। টেলা[illegible], [illegible]লায়, ডাহো, যোলীসুং, হেটাং,

ও মুটান্ প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষ সকল অধিক জন্মে। “ইহিয়াং হোয়া” নামে এক পুষ্প জন্মে, তাহার সৌরভ দিবসে অনুভূত হয় না, এতৎপ্রযুক্ত তাহাকে “ইহিয়াংহোয়া” অর্থাৎ রজনীগন্ধা কহে; বোধ হয়, আমরা যাহাকে রজনীগন্ধা কহি ইহিয়াংহায়াই বা সেই পুষ্প হইবে। চীনে নানা বর্ণের পদ্ম পুষ্প প্রাপ্ত হওয়া যায়। চৈনীয়রা পদ্মের বীজ এবং মৃণাল উপাদেয় জ্ঞানে ভক্ষণ করে।

চীনে বহুবিধ ঔষধি বৃক্ষেরও অভাব নাই। রেউচিনি, চৈনীয় টিহোপং, গিন্সে, কাসিয়া, সণ্টসি, কৌলিন্ প্রভৃতি প্রচুরপরিমাণে উৎপন্ন হয়। চীনের পুদিনা অতীব উৎকৃষ্ট।

তথায় অধিক পরিমাণে ইক্ষু জন্মে, তদ্দ্বারা নানাবিধ গুড় ও শর্করা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

জীবজন্তু।

পশ্বাদি।—চীনের পর্ব্বতময় এবং অরণ্য প্রদেশে হস্তী, গণ্ডার, শার্দ্দূল, চিতাব্যাঘ্র, ভল্লুক, কেন্দুয়া, উল্কামুখী, মহিষ, ঘোটক, উষ্ট্র, বন্য গর্দ্দভ, বরাহ প্রভৃতি ভীষণাকার বন্য জন্তু সকল বাস করে। উত্তর প্রদেশে বীবর, সেবল্, আর্মিন্

প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লোমোৎপাদক পশু সমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। চৈনীয়রা মৃগয়া করিয়া থাকে, শীত-কালে তাহারা হরিণ, কৃষ্ণসার, ছাগ, বন্য বরাহ, শশক, কাষ্ঠমার্জ্জার, ইন্দুর, মরাল, পাতিহংস, টিটির, বটের, ডাক, এবং অন্যান্য চৈনীয় পশু পক্ষী বধ করিয়া আনয়ন করে। চীনদেশীয় অশ্বগণ সুদৃশ্য, বলবান, এবং বেগগামী নহে; যে সকল অশ্ব সৈন্যদলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা-রা ঈদৃশ ভীরু যে যুদ্ধ সময়ে তাতারদিগের অশ্ব-হেষারব শ্রবণে পলায়ন করে। চীনে অশ্ব সমূ-হের খুরে নাল বন্ধন প্রথা প্রচলিত নাই। পূর্ব্বো-ত্তর প্রদেশে বন্য ও পালিত উষ্ট্র প্রাপ্ত হওয়া যায়, বন্যোষ্ট্রের কুজ হইতে একপ্রকার বসা নির্গত হয়, তাহা ঔষধাদিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চীনে নানা জাতীয় বানর প্রাপ্ত হওয়া যায়; তথায় এক জাতি বনমানুষ জন্মে, তাহারা মনুষ্য সদৃশ উচ্চ এবং মনুষ্যের ন্যায় পশ্চাৎ পদদ্বয়দ্বারা অবলীলাক্রমে গমনাগমন করে, আর তাহাদের কার্য্যকার্য্যের সহিত মানবকার্য্যের অত্যাশ্চর্য্য সৌসা-দৃশ্য দৃষ্ট হয়। চীনে কস্তুরিকামৃগ আছে, দক্ষিণ প্রদেশে ইহা অধিক প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জা-

তীয় স্ত্রী-মৃগের মাংস অতি সুস্বাদু, চৈনীয়রা ইহা উপাদেয় বলিয়া আহার করে। তাতার দেশীয় অরণ্য প্রদেশে এক জাতি পক্ষবিশিষ্ট উল্কামুখী এবং ইন্দুর প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পক্ষী কীটাদি।—চীনে উৎক্রোশ, শ্যেন, পেলিকান্, বার্ড-অব্-পারেডাইজ্, নানা জাতীয় হংস, সারস, এবং শুক সারিকা প্রভৃতি বহুবিধ পক্ষী বাস করে। তথায় ধীবর-পক্ষী নামে এক জাতি অতি প্রসিদ্ধ পক্ষী জন্মে, তাহারা মৎস্য ধারণে সাতিশয় নিপুণ। চৈনীয় ধীবরগণ এই পক্ষী প্রতিপালন করত তাহাকে মৎস্য ধৃত করিতে সুশিক্ষিত করে। উহারা মরালাকৃতি এবং ধূসরবর্ণ। প্রভুর সঙ্কেতানুসারে তাহারা জলমগ্ন হইয়া ক্রমেং বহুল মৎস্যধারণ পূর্ব্বক আনয়ন করে। তাহারা এতাদৃশ বুদ্ধিজীবী, যে নদীমধ্যে অসংখ্য নৌকা একত্র থাকিলে, তাহারা স্ব স্ব নৌকা চিনিয়া লইতে পারে।

চীনে সকল জাতীয় কীটাদিই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথায় এক প্রকার অতি বৃহৎ প্রজাপতি জন্মে, তাহারা বহুযত্নে রক্ষিত হয়। চীন রেসমোৎপাদক গুটি কীটের জন্ম স্থান, চৈনীয়রা ঐ কীটকে

সাতিশয় যত্নসহকারে পালন করে। গুটি কীট সদৃশ আর এক প্রকার কীট আছে, তদ্দ্বারা এক প্রকার অতি সামান্য রেসমোৎপন্ন হইয়া থাকে। "ইন্‌ফূসি" বৃক্ষের পত্রে এবং শাখাসমূহে এক-জাতি কীট "উপেসী" নামক এক প্রকার নীড় নির্ম্মাণ করে, তাহা রং কার্য্যে, ঔষধাদিতে ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কর্ম্মে ব্যবহৃত হয়।

মৎস্য।—চীনদেশীয় সাগরে, হ্রদে, নদীতে, এবং জলাশয়ে নানাবিধ উত্তমোত্তম সুস্বাদু মৎস্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। তত্রত্য প্রসিদ্ধ কাঞ্চন এবং রজতবর্ণ মৎস্য অতীব আশ্চর্য্য, পরম রমণীয়, এবং তুষ্টি-সুখ-প্রদায়ক। এই মৎস্য সফর্য্যাকৃতি। চৈনীয়রা ইহাকে ধৃত করিয়া জলপূর্ণ কাচপাত্রে রক্ষা করত তাহা গৃহাভ্যন্তরে স্থাপন করে। এই সকল মৎস্য আশ্চর্য্য কৌশলে ধৃত হইয়া বাণিজ্য-পথদ্বারা দেশ-বিদেশে নীত হয়।

আকরিক।

ধাতু।—চীনের পর্ব্বতময় প্রদেশে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, টীন, সীস, দস্তা, পারদ প্রভৃতি নানা জাতি ধাতু প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল

গুপ্তধন প্রকাশিত হইলে পাছে কৃষিকার্য্য হ্রাস প্রাপ্ত হয়, এই আশঙ্কায় চীন সম্রাটের খনি খনন-নের অসম্মতি নিবন্ধন তদীয় রাজ্যে স্বর্ণ রৌপ্যা-দির প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয় না। নদীতীরস্থ বালুকা এবং পর্ব্বতস্থ নির্ঝর হইতে স্বর্ণ সংগৃহীত হইয়া বাণিজ্যদ্বারা অন্য দেশে নীত হইয়া থাকে। চীনে স্বর্ণ মুদ্রাঙ্কিত হয় না; অলঙ্কারের নিমিত্তও তাহা অত্যল্পমাত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সম্রাট্ই কেবল কতিপয় সুবর্ণ-নির্ম্মিত পাত্রাদি ব্যবহার করেন। লৌহ, সীস, এবং টীন আকরোত্তোলিত হইয়া অল্প মূল্যে বিক্রীত হয়। উনান্ এবং কৈচু প্রদেশদ্বয়ে তাম্রাকর আছে, ইহাই উত্তো-লিত হইয়া মুদ্রাঙ্কিত হওত সর্ব্বত্র প্রচলিত হই-তেছে। চীনে রৌপ্য সদৃশ এক প্রকার শ্বেতবর্ণ তাম্র উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা নানাবিধ উত্তমোত্তম সামগ্রী প্রস্তুত হইয়া থাকে। চৈনীয়রা ইহাতে দস্তা মিশ্রিত করিয়া ইহার ভগ্ন-প্রবণতার হ্রাস করে, এবং রৌপ্য মিশ্রিত করত ইহার প্রভা বৃদ্ধি করে। জাপান হইতে চীনে এক প্রকার সুবর্ণবর্ণ তাম্র আনীত হয়, তাহা অতীব সুন্দর। চীনে যবক্ষার এবং গন্ধকের ও অভাব নাই।

প্রস্তর।—চীনে নানাবিধ প্রস্তর এবং মৃদঙ্গা-রের আকর সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। পিচিলী, সেন্সী, এবং সান্সী প্রদেশের পর্ব্বতময় স্থান হইতে অপর্য্যাপ্ত মৃদঙ্গার বা পাথুরিয়া কয়লা উত্তোলিত হয়। সান্সী এবং সেচুয়ান্ প্রদেশে লাপিস্-লাজুলি জন্মে। ফোকিন্ প্রদেশান্তঃপাতী চাংচুফুর পর্ব্বতময় স্থানে এক প্রকার অতি সুন্দর স্বচ্ছ প্রস্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্দ্বারা সুনিপুণ শিল্পকারকর্তৃক পশুমূর্ত্তি, বোতাম, সীলমোহর প্রভৃতি দ্রব্য সমূহ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। উনান্ প্রদেশে ক্ষুদ্রং পদ্মরাগ মণি প্রাপ্ত হওয়া যায়। লেয়সের প্রস্তরা-করে আক্রোটাকৃতি এক একটা পদ্মরাগ মণি উত্তোলিত হইয়া থাকে; লেয়স্ রাজের নিকট সামান্য কমলালেবুর ন্যায় একটা বৃহৎ মরকত মণি আছে। চীনে প্রচুর পরিমাণে সুন্দরং মার্ব্বল প্রস্তর উৎপন্ন হয়। তথায় বহুবিধ শ্রবণ সুখকর শব্দোৎপাদক প্রস্তর সকল জন্মে, তন্মধ্যে "ইউ" নামে যে এক প্রকার প্রস্তর আছে, তাহাই সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট, অতীব সুদৃশ্য, এবং বহুমূল্য; ইহা নানাবর্ণে চিত্রিত, আর তদুৎপন্ন ধ্বনি অতিশয় মধুর এবং

চিত্তবিমোহক। চৈনীয়রা তদ্দ্বারা সুশ্রাব্য বাদ্য যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে।

মৃত্তিকা।—চীনে কুম্ভকারের কর্ম্মোপযোগী সকল বর্ণেরই মৃত্তিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথায় "কেয়লিন্" নামে এক প্রকার বহুমূল্য মৃত্তিকা জন্মে, চৈনীয়রা তাহাতে তদ্দেশোৎপন্ন "হৌচি" নামে এক জাতি খড়ি মিশ্রিত করত, তদ্দ্বারা চীনের কাচ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে নানা বিধ পাত্রাদি নির্ম্মাণ করে। তাহারা প্রথমতঃ এই খড়ি চূর্ণ করত উক্ত কর্দ্দমে মিশ্রিত করিয়া সুন্দর গঠনাদি প্রস্তুত করে, এবং তাহাকে অগ্নিতে দগ্ধ করত দৃঢ় করে; পরে তাহাকে চাক্‌চক্যশালী করণার্থ এক প্রকার তরল পদার্থে কিঞ্চিৎকাল নিমজ্জন করত পুনর্ব্বার অগ্ন্যুত্তপ্ত করে। এই প্রকারে চীনের বাসন সকল প্রস্তুত হয়। এক্ষণে ঐ কেয়লিন্ মৃত্তিকা ইংলণ্ড, ও ফ্রান্স প্রভৃতি কতিপয় ইউরোপীয় প্রদেশে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চৈনীয়দের আদ্য বৃত্তান্তের অনিশ্চয়।

এই অতি সুবিস্তীর্ণ চীনরাজ্যের আদ্য বৃত্তান্ত এবং পুরাবৃত্ত বিষয়ের কোন প্রমাণ-সিদ্ধ যাথার্থ্য একাল পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই। অল্পকাল হইল ইউরোপীয়গণ এই দেশের অবস্থিতির বিষয় অবগত হইয়াছেন; চীনের রাজনিয়মানুসারে বিদেশিদের তদ্দেশ প্রবেশের অসম্মতি নিবন্ধন, তন্নিবাসিদের সহিত বিশেষ আলাপ পরিচয়াভাব বশতঃ তাঁহাদের পক্ষে তদ্দেশীয় ভাষা শিক্ষার যথেষ্ট অসুযোগ হইয়াছে, এবং তাঁহারা তত্রত্য মনুষ্যবর্গের রীতি নীতি এবং ইতিবৃত্ত বিশেষ-রূপে জ্ঞাত হইতে পারেন নাই। কিন্তু এই সকল প্রতিবন্ধক ক্রমশঃ তিরোহিত হইতেছে।

চৈনীয়দের আদ্যোৎপত্তির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে আপাততঃ ইহাই প্রতীত হয়, যে তাঁহারা

প্রাচীন মিস্রীয়দিগের বংশোদ্ভূত হইবে, কারণ ইহাদের প্রাচীন ধর্ম্মচর্য্যা এবং চিত্রস্বরূপ অক্ষরের সহিত চৈনীয়দের ধর্ম্মচর্য্যা এবং বর্ণমালার অনেক সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কিন্তু চৈনীয়দের রীতি নীতি অধিকন্তু আমাদের ও অন্যান্য ভারতবর্ষীয়-দের রীতিনীতির সহিত অপেক্ষাকৃত অধিক সমতুল্য দৃষ্ট হইতেছে; সূর্য্যদেবের ষাণ্মাসিক অয়ণ পরিবর্ত্তন কালীন তাঁহার সার্ঘ্যদান পূজাবিধি; পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ তর্পণাদিক্রিয়া; সন্তানাভাবে পিতৃলোকের পিণ্ডাভাবাশঙ্কা; রাশিচক্র বিভাগের বিশেষ নিয়ম; এবং দশভাগে দিগ্বিভাগ, এই সকল বিষয়ে আমাদের সহিত তাহাদের বিলক্ষণ ঐক্য আছে। ফলতঃ ঐ সকল ও অন্যান্য বিষয়ে তাহাদের সমতা সত্ত্বেও তাহারা কখনই ইজিপ্তীয় বা হিন্দু বংশোদ্ভূত নহে।

যে অতীব প্রাচীন আর্য্যবংশ হইতে এই হিন্দুবংশ সমুদ্ভূত হইয়াছে, বোধ হয় চৈনীয়রা সেই প্রসিদ্ধ আদিবংশ হইতেই উৎপত্তি লাভ করিয়া থাকিবে; কিন্তু তাহারই বা নিশ্চয় কি। চৈনীয়দের বদনাবয়ব দর্শনে বিশেষ উপলব্ধি হয়, যে তাহারা তাতার কুলজাত; কারণ আসিয়াখণ্ডের

কর্কটক্রান্তি, এবং শীত-প্রধান উত্তর মহাসাগরের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত প্রদেশই এই জাতির আবাসস্থান। চৈনীয়রা যে অত্যন্ত প্রাচীন বংশোদ্ভূত তাহার কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু কোন্ বংশ হইতে কখন্ সমুদ্ভূত হইয়াছে তাহার নিশ্চয় করা অতীব দুঃসাধ্য। মহামহোপাধ্যায় ইউরোপীয় পুরাণবিৎ পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, যে তাহারা খ্রীষ্টাব্দের ত্রিসহস্র বৎসর পূর্ব্বাবধি সাম্রাজ্য ভোগ করিয়া আসিতেছে; এবং চৈনীয়দের পৌরাণিক বার্ত্তায় ও এইরূপ বর্ণিত আছে। কিন্তু চৈনীয়েতিবৃত্ত সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে, কারণ পৃথিবীস্থ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা চৈনীয়রা আপনাদের প্রাচীন বংশের অতিরিক্ত অভিমান করিয়া থাকে। জগন্নিবাসী কোন জাতিই স্ব স্ব আদ্যবংশ, ও স্বদেশের প্রত্যেক বিখ্যাত ও স্মরণীয় ঘটনা বৃত্তান্ত যথার্থরূপে বর্ণন করেন নাই, সত্য বটে; কিন্তু চৈনীয়রা ঈদৃশ কুসংস্কারাবিষ্ট এবং মিথ্যাকল্পনাসক্ত, যে বিবেচক ব্যক্তি মাত্রই তাহাদের পৌরাণিক বার্ত্তার অযৌক্তিকতা এবং অবাস্তবিকতা সপ্রমাণ পূর্ব্বক, তাহার উপেক্ষা এবং অবিশ্বাস করেন।

চৈনীয়দের প্রাচীন ইতিহাস যে কি নিমিত্ত এতাধিক অনিশ্চিত এবং অবিশ্বাস যোগ্য হইয়াছে তাহার কারণ এই, যে, আমাদেরও কথাই নাই, তাহারা আপনারাই স্বদেশের প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থসমূহের স্বল্পাংশমাত্রই প্রাপ্ত হইয়াছে ; কারণ খ্রীঃ শকের ২১৩ বৎসর পূর্ব্বে "সীহোয়াংটি" সম্রাটের রাজত্ব কালীন তদীয় আজ্ঞানুসারে প্রায় সমস্ত ইতিহাস গ্রন্থই অগ্নিদগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হয়, এবং তন্মধ্যে যে সকল বৃত্তান্ত লিখিত ছিল তাহা একেবারে স্মৃতিপথ বহির্ভূত করণাশয়ে "সীহোয়াংটি" তাৎকালিক অসংখ্য মহা মহা পণ্ডিত ব্যক্তির প্রাণহত্যা করেন, পাছে তাহারা ঐ সকল বৃত্তান্ত স্মরণপূর্ব্বক রাজ্যের সটীক ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিয়া পুনঃ গ্রন্থরচনা করে। অনন্তর খ্রীঃ শকের ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে "ভূটি" সম্রাটের রাজ্যকালে, অশেষ-শাস্ত্র-পারদর্শী মহা পণ্ডিত বিজ্ঞতম "কংফুচী"-বিরচিত চুকিং এবং চুক্তিউ নামক গ্রন্থদ্বয় চৈনীয়রা পুনঃপ্রাপ্ত হয়। তৎপরে খ্রীঃ শকের ৫০ বৎসর পূর্ব্বে "সিমাট্‌সিন্" নামে এক সুপণ্ডিত গ্রন্থকার উক্ত গ্রন্থদ্বয় ও অন্যান্য বিবিধ পুস্তক হইতে সর্ব্বাগ্রে একখানি

আদ্যন্ত ইতিবৃত্ত সমেত চৈনীয় ইতিহাস রচনা করেন। মহামান্য কংফুচাই স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন, যে, চৈনীয়দের প্রাচীনেতিহাস সর্ব্বৈব কাল্পনিক এবং যুক্তিবিরুদ্ধ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চীনরাজ্যের প্রাথমিক সম্রাট্‌গণের কাল্পনিক বিবরণ।

চৈনীয়দের ইতিহাসমতে "পূয়ংকু" নামধারী এক মহাজন চীন রাজ্যের প্রথমাধীশ্বর ছিলেন। কেহ কেহ ইঁহাকেই পৃথিবীর আদিপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু "বেয়ার্" এবং "মেক্সিলিয়াস্" নামক সুবিখ্যাত চৈনীয়-ভাষাবিৎ পণ্ডিত দ্বয়ের মতানুসারে উক্ত "পূয়ংকু" শব্দে অতীব পূর্ব্বতন কালকে বুঝায়। পূয়ংকুর পর "সীন্‌-হোয়াং" রাজত্ব প্রাপ্ত হন; ঐ শব্দের অর্থ স্বর্গাধীশ্বর। কোন কোন ইতিহাস-বেত্তারা বলেন

যে "সীন্‌হেঁয়াং" প্রথম অক্ষর রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার পর "টিহোয়াং" সিংহাসনোপবিষ্ট হন; "টিহোয়াং" শব্দের অর্থ পৃথিবীপতি। কথিত আছে ইনিই ত্রিংশৎ দিনে মাস বিভাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার পর "গিন্‌হোয়াং" রাজপদাভিষিক্ত হন; এই শব্দার্থ মনুজেশ্বর। "গিন্‌হোয়াং" তদীয় নবসহোদরকে সমস্ত রাজ্য বিভাগ করিয়া দেন। তাহারা নগরাদি নির্ম্মাণ করত প্রাচীর দ্বারা তাহা পরিবেষ্টন, রাজা ও প্রজাগণের মধ্যে বিভিন্নতা স্থাপন, এবং বিবাহ প্রথা প্রচলিত করিয়াছিল।

এই চারি জন সম্রাটের রাজত্ব সম্পূর্ণ হইতে যে সময় লাগিয়াছিল, চৈনীয়রা সেই সময়কে এক "কাই" অর্থাৎ যুগ কহে। পুরাণ-তত্ত্ববিৎ দূরদর্শী পণ্ডিতেরা যে বিখ্যাত "ফোহি"কে এই চীন রাজ্যের প্রণেতা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই মহাপুরুষের পূর্ব্বে উক্তরূপ নয়যুগ অতিবাহিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় যুগের ইতিহাস উক্ত প্রথম যুগের ইতিহাসকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করিতেছে; কারণ ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে "গিন্‌হোয়াং" এবং

তাঁহার ভ্রাতৃগণ প্রাচীর পরিবেষ্টিত নগর সকল স্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু তৎপরবর্ত্তী কতিপয় যুগে চৈনীয়রা পর্ব্বত গহ্বরে এবং বৃক্ষোপরি বাস করিত। তৃতীয় যুগের বিষয় কিছুই অবগতি নাই; চতুর্থ যুগেও মনুষ্যবর্গ গিরিগুহায় বাস করিত; পঞ্চম এবং ষষ্ঠ যুগের বৃত্তান্ত আমরা অবগত নহি। কোন কোন গ্রন্থকার কহেন, এই ছয় যুগে নবতি সহস্রবর্ষ গত হইয়াছিল; আবার কেহ কেহ কহেন যে তাহাতে ১১.০০,৭৫০ বৎসর গত হইয়াছে।

প্রথম যুগের বিষয়ে যে সকল বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, চৈনীয় ইতিহাস মতে সপ্তম ও অষ্টম যুগদ্বয়ের বিষয়েও সেই সকল ঘটনা বৃত্তান্তই অবগত হওয়া যায়; অর্থাৎ, এই সময়ে চৈনীয়রা গহ্বর সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহাদি নির্ম্মাণ করত তন্মধ্যে দসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এবং তৎকালে তাহারা বস্ত্রাদিও প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করে। অষ্টম যুগের প্রথম সম্রাট্‌ "চীনফাং" তদীয় প্রজাপুঞ্জকে চর্ম্ম পরিধান করিতে শিখাইয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি ৩৫০ বৎসর রাজত্ব করেন। "উহোচি" নামক তাঁহার এক জন উত্তরাধিকারী ত্রিশতবর্ষের অধিক সাম্রাজ্য করিয়া

গিয়াছে; ও তাঁহার বংশ অষ্টাদশ সহস্র বৎসর স্থায়ী ছিল। কিন্তু এক্ষণে সাতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইতিপূর্ব্বে কত সহস্র বর্ষ অতিবাহিত হইল, তথাপি অগ্নি বলিয়া যে এক পদার্থ আছে, তাহা চৈনীয়দের এখনও অবগতি হইল না। এই অষ্টম যুগের শেষে "সৌগিন্" নামক এক ব্যক্তি প্রথম অগ্নির প্রকাশ করেন। এই অতীব প্রয়োজনীয় পদার্থের প্রকাশ হইলে, চৈনীয়রা তাহাদের আহার্য্য সকল রন্ধন করিতে শিক্ষা করিল। ইতিপূর্ব্বে তাহারা কাঁচা মাংস আহার, ও শোণিত পান করিত।

নবম যুগে "ছাংহী" নামক এক ব্যক্তি অক্ষরের সৃষ্টি করেন; কথিত আছে, যে, এক স্বর্গীয় কূর্ম্ম তদীয় পৃষ্ঠদেশে, সমূহ অক্ষর লইয়া ছাংহীর হস্তে সমর্পণ করিলে, তিনি তাহাদিগকে সানন্দচিত্তে গ্রহণ করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। এই সময়ে সঙ্গীত, মুদ্রা, শকট, বাণিজ্য, বাণিজ্যদ্রব্য ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। এই সকল যুগের কালবিস্তার বিষয়ে নানা প্রকার গণনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহ২ পূয়ংকু হইতে কংফূচী, অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৪৭৯ বৎসর পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে কাল, তাহাকে ২,৭৯,০০০ বৎসর, কেহ

২২,৭৬,০০০ বৎসর, কেহ ৩২,৭৬,০০০ বৎসর, এবং কেহবা ৯,৬৯,৬১,৭৪০ বৎসর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

কোন কোন পুরাণ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা উক্তরূপ অসম্ভব কালনিরূপণ এবং অদ্ভুত ইতিবৃত্ত বর্ণনকে এই জগৎ কথন্ কিরূপে সৃষ্ট হইয়াছে তাহারই অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণ আভাষ বা সঙ্কেত মাত্র অনুমান করেন। তাঁহারা বিবেচনা করেন, যে "পূয়ংকু" শব্দে জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে যে অনন্তকাল, তাহাকেই বুঝায়; এবং তৎপরবর্ত্তী "সীন্‌হোয়াং" "টিহোয়াং" এবং "গিন্‌হোয়াং" শব্দত্রয়ে স্বর্গ ও পৃথিবীর নির্ম্মাণ এবং মনুষ্যের সৃষ্টিকে বুঝায়।

এক্ষণে যাহা বর্ণিত হইল, তাহা চৈনীয় ইতিহাসের যে অংশ সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং কল্পিত, তাহারই সারাংশ। মহানুভব ফোহির সহিত দশম যুগ আরম্ভ হয়। তাঁহার রাজত্বাবধি চীনের ইতিহাস যদিও অনিশ্চিত, অস্পষ্ট, এবং অলীক, তথাপি ক্রমশঃ বাস্তবিক, যুক্তিসিদ্ধ, ও বিশ্বাস-যোগ্য হইয়া আসিতেছে।

চৈনীয় পৌরাণিক-বার্ত্তায় এইরূপ লিখিত আছে, যে, চীনরাজ্য প্রণেতা ফোহিং স্বামী

প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জননী একদা তদীয় আবাস সন্নিকটস্থ কোন হ্রদের উপকূলে পরিভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে অধোনয়নে অবলোকন করিলেন, যে, সেই সিকতাময় তীর-ভূমিতে অনুপম-জ্যোতি-বিশিষ্ট ইন্দ্রধনু-পরি-বেষ্টিত এক অত্যাশ্চর্য্য প্রকাণ্ড মনুষ্য-পদচিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ বাটী প্রস্থান পূর্ব্বক সংকল্প করত মহাসমারোহে তদীয় ইষ্ট-দেবতার পূজা এবং আরাধনা করিলেন। ফলতঃ যৎকালে সেই পদচিহ্ন তাঁহার নয়ন গোচর হইয়া-ছিল, তন্মুহূর্ত্তেই তাঁহার গর্ভ সঞ্চার হয়। অনন্তর তিনি যথাকালে এক পুত্র সন্তান প্রসব করত তাহার নাম "ফোহি" রাখিলেন। ফোহি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে স্বীয় পরাক্রম এবং ধীশক্তির কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা রাজ-চক্রবর্ত্তীর লক্ষণ সকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চৈনীয়রা তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা দর্শনে তাঁহাকে "টিয়েঞ্জি" অর্থাৎ স্বর্গ-পুত্র এই উপাধি প্রদান পূর্ব্বক খ্রীঃ শকের ২৯৫০ বৎসর পূর্ব্বে রাজপদা-ভিষিক্ত করিল। তিনি সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া উৎকৃষ্ট রাজনিয়ম সকল সংস্থাপন পূর্ব্বক

সুশৃঙ্খলে রাজ্য শাসন করত যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

কথিত আছে যে কোহিই চৈনীয় ভাষার সূত্রপাত করেন; তিনি প্রথমে তাহার অষ্টাক্ষর মাত্র রচনা করত, তদ্দ্বারা নানা দ্রব্যার্থজ্ঞাপক চতুঃষষ্টি শব্দ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহা প্রচলিত করিয়াছিলেন। এই সকল শব্দের প্রতি কুসংস্কারাবিষ্ট চৈনীয়দের অনুরাগ জননার্থ তিনি ছলনা পূর্ব্বক এই ঘোষণা বিস্তার করিলেন, যে, একদা তিনি এক হ্রদতীরে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, যে, হ্রদগর্ত্ত হইতে শল্ক ও পক্ষদ্বয় বিশিষ্ট অশ্বাকৃতি এক চতুষ্পাদ* উত্থিত হইয়া উড্ডীয়মান হইতেছে; অনন্তর তাহার পৃষ্ঠদেশে তদীয় নয়নপাত হইবা মাত্র তিনি তদুপরি উক্ত শব্দাবলি অঙ্কিত রহিয়াছে অবলোকন করিলেন, এবং তাহারই অনুকরণ করিয়া এই শব্দ সকল রচনা করিয়াছেন। চীন সম্রাটের পতাকা সমূহে উক্ত শল্ক ও পক্ষবিশিষ্ট ঘোটক-মূর্ত্তি চিত্রিত থাকিবার এই এক প্রধান কারণ।

* Dragon Horse.

তৎপরে ফোহি স্বজাতির বিবাহ প্রথা প্রচলিত, সঙ্গীত-শাস্ত্র রচনা, স্ত্রী পুরুষের বেশভূষার বিভিন্নতা নিয়মাবদ্ধ, এবং অন্যান্য মহৎ মহৎ কার্য্যানুষ্ঠানদ্বারা স্বনাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। পরিশেষে তিনি রাজ্যমধ্যে এক প্রধান রাজমন্ত্রী স্থাপন করিয়া, রাজ্য-শাসনভার চারিজন মান্দারিণের হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং ১১৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া ৯৫০ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি খ্রীঃ শকের ২৮৩৮ বৎসর পূর্ব্বে প্রাণত্যাগ করিলেন।

ফোহির মৃত্যুর পর তদীয় বংশজাত সপ্ত জন সম্রাট্ রাজত্ব করিয়াগিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের রাজত্বের কোন প্রসিদ্ধ ঘটনা লিপিবদ্ধ নাই; কেবল ফোহি হইতে সপ্তম সম্রাট্ "ইয়াওর" রাজত্বকালীন যে এক অত্যাশ্চর্য্য ও অদ্ভুত ঘটনা উপস্থিত হয়, তদ্বিষয়ে ইহাই বর্ণিত আছে, যে, ক্রমাগত দশ দিবস পর্য্যন্ত সূর্য্যদেব অস্তাচল চূড়াবলম্বী হন নাই, তদবলোকনে চৈনীয়রা সাতিশয় শঙ্কাকুল হইয়াছিল, পাছে সমস্ত জগৎ দগ্ধ হইয়া ভস্মীকৃত হয়। বিশ্বপুরাণবিৎ পণ্ডিতেরা কহেন যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকে "জসুয়া" লিখিত আছে যে এই প্রকার এক অদ্ভুত ঘটনা-বৃত্তান্ত

বর্ণিত আছে, তাহা নিঃসন্দেহ এই ব্যাপার*। তাঁহারা ফোহিকে "নোয়া" বলিয়া বর্ণন করেন; তাঁহারা এই অনুমান করেন, যে, সাধারণ জলপ্লাবনানন্তর নোয়া "আর্ক" নামক বিখ্যাত অর্ণবপোত হইতে অবতীর্ণ হইয়া, তদীয় পুত্র পৌত্রাদি সমভিব্যাহারে বাক্ট্রিয়া প্রদেশে কতিপয় বৎসর কালযাপন করেন; পরে তিনি তাহাদিগকে "বেবেলের" অত্যুচ্চ-মন্দির-নির্ম্মাণরূপ অসৎক্রিয়ায় প্রবৃত্ত দেখিয়া সাতিশয় বিরক্ত হইলেন, এবং তাহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কতিপয় মনোনীত সঙ্গী সমভিব্যাহারে অন্যূন দ্বিশত বৎসর পূর্ব্বদেশ পর্য্যটন করিয়া, পরিশেষে চীনদেশের উর্ব্বরা প্রদেশে অবস্থান পুরঃসর খ্রীঃ শকের ২৯৫৩ বৎসর পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ চীন রাজ্য সংস্থাপন করেন।

এক্ষণে এই সকল কাল্পনিক এবং আনুমানিক পুরাণেতিবৃত্ত বর্ণনে নিবৃত্ত হইয়া, চৈনীয় ইতিহাসের ঈদৃশ অংশ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম যাহা যথার্থ, সুনিশ্চিত, এবং যুক্তিসিদ্ধ।

---

* Joshua, X, 12.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভিন্ন২. চৈনীয় রাজবংশাবলি,—এবং সেই সকল বংশারম্ভের পূর্ব্বকালিক ফোহির উত্তরাধিকারি-সম্রাট্গণের বিবরণ।

[খ্রীঃ পূঃ ২৮৩৮–২২০৭।]

পৃথিবীস্থ অপরাপর জাতিসমূহের ন্যায় চৈনীয়রা দিগ্বিজয়ী নহে; অসংখ্য দেশ জয় করিয়া তথায় আপনাদের আধিপত্য সংস্থাপন ও চৈনীয় নামের গৌরব সম্পাদন করিয়া, যে তাহারা অখিল-জন পরিজ্ঞাত হইবে, এরূপ অভিলাষে তাহারা কখনই প্রলুব্ধ হয় না; কিরূপে স্বরাজ্যের উন্নতি-সাধন হইয়া তাহার শ্রীবৃদ্ধি হইবে, তৎকার্য্যানু-ষ্ঠানেই সতত যত্নশীল হইয়া সন্তুষ্ট থাকে। এতন্নিবন্ধন তদ্রাজ্যের বহুকালের পুরাবৃত্ত মধ্যেও কোন সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা প্রাপ্ত হওয়া যায় না; কেবল এক সম্রাটের পরলোক গমনানন্তর অপর সম্রাটের সিংহাসনোপবেশন বৃত্তান্তই অবগত হওয়া যায়। এই সকল সম্রাট্ এক বংশোদ্ভত

নহেন, ভিন্ন ভিন্ন দ্বাবিংশতি বংশ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া সাম্রাজ্য ভোগ করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে উক্ত বংশসমূহের ও প্রত্যেক বংশোদ্ভূত সম্রাট্‌গণের সংখ্যাবর্ণন, এবং প্রতি বংশারম্ভের কাল নিরূপণ করা যাইতেছে।

বংশাবলি।	সম্রাট্‌গণ।	খ্রীঃ পূঃ।
১. হায়া বা কায়াবংশে,	১৭ ...	২২০৭।
২. শ্যাং বা ইং,... ..	২৮ ...	১৭৬৬।
৩. চিউ,..	৩৫ ..	১১২২।
৪. ছিন্,	৫ .	... ২৫৫।
৫. হান্,...	২৯ ..	... ২০৬।
		খ্রীঃ অব্দ।
৬. হুহান্, ...	২ .	... ২২০।
৭. ছিন্, ...	১৫ ...	... ২৬৫।
৮. সং, ...	৮ ...	... ৪২০।
৯. ছি, ...	৫ ...	... ৪৭৯।
১০. লিয়াং, . ..	৪ ...	... ৫০২।
১১. চিন্, ...	৪ ...	... ৫৫৭।
১২. সুই, ...	৩ ...	... ৫৮১।
১৩. তোয়াং, ...	২০ ...	... ৬১৮।
১৪. হুলিয়াং, ...	২ ...	... ৯০৭।

বংশাবলি।	সম্রাট্‌গণ।	খ্রীঃ অব্দ।
১৫. হুটাং,	৪	৯২৩।
১৬. হুছিন্,	২	৯৩৬।
১৭. হুহীন্,	২	৯৪৭।
১৮. হুচু,	৩	৯৫১।
১৯. সং,	১৮	৯৬০।
২০. ইয়েন্,	৯	১২৮০।
২১. মিং,	১৬	১৩৬৮।
২২. ছিন্,		১৬৪৫।

এই চৈনীয় রাজবংশাবলির নির্ঘণ্টটী যথেষ্ট প্রমাণ-সিদ্ধ ও বিশ্বাসযোগ্য; কিন্তু যে সকল বিশ্ব-পুরাণবিৎ পণ্ডিতগণ ইয়াওকে জম্বুয়ার সমকালিক বলিয়া কহেন, তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত আনুমানিক পুরাবৃত্ত বর্ণনানুসারে হায়া-বংশ খ্রীঃ পূঃ ১৩৫৭ বৎসরের পূর্ব্বেও আরম্ভ হয় নাই।

এই সকল বংশোদ্ভূত প্রত্যেক সম্রাটের জীবন-বৃত্তান্ত এবং রাজত্ব বিবরণ বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিলে ত্রিংশৎখানি বৃহদ্বৃহৎ পুস্তকেও তাহা শেষ করা দুষ্কর; অতএব ঈদৃশ সুকঠিন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা অস্মাদৃশ জনের দুঃসাধ্যতা-

প্রযুক্ত, উক্ত প্রত্যেক বংশে যে সকল প্রসিদ্ধ২ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারই সটীক বৃত্তান্ত সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইতেছে। ফলতঃ কোহির মৃত্যুর পর এবং এই সকল বংশারম্ভের পূর্ব্বে যে সকল সম্রাট্ চীনে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণন করা আবশ্যক জ্ঞান করিয়া, অগ্রে তাঁহাদেরই বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হইল।

কোহির পর সিন্নং, হোয়াংটী, সাওহাও, চিউন্‌হিউ, টিকো, চী, ইয়াও, এবং সান্ এই সপ্তজন সম্রাট্ রাজত্ব করিয়া যান। ইঁহারাই চীনরাজ্যের প্রাথমিক সম্রাট্ বলিয়া খ্যাত। কিন্তু ইঁহাদের রাজত্বে যে কোন প্রসিদ্ধ ঘটনা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। কোহি হইতে সপ্তম সম্রাট্ ইয়াওর রাজত্বাবধিই চীন রাজ্যের ইতিহাস সুনিশ্চিত এবং সুপ্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে; কারণ ইয়াও তদীয় অসাধারণ বুদ্ধিবল দ্বারা সমূহ সন্নিয়ম সংস্থাপন পূর্ব্বক সুশৃঙ্খলে রাজত্ব করাতে, রাজ্যের ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, এবং তৎকালে চৈনীয়রাও তাঁহাদের দেশের সটীক পুরাবৃত্ত যথার্থ রূপে লিপিবদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এক্ষণে ঐ

ইয়াও অবধিই চীনের প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ করিলাম।

খ্রীঃ পূঃ ২৩৫৭ বর্ষে ধীমান ইয়াও রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া বহুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি শৈশব কালাবধি বিদ্যা ও সজ্জ্ঞানোপার্জ্জনে সাতিশয় যত্নশীল ছিলেন; সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়াও সর্ব্বদা তৎকাল-বিদিত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সমূহ সহবাসে কাল যাপন করিতেন, এবং "কি রূপে আপনার ও দেশের বিদ্যাবত্তার উন্নতি হইয়া রাজ্যের শ্রীসাধিত হইবে, কি রূপে কৃষি ও বাণিজ্য নির্ব্বিঘ্নে ও সুচারু রূপে নির্ব্বাহিত হইবে, কি রূপে ব্যবহারগত নিয়ম সমূহের দোষ সমস্ত সংশোধিত হইবে, কি রূপে বিপক্ষাক্রান্ত হইলে সকলেই প্রাণপণে দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় যত্নশীল হইবে, কি রূপে প্রজাগণের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইবে," সর্ব্বদাই তাঁহাদের সহিত এই রূপ বিবিধ বিষয়িণী চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। বস্তুতঃ, সর্ব্বদা পণ্ডিতমণ্ডলী সমভিব্যাহারে নানাবিধ শাস্ত্রালাপজনিত-জ্ঞানালোক দ্বারা তদীয় চিত্ত-প্রাসাদ প্রদীপ্ত হওয়াতে, রাজনীতি প্রয়োগ বিষয়ে তাঁহার ঈদৃশ নৈপুণ্য জন্মিয়াছিল, যে, রাজ্যশাসন এবং

প্রজাপালন নিমিত্ত তিনি যে সকল সুনিয়ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা অদ্যাবধি প্রচলিত রহিয়াছে। স্বীয় পুত্র দিগকে জ্ঞানোপার্জ্জনে ও রাজকার্য্য শিক্ষা বিষয়ে নিতান্ত অনাবিষ্ট, এবং সভাসদ অমাত্য ও কুলীনদিগকেও রাজ্যভার ধারণে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত দেখিয়া, উত্তরাধিকারির নিমিত্ত সুপাত্র প্রাপ্তির আশয়ে, তিনি সর্ব্বত্রে এই ঘোষণা বিস্তার করিলেন, যে, যে ব্যক্তি তদীয় অসংখ্য প্রজাপুঞ্জের মধ্য হইতে এক বিদ্যোৎসাহী অগাধবুদ্ধি, ধীরপ্রকৃতি, এবং পরমধার্ম্মিক যুবাপুরুষ অন্বেষণ পূর্ব্বক তৎসমীপে আনয়ন করিবে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট করিবেন। ইহা শুনিয়া তদীয় অনুচরবর্গ "সান্" নামক পূর্ব্বোক্ত গুণগ্রাম বিশিষ্ট এক তরুণবয়স্ক সুপুরুষকে মহা সমাদরে সম্রাট্ সমীপে আনয়ন করিল। সম্রাট্ তাঁহার অনুপম রূপলাবণ্য, অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি, এবং অচল পিতৃভক্তি দর্শনে সাতিশয় প্রীত এবং আহ্লাদিত হইয়া, তাঁহাকে স্বীয় প্রিয়তমা কন্যাদ্বয় সম্প্রদান করিলেন, এবং সর্ব্বদা নিকটে রক্ষা করত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা বিষয়ে অশেষ

সদুপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। সানের পিতা পুত্রের ঈদৃশ সৌভাগ্য দর্শনে ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাকে নানাবিধ ক্লেশ ও দুর্গতি প্রদানের চেষ্টা করিত। কিন্তু সুশান্ত সান্ দুঃসহ পিত্রত্যাচার সকল সহ্য করিয়া স্বীয় জন্মদাতাকে অবিচলিত চিত্তে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে ত্রুটি করিতেন না। সান্ ক্রমে ক্রমে নানা শাস্ত্রাধ্যয়ন পূর্ব্বক তদীয় শ্বশুর সদৃশ কার্য্যদক্ষ ও রাজ্যভার-ধারণ-ক্ষম হইয়া উঠিলেন। অনন্তর মহীপাল ইয়াও তদীয় প্রেমাস্পদ জামাতা সুচতুর সান্‌কে স্বরাজ্যের উত্তরাধিকারী করত ১০২ বৎসর পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য ভোগ করিয়া কাল-গ্রাসে নিপতিত হইলেন। চৈনীয়রা ঈদৃশ সদ্-গুণান্বিত বিজ্ঞতম সম্রাট্ বিরহে ত্রিরাত্র শোক-সাগরে নিমগ্ন ছিল; কিন্তু পরম ধার্ম্মিক সানের রাজ্যাভিষেকবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, পুনঃ তাহারা সন্তোষ লাভ করিল।

খ্রীঃ পূঃ ২২৫৫ বর্ষে মহাবাহু সান্ তদীয় শ্বশুর-সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন। তিনি ক্রমশঃ নানাবিধ রাজনীতিগর্ভ গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়া চৈনীয়দের যথেষ্ট উপকার করিয়া গিয়াছেন।

এক্ষণে চীনে যে সকল বৃহদ্বৃহৎ পয়িথ। দৃষ্ট হয়, কথিত আছে, তিনিই নাকি তাহার সূত্রপাত করেন। "ইউ" নামক তাঁহার বিচক্ষণ সচিব-শ্রেষ্ঠের সাহায্যে সান্ মহা২ সৎক্রিয়া দ্বারা প্রভূত যশোলাভ করিয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় নরপতিগণ তৎসমীপে আগমন পুরঃসর রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা বিষয়ক অশেষ সদুপদেশ গ্রহণ করিতেন। সানের পরলোক গমনান্তর তদীয় মন্ত্রীবর ইউ, খ্রীঃ শকের ২২০৭ বৎসর পূর্ব্বে, "হায়া" নামক প্রথম বংশ স্থাপন করিয়া সম্রাট্ পদাভিষিক্ত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রথম তিন বংশীয় বিখ্যাত সম্রাট্‌গণের রাজত্ব বিবরণ।

[খ্রীঃ পূঃ ২২০৭–২৪৮।]

ইউ সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া স্বহস্তে সমস্ত রাজ্যভার ধারণ করত দ্বিতীয় "সাইনায়োর"

ন্যায় শাসন বিস্তার করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ তিনি যাদৃশ অসাধারণ বুদ্ধিমান, রাজনীতি-প্রয়োগকুশল, সকল কলাভিজ্ঞ, এবং চমৎকার রাজকার্য্যদক্ষ ছিলেন, এমন অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহার অব্যবহিত পরেই কতিপয় সদাচারী সম্রাট্ যথানিয়মে রাজত্ব করিয়া যান। কিন্তু কালক্রমে তদ্বংশজাত সম্রাট্গণ সাতিশয় ইন্দ্রিয়-সুখাসক্ত হইয়া রাজকার্য্য অবহেলন করিলে রাজ্য শ্রীহীন হইতে লাগিল; এবং, ১৭৬৬ খ্রীঃ পূঃ, "কিং" নামক হায়া-বংশীয় সর্ব্বশেষ সম্রাট্ শত্রুকর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইলে, ঐ বংশ ধ্বংস হইল। কিং সম্রাট্ ঈদৃশ ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র ছিলেন, যে, তিনি চৈনীয় "সার্ডেনেপেলাস্" বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন।

সাং অথবা ইং নামক দ্বিতীয় বংশও এইরূপ অবস্থায় গত হইয়াছে। এই বংশোদ্ভূত সপ্তম সম্রাট্ "টেভূ"র রাজত্ব কালীন তদীয় রাজভবনের মধ্যদেশে অকস্মাৎ এক তুঁত বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া এক দিবসের মধ্যে এত অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, যে, এক জন লোক তদীয় হস্তদ্বয় দ্বারা তাহাকে বেষ্টন করিতে পারে নাই। ইহা দেখিয়া সম্রাট্

সাতিশয় ভীত হইয়া তদীয় মন্ত্রী "এঁচি"কে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাঁহাকে ধর্ম্মপথাবলম্বী হইতে আদেশ করিলেন। টেভূ তাহা গ্রাহ্য করিলে তৎক্ষণাৎ ঐ বৃক্ষ শুষ্ক হইয়াগেল। তদবধি সাং বংশের প্রাচীনৈশ্বর্য্যসকল পুনরুদ্ভাবিত হইতে লাগিল।

ঐ বংশের সপ্তবিংশ সম্রাট্ "টিউ" চিউ-বংশীয় "কিলু" নামক এক মহাবাহুকে তদীয় সৈন্যদলের অধ্যক্ষ করিয়াছিলেন। কিলূর পুত্র "ভেংভাং" সেই পদ প্রাপ্ত হইয়া সকল কর্ম্মেই স্বীয় বুদ্ধির প্রাখর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক প্রভূত যশোলাভ করিতে লাগিলেন। কথিত আছে, যে, ভেংভাং এক প্রসিদ্ধ চৈনীয় মনীষী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। উক্ত টিউ সম্রাটের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র "সিউসিন্" সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার চিত্ত দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সাধারণ চরিত্রের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে, তিনি যে সাতিশয় স্ত্রৈণ, শঠ, অকর্ম্মণ্য, অপব্যয়ী, এবং অত্যন্ত মদিরাসক্ত ছিলেন ইহাই প্রতীয়মান হয়। ফলতঃ এই বিষয়ের নিমিত্ত তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় রহিয়াছে; চৈনীয়রা গজদন্ত-নির্ম্মিত-

যে দুই কাঠীদ্বারা আহার করে, তিনিই তাহার প্রথম সৃষ্টি করেন। বিজ্ঞতম ভেংভাং তদীয় সদুপদেশরূপ মহৌষধি দ্বারা পাপাসক্ত সিউ-সিনের দুষ্প্রবৃত্তিরূপ মহদ্রোগের অনেক উপশম করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ভেংভাং না থাকিলে, পাপাচার সিউসিন্ সম্রাটের রাজত্ব কালীন চীন রাজ্যের অনেক অমঙ্গল উপস্থিত হইত। কিন্তু ভেংভাং ক্রমশঃ সাতিশয় প্রাচীন হইয়া পড়িলেন, এবং তিনি ৯৬ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে কালকবলিত হইলে, সম্রাট্ তাঁহাকে পৃথিবী হইতে অপসৃত দেখিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার ঘৃণাকর নৃশংস ব্যবহারসকল আরম্ভ করিলেন। ভেংভাঙ্গের পুত্র "ভুভাং" তদীয় পিতৃপদে অভিষিক্ত হইয়া সিউসিন্‌কে যুদ্ধে পরাজিত করত সিংহাসনচ্যুত করিলেন, এবং "চিউ" নামে তৃতীয় বংশ স্থাপন-পূর্ব্বক স্বয়ং সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া সম্রাট্ উপাধি ধারণ করিলেন।

ভুভাং সামান্য লোক ছিলেন না। তাঁহার পিতা তদীয় অবিনশ্বর কীর্ত্তিদ্বারা যাদৃশ ভেংভাং নাম চিরপ্রথিত করিয়া গিয়াছেন, তিনিও তদ্রূপ করিয়াছিলেন। ইঁহার পর চীনরাজ্যের ইতিহাস-

বৃত্তান্তসকল অদ্ভুত পৌরাণিক উপাখ্যানে পরিপূর্ণ, তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস-যোগ্য নহে। এই চিউ-বংশোদ্ভূত ত্রয়োবিংশ সম্রাট্ "লেংবং" ভূপালের রাজত্ব কালীন চীনে এক বিশ্ববিখ্যাত, অলৌকিক গুণসম্পন্ন, বিদ্যাবুদ্ধিসমুদ্র মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; নিম্নে তাঁহার জীবন চরিত্রের আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণিত হইতেছে।

জগতীতলে এমন্ কোন বিদ্যাবিৎ মানব নাই, যিনি "কংফুচী" এই শব্দটী অনবগত আছেন। ১১। দার্শনিক কংফুচী, খ্রীঃ পূঃ ৫৫০ বর্ষে, লু-রাজ্য ইদানীং শান্টং প্রদেশান্তর্বর্ত্তী কায়াফূ নগরে জন্মপরিগ্রহ করেন। এই সময়ে প্রসিদ্ধ গ্রীক-পণ্ডিত পিথাগোরাস্ তদীয় বিদ্যাবুদ্ধি প্রভাবে পশ্চিমাঞ্চলে প্রভূত যশোলাভ করিতেছিলেন।

কংফুচী সামান্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার পিতা "শাক্যোংহি" সাং নামক দ্বিতীয় বংশোদ্ভূত সপ্তবিংশ সম্রাট্ "তিম" রাজের কুলীন কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং জীবদ্দশায় লুং-রাজ্য মধ্যে অতি প্রধান২ কর্ম্মাধ্যক্ষের পদে অভিষিক্ত ছিলেন। তাঁহার জননী "শিং" ও চুঁয়েন নামক এক প্রাচীন সদ্বংশোদ্ভূত ছিলেন।

শালোয়াংহি কংফূচীকে তিন বৎসর বয়স্ক রাখিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

কংফূচী উক্ত কৌলীন্য মর্য্যাদা ব্যতিরেকে অন্য কোনরূপ পৈত্রৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন নাই। তিনি বাল্যাবস্থাতেই বিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় বুদ্ধি কৌশল প্রকাশ করিয়া লোক সমূহের বিস্ময়োৎপাদন করিতে লাগিলেন। বাল্য-স্বভাব-সুলভ অকিঞ্চিৎকর ক্রীড়া কৌতুকে বৃথা কালাতিপাত না করিয়া, সর্ব্বদা ধৈর্য্য এবং গাম্ভীর্য্য-ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক বিবিধ শাস্ত্রানুশীলনেই কালযাপন করিতেন; এবং তাঁহার ভাবি-মাহাত্ম্যের অত্যাশ্চর্য্য পূর্ব্ব লক্ষণ সকল বিস্তার করত তদীয় গুরুকুলের মুখোজ্জ্বল করিতে লাগিলেন। তিনি অল্পবয়সে ঈদৃশ সাধু এবং ধর্ম্মবিৎ ছিলেন, যে, অগ্রে ইষ্টদেবের পূজার্চ্চনা পূর্ব্বক তাঁহাকে আহার্য্য কিঞ্চিৎ উৎসর্গ এবং নিবেদন না করিয়া, কখনই ভোজনে উপবিষ্ট হইতেন না।

তাঁহার পিতামহ সাতিশয় ধর্ম্মজ্ঞ এবং পরম পণ্ডিত ছিলেন; কংফূচী তাঁহার নিকট রীতিনীতি এবং বিবিধ শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া, তাঁহার সদাশয়তা ও বিশ্বস্তকারিতার অনুকরণ করিতে বৃহত্তর যত্ন

করিতেন। তাঁহার পরলোক গমনানন্তর কংফুচী "চেংসী" নামক বিবিধ বিদ্যাবিশারদ, পণ্ডিতাগ্রগণ্যের শিষ্যবৃন্দ মধ্যে পরিগণিত হইয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন। কংফুচী পঞ্চদশ বর্ষ অতিক্রম না করিয়াই তদীয় বুদ্ধি-বৃত্তির প্রাখর্য্য প্রভাবে, এবং সাতিশয় অভিনিবেশ ও অধ্যবসায়সহকারে মহা-পণ্ডিত ইয়াও ও সান্ সম্রাট্দ্বয় বিরচিত নানাবিধ নীতিগর্ভ প্রাচীন গ্রন্থ ও অন্যান্য পূর্ব্বতন শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন ও অভ্যাসপূর্ব্বক, তাহাতে সম্যক্ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া, লোক সমাজে ক্রমশঃ প্রতিপন্ন হইতে লাগিলেন।

অনন্তর ঊনবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি স্বদেশীয় প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করত একটীমাত্র ভার্য্যারই পাণিগ্রহণ করিলেন। কিন্তু পাছে সংসার-জালে আবদ্ধ হইয়া স্বকীয় বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-নীতির প্রচারণে সামর্থ্য-হীন হন, এই নিমিত্ত তিনি সেই স্ত্রীর গর্ভে "লিয়া" নামক এক পুত্রোৎপাদন করিয়া, অনতিবিলম্বেই তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসার সংসার হইতে বিরক্ত হইলেন।

কংফুচী ত্রয়োবিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া আপনাকে সমুদয় শাস্ত্রে বিশেষতঃ ধর্ম্মশাস্ত্রে সমীচীন

পারদর্শী জ্ঞান করত, স্বজাতির চরিত্র সংশোধনার্থ সাতিশয় উদ্যুক্ত হইলেন। তৎকালে চীনরাজ্যের প্রতিপ্রদেশীয় নরপতিগণই স্ব২ প্রধান ছিলেন, এবং তাঁহাদের রাজনিয়ম সকলও স্বতন্ত্র ছিল। তাঁহারা যে সম্রাটের অধীন ছিলেন, সে কেবল নাম মাত্র; সম্রাট্ তাঁহাদের উপর যথেষ্ট প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে পারিতেন না। ভূপালেরা স্ব স্ব অধীনস্থ প্রদেশে একাধিপত্য স্থাপন করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে রাজকীয় কার্য্য সকল সম্পাদন করিতেন; কিন্তু তাহাও সুচারুরূপে নির্বাহ করিতে পারিতেন না। তাঁহারা সর্বদা স্বার্থনিষ্পাদক, অর্থলোলুপ, অবিমৃষ্যকারী, প্রতারক, যথেষ্টাচারী, এবং দুষ্টবুদ্ধি পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া, কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি পশুধর্ম্মকে সুখসেতু জ্ঞান করিতেন, এবং ঐশ্বর্য্য-সুখপরতন্ত্র হইয়া রাজকার্য্য অবহেলন ও গর্হিত পাপ পথাবলম্বন পূর্ব্বক ঘৃণিত ও কুৎসিত কর্ম্মে সময়াতিপাত করিতেন; বস্তুতঃ ইহাতে যে রাজ্য নিশ্চয়ই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত তাহার আর কোন সংশয় ছিলনা।

কংফুচী এই সকল মহদনিষ্টকর দোষসমূহ

নিরাকৃত করিয়া স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করণাশয়ে সৎ-কর্ম্মানুরাগ, ধর্ম্মজ্ঞান, সুশীলতা, নির্ম্মৎসরতা, অমায়িকতা, সত্যবাদিত্ব, পরিমিতাচার, বিদ্যোৎসাহ, ও ধনৈশ্বর্য্যোপেক্ষা প্রভৃতি সদ্গুণ-সমূহ সর্ব্বত্র প্রচার করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; এবং স্বীয় চরিত্রের নির্ম্মলতা ও বিশুদ্ধতা কার্য্যদ্বারা প্রকাশ করত, স্বয়ংই সাধুতমের এবং সৎকর্ম্মার দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া লোকসমূহকে তাঁহার ধর্ম্মনীতির শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি তদীয় দেশহিতৈষিতারূপ সদ্গুণদ্বারা সর্ব্বত্র ভূরি২ যশোলাভ করিয়া জনসমাজে আদরণীয় হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু নূতন ধর্ম্মোপদেষ্টা হইলে প্রথমতঃ যে সকল দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হয়, তাহা হইতে তিনি নিষ্কৃতি পান নাই।

তিনি যে প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন তৎপ্রদেশাধিপতি ভূপাল তাঁহাকে সর্ব্বদা বিচারকর্ত্তার পদ প্রদান করিতেন; কিন্তু যখন তিনি এমন বিবেচনা করিতেন, যে, ঈদৃশ উচ্চপদাভিষিক্ত হইলে স্বদেশের যথেষ্ট মঙ্গল সাধন করিতে পারিবেন, তখনই বিচারাসনোপবিষ্ট হইয়া যথা নিয়মে বিচার কার্য্য সম্পাদন করিতেন; কিন্তু সেই পদ

তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির প্রতিরোধক হইয়া উঠিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উপায়ান্তর অবলম্বন করিতেন। এইরূপে কংফুচী স্বদেশের রীতিনীতি সংশোধনার্থ যথেষ্ট যত্নশীল হইয়া কতিপয় বৎসর বহুতর কষ্ট স্বীকার করিয়াও কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

তখন স্বীয় প্রদেশে ধর্ম্মনীতি প্রচার করা নিতান্ত দুঃসাধ্য জ্ঞান করিয়া, তত্রত্য সম্ভ্রান্ত পদ সকল পরিত্যাগ পুরঃসর, ৫১৫ খ্রীঃ পূঃ, বিদেশ গমনে নির্গত হইলেন। পথিমধ্যে যে স্থানে সমাহূত এবং সদ্ব্যবহৃত হইতেন, তথায় স্বল্পকাল অবস্থান পূর্ব্বক রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, ও মনোবিজ্ঞানের সুশিক্ষা প্রদান করিতেন। অনন্তর দশ বৎসরকাল ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া, ৫০৫ খ্রীঃ পূঃ, পঞ্চচত্বারিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি স্বদেশ লু-রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ইহা শুনিয়া লু-রাজ তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণে সমাহ্বান পূর্ব্বক তদীয় প্রধান রাজমন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত করিলেন। তখন কংফুচী যথোচিত সাবকাশ পাইয়া, অল্পান তিন মাসের মধ্যে কি রাজা, কি প্রজা, কি মহৎ, কি ইতর সকলেরই আচার ব্যবহার ও চরিত্রের

এত সংশোধন করিয়াদিলেন, যে, রাজ্যের ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইয়া তাহার এক নূতন রূপ হইয়া উঠিল। নৃপতি এবং সমস্ত রাজকর্ম্মচারী ও পারিষদবর্গ তাঁহার উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক তদনুসারে রাজকার্য্য সমাধা করাতে, সমুদায় রাজ্য যেন একটী সুরক্ষিত পরিবার সদৃশ বোধ হইতে লাগিল।

তখন পার্শ্ববর্ত্তী ভূপালগণ লু-রাজ্যকে ঈদৃশ সমধিক সৌভাগ্য সম্পন্ন অবলোকন করত, সাতিশয় ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হইয়া, তাহার কোনরূপ অনিষ্ট চেষ্টায় বিশেষ যত্নশীল হইল; এবং লু-রাজও ঈদৃশ অসামান্য ধীসম্পন্ন, কল্পনানিপুণ, সর্ব্ব শাস্ত্র-পারদর্শী, বিচক্ষণ মহাদার্শনিকের সদুপদেশানু-সারে কিছু কাল কার্য্য করিলে, কালক্রমে নিঃ-সন্দেহ সাতিশয় প্রবল পরাক্রম ও প্রভূত বলবীর্য্য-শালী হইয়া উঠিবেন, তাহা হইলে উত্তর কালে যে তাহাদের অনিষ্ট-সাধন হইতে পারে, এই আশ-[illegible]কলে একমতাবলম্বী হইয়া তাহার প্রতীকা-রার্থে কোন দুরভিসন্ধির অনুসন্ধান করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে ছি-দেশে এক অতীব কুটিল [illegible]-বুদ্ধি নরপতি ছিলেন, তিনি কঞ্চুকীর সহিত লু-রাজের [illegible] জন্মাইয়া,

তাঁহাকে আজীবন নির্ব্বাসিত করণাশয়ে, স্বীয় অমাত্যবর্গের সহিত কিয়দ্দিবস তাহারই কুমন্ত্রণা করিয়া, অনেক বিবেচনার পর এক সুকৌশল স্থির করিলেন। তদনুসারে তিনি প্রথমে লু-রাজ সমীপে তাঁহার এক নূতন প্রকার উপঢৌকন প্রদানের সম্বাদ প্রেরণ করিলেন। লু-রাজ তাঁহার এই দুরভিসন্ধিরূপ ঘোরচক্র ভেদে সামর্থ্য-হীন হইয়া উপঢৌকন গ্রহণে প্রস্তুত হইলেন।

তখন ছি-রাজ লু-রাজ্যাধিপতি ও তাঁহার প্রধান প্রধান পারিষদবর্গের নিকট মহা সমারোহে অনুপম রূপলাবণ্য-সম্পন্না, পরমাসুন্দরী, পূর্ণযৌবনা, চিত্তাকর্ষিণী, মনোহর নৃত্যগীতাদি-নিপুণা, মধুরভাষিণী, ও কোকিল-কণ্ঠী কতিপয় কামিনীকদম্ব প্রেরণ করিলেন। দূরদর্শী বিজ্ঞতম কংফুচী লু-রাজকে ঐ আপাতমনোরমা পরিণামবিষা গণিকাগণ গ্রহণে বারম্বার নিবারণ ও প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু লু-রাজ দুর্ব্বুদ্ধির বশীভূত হইয়া তাঁহার সদুপদেশ অগ্রাহ্য করত, স্বীয় সভাসদ্ কুলীনবর্গের সহিত যুবতীচয়কে সাদর সম্ভাষণে সমাহ্বান ও অভ্যর্থনাপূর্ব্বক সানন্দচিত্তে তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন, এবং আপনাদিগকে চরি-

তার্থ ও সাতিশয় সৌভাগ্য-সম্পন্ন জ্ঞান করিয়া, ঐ বারযোষাদিগের সন্তোষ ও প্রীতি জননার্থ পুনঃ পুনঃ মহাসমারোহে বহু-ব্যয়-সাধ্য মহোৎসব সকল আরম্ভ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে তিনি মহদনিষ্টকর বৃথা ভোগ-সুখের পরতন্ত্র হইয়া, উক্ত কুলটাকুল সমভিব্যাহারে সাধুবিগর্হিত আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন, এবং সমস্ত রাজকার্য্যে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া অবশেষে ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট, শ্রী-ভ্রষ্ট, ও বুদ্ধি-ভ্রষ্ট হইলেন। আর কাহারও সদুপদেশে কর্ণপাত করিলেন না; স্পষ্টবক্তা উপদেষ্টাগণের সঙ্গ একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। এমন কি, তদীয় পরম প্রেমাস্পদ প্রধান অমাত্যবর্গও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করণে অক্ষম হইলেন।

কংফুচী বহুকাল পর্য্যন্ত নানা সদুপদেশ ও উত্তমোত্তম দৃষ্টান্তদ্বারা বারম্বার ল-রাজকে কতই বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার দুশ্চরিত্র-শোধনে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ক্রমে২ তাঁহার উপর ভূপতির ক্রোধাবেশ প্রকাশ পাইতে লাগিল। এক্ষণে তিনি, হয় কংফুচীর প্রাণহত্যা, নতুবা তাঁহাকে আমরণ কারাবদ্ধ করিতে সচেষ্ট হই-

লেন। তখন কংফুচী ঈদৃশ বিবেক-শূন্য, সৌজন্য-শূন্য, এবং জ্ঞান-শূন্য রাজার রাজ্যে, পরের হিত-সাধন করা দূরে থাকুক, স্বীয় প্রাণরক্ষা করা দুষ্কর বোধ করিয়া, সপ্তপঞ্চাশৎ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাদৃশ উৎকৃষ্ট রাজকীয়-পদ পরিত্যাগপূর্ব্বক, দ্বিতীয়বার সদুপদেশানুরাগী লোকের উদ্দেশে ছদ্মবেশে বিদেশ ভ্রমণে যাত্রা করিলেন।

তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে ছি, গুসী, ও চু-রাজ্যের, এবং অন্যান্য নানা প্রদেশ ও নগর-সমূহের মধ্য দিয়া গমন করত, সর্ব্বত্রে তদীয় ধর্ম্মমত প্রচার করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তাঁহার ধর্ম্ম-নীতিসমূহের কাঠিন্যপ্রযুক্ত তিনি সর্ব্বত্রই লোক-সকলের ভয়-ভাজন হইয়া পড়িলেন। প্রত্যেক প্রদেশীয় প্রধান ব্যক্তিবর্গ তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি-কৌশল ও সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শিতা শ্রবণ করিয়া অতিশয় ভীত ও সঙ্কুচিত হইতে লাগিলেন। কখন্ তিনি তাঁহাদের দেশে উপনীত হইয়া, তদীয় অব্যাহত ক্ষমতা প্রভাবে তাঁহাদের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হ্রাস করিবেন, এবং নীতিশাস্ত্র-বিরুদ্ধ, ঘৃণিত, ও অপকর্ম্ম বলিয়া তাঁহাদের আমোদ প্রমো-দের প্রতিবন্ধকতা জন্মাইবেন, এই ভয়েই তাঁহারা

সর্ব্বদা ব্যাকুল হইতেন। প্রভূত বলবিক্রমশালী, ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত সম্ভ্রান্ত-সমূহেরা তাঁহার প্রতি উপদ্রব ও অসদ্ব্যবহার করত তাঁহাকে অশেষবিধ দুর্গতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং অনেকে কুমন্ত্রণা করিয়া তাঁহার বিনাশ-সাধনেও যত্নশীল হইয়াছিলেন।

কংফুচী অতীব দীনহীনের ন্যায় ছদ্মবেশে কালযাপন করত সর্ব্বসাধারণের উন্নতি সাধনে কৃতনিশ্চয় হইয়া, সাতিশয় যত্ন-সহকারে তাহাদের নীতিশিক্ষা, জ্ঞানশিক্ষা, এবং ধর্ম্মশিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালবিদিত কতিপয় চৈনীয় ঋষি তাঁহাকে তপস্যাশ্রম গ্রহণের উপদেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া উক্ত চিরাভিলষিত কার্য্য-সাধনে ব্যগ্র ও তৎপর হইলেন।

তিনি সর্ব্বদা ইয়াও, সান্, ইউ, চিংটং, ও ভেংভাং প্রভৃতি অশেষ-শাস্ত্র-পারদর্শী প্রাচীন চৈনীয় মনীষীগণের নীতি ও দৃষ্টান্ত সকল প্রচার করাতে, তাঁহাদের প্রতিনিধি স্বরূপে বিদিত ও সমাদৃত হইতে লাগিলেন। ফলতঃ তিনি এইরূপে স্বকীয় ধর্ম্মমত প্রচার করিতে বহুতর

ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরিণামে তিনি অসংখ্য শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

কংফূচীর শিষ্যমণ্ডলী মধ্যে প্রায় ত্রিসহস্রাধিক শিষ্য সর্ব্বদা তাঁহার সমভিব্যাহারে থাকিত। তিনি এই সকল শিষ্যদিগকে চারি-শ্রেণীতে বিভক্ত করেন: যাহারা স্ব স্ব বিবেক-শক্তির ও বুদ্ধিবৃত্তির সঞ্চালনদ্বারা তাহাদের যথেষ্ট নির্ম্মলতা ও প্রাখর্য্য সম্পাদন, এবং বিশুদ্ধ ধর্ম্মপথাবলম্বী হইয়া ঐকান্তিকচিত্তে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা করত, ধ্যান ও যোগবলদ্বারা যথোচিত চিত্তশুদ্ধি করিয়াছিল, তাহারাই প্রথম শ্রেণীমধ্যে পরিগণিত ছিল; দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ শিষ্যগণ সাতিশয় বাগ্মী ছিল, এবং তাহারা বহুবিধ শাস্ত্রাভ্যাসদ্বারা যথার্থ তর্কে পারদর্শী হইয়াছিল। তৃতীয় শ্রেণীস্থ ছাত্রচয় রাজ্যশাসনের প্রকৃত নিয়মাবলি অভ্যাস করিয়া, অতি যত্নে মান্দারিন্ অর্থাৎ রাজকর্ম্মচারিদিগকে তাহার যথাবিধ শিক্ষা প্রদান করিত; চতুর্থ শ্রেণীস্থ শিষ্যবৃন্দের প্রতি সাধারণ-বোধের নিমিত্ত সুললিত সরল ভাষায় নীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্র রচনার সম্পূর্ণ ভারার্পিত ছিল। কংফূচীর জীবদ্দশায়

প্রায় ৫০০ শত শিষ্য প্রধানং রাজকীয় পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

তাঁহার শিষ্যবৃন্দের মধ্যে প্রথম-শ্রেণীস্থ যেনিয়েন, মেঙ্গেকন্, জেন্‌পিসিউ, এবং শুকং; দ্বিতীয়-শ্রেণীস্থ চেঙ্গো, এবং চুকং; তৃতীয়-শ্রেণীস্থ ইয়েনেন্, ও কিলু; এবং চতুর্থ-শ্রেণীস্থ ছিহেন্, এবং ছিহিয়া এই দশজন শিষ্য সর্ব্ব-প্রধান বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল প্রধান শিষ্যের মধ্যে যেনিয়েন্ নামক শিষ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ও কংফূচীর সাতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি তাঁহাকে অপত্য নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। কিন্তু বিধির কি বিড়ম্বনা! সুপাত্র যেনিয়েন্ একত্রিংশৎ বৎসর বয়ঃক্রমকালে অকালে কাল-কবলিত হইয়া লোকান্তর প্রাপ্ত হইলেন। কংফূচী বিবেক ও জ্ঞানসাগরের পার প্রাপ্ত হইয়াও, সেই প্রিয় শিষ্যের বিরহে সাতিশয় কাতর ও শোকাবেগে অধীর হইয়া, বহুদিবস পর্য্যন্ত রোদন ও বিলাপ করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা কহি-তেন, যে, "ইতিপূর্ব্বে আমি অশেষবিধ দুর্গতি ও দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি বটে, কিন্তু

কুত্রাপি ঈদৃশ ক্লেশ এবং মনস্তাপ আমার জ্ঞানেও প্রাপ্ত হই নাই"।

কংফুচী শেষাবস্থায় তদীয় ধর্ম্মনীতির প্রচার দ্বারা স্বদেশীয়ের চরিত্র শোধনাশয়ে ছয়শত শিষ্য চীনের ভিন্ন২ প্রদেশে প্রেরণ করেন। কথিত আছে, যে, তিনি বিদেশেও নাকি আপন মত প্রচারের অভিলাষ করিয়াছিলেন।

চৈনীয় ইতিহাসে এইরূপ বর্ণিত আছে, যে, কংফুচী জীবদ্দশায় স্বপ্রায়াসে তদীয় নিয়মাবলি প্রচলিত করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহার সময়ে চৈনীয়রা একালাপেক্ষা অধিক কুসংস্কারাবিষ্ট ছিল; পুরুষানুক্রমিক ব্যবহারগত ভ্রমাত্মক-নিয়মাবলি সর্ব্বাঙ্গবিশুদ্ধ জ্ঞানে, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে তাহাদের নিতান্ত অনিচ্ছা; এবং নূতন নীতিসকল অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্টতর হইলেও তাহারা তাহাদের প্রতি সাতিশয় বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিত। এই সকল নানা কারণে কংফুচী প্রথমতঃ তদীয় অভিনব বিশুদ্ধ ধর্ম্মমত,ও বিমল-বুদ্ধি-বিশোধিত উন্নতিপোষক রীতি নীতি প্রচার করিতে সমধিক আয়াস ও ক্লেশ স্বীকার করিয়াও, ব্যর্থশ্রম এবং বিফলপ্রযত্ন হইয়াছিলেন। আর

তিনি স্বদেশীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণকে তন্মতের বিলক্ষণ প্রতিপক্ষ দর্শনে ঈদৃশ ভগ্নাশ হইয়াছিলেন, যে, এ অবস্থা সত্ত্বে কখনই যে স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে না, এই দুঃখে তাঁহার আহার নিদ্রার এক প্রকার অবসান হইয়াছিল। দিনযামিনী কেবল এই সকল চিন্তাতেই অতিবাহিত করিতেন।

কিন্তু চিরকাল কখনই গগনমণ্ডল ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন থাকেনা। অনুকূল বায়ু বশতঃ ক্ষণকালও লোক সমূহের অন্তঃকরণ হইতে মোহমেঘ অপগত হইয়া বোধ সুধাকরের উদয় হইল। কালবিলম্বে পূর্ব্বোক্ত লু-রাজ, এবং অন্যান্য ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় নরপতিগণ কংফুচীর সদুপদেশে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার ধর্ম্মনীতি সর্ব্বত্রে প্রচার করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন, এবং অল্পকাল মধ্যেই দেশের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়া কংফুচীর যশঃশশধরে সমস্ত দেশ প্রদীপ্ত হইল। কিন্তু যৎকালে উক্ত নরপতিগণ মৃত্যুগ্রস্ত অথবা তাঁহার প্রতি রুষ্টানুগ্রহ হইয়াছিলেন, তৎকালে কংফুচীর দুরবস্থার আর পরিসীমা ছিল না; পুনর্ব্বার ভুচ্ছীকৃত ও ক্ষমতাহীন হইতেন; এবং ইতিপূর্ব্বে যে স্থানে দণ্ডায়মান

প্রচুর খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, সেই পবিত্র ও সম্ভ্রান্ত স্থানেই আবার অপমানিত ও বহুতর দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেন। ফলতঃ তাঁহাকে কেবল দেশ বিদেশে পর্য্যটন করিয়াই তদীয় নীতিসকল প্রচার করিতে হইয়াছিল।

এইরূপে কংফূচী ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসরকাল বহুতর কষ্টে সমস্ত রাজ্য পরিভ্রমণ করত, ৪৮১ খ্রীঃ পূর্ব্বে, উনসপ্ততি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে স্বীয় জন্ম ভূমিতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এই বৃদ্ধাবস্থাতে তিনি তাঁহার সকল প্রতিপত্তিতে বঞ্চিত হন। যে সকল শিষ্য সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিত, তাহারাই তাঁহার শ্রদ্ধা, ভক্তি, ও সেবা শুশ্রূষাদি করিত। অনন্তর কংফূচী দেশের পূর্ব্বতন গ্রন্থসকল সংশোধনানন্তর তাহার টীকাদি রচনা করিয়া, জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিলেন। এই সময়ে চীনের সমস্ত প্রদেশই বিশৃঙ্খল এবং শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। তখন কংফূচী দেশের এইরূপ অমঙ্গল দেখিয়া, তাঁহার মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তদীয় শিষ্যগণ সমীপে অতিশয় দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, " হায়! আমি রাজ্যমধ্যে যে পুর্ণমন্দির নির্ম্মাণে এত যত্নশীল হইয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা

সম্পূর্ণ না হইতে হইতেই কি একেবারে অধঃপতিত হইল?" সেই অবধি তিনি ক্রমশঃ হীনবীর্য্য ও বিকলাঙ্গ হইতে লাগিলেন; এবং মৃত্যুর সপ্তাহ পূর্ব্বে পুনর্ব্বার তাঁহার সহচর সম্মুখে পূর্ব্বোক্তরূপ হতাশ-সূচক বিলাপবাক্যাবলি উচ্চারণ করত কহিলেন, "রাজ্যের সমস্ত ভূপালেরাই যখন আমার সদুপদেশসকল অগ্রাহ্য করিল, এবং জগতে যখন কাহারও আর প্রয়োজনোপযোগী হইলাম না, তখন কেন আর অম্বা বসুন্ধরাকে আমার এই অকিঞ্চিৎকর, মেদমাংসাস্থি-পুরীষাদি-পরিপূরিত, অকর্ম্মণ্য দেহভার বহননিবন্ধন বৃথা ক্লেশ প্রদান করি, এক্ষণে আমার ধরাতল পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃকল্প।" এই বলিয়া তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, এবং সেই অবস্থাতে সপ্তাহ অতিবাহিত করিয়া, ৪৭৭ খ্রীঃ পূর্ব্বে, ত্রিসপ্ততি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তদীয় শিষ্যবৃন্দের উৎসঙ্গদেশেই কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক মানব লীলা সম্বরণ করিলেন।

কংফুচীর মৃত্যু সংবাদ সর্ব্বত্র সম্পূর্ণরূপে প্রচার না হইতে হইতেই, তদীয় পবিত্রনামের সম্ভ্রম ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইল। লু-রাজ পৌকং

তাঁহার বিয়োগ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া একেবারে শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন, এবং সাতিশয় বিলাপ ও পরিতাপ করত রোদনস্বরে কহিতে লাগিলেন, "হায়! অতঃপর আমার কি গতি হইবে; বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বেশ্বর আমার প্রতি নিঃসন্দেহ সাতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন, তাহা না হইলে আমি কংফুচীরূপ অমূল্যরত্নে বঞ্চিত হইব কেন।" কংফুচীর শিষ্যগণ শোকসূচক বস্ত্রাদি পরিধানপূর্ব্বক পিতৃবিয়োগ নির্ব্বিশেষে বহু দিবস পর্য্যন্ত বিলাপ এবং দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল।

কংফুচী যে লু নদীতীরস্থ কায়াকুনগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং যে স্থানে তদীয় শিষ্যগণকে সর্ব্বদা একত্র করত উপদেশ দিতেন, সেই প্রসিদ্ধ স্থানেই তাঁহার চিরস্মরণীয় পবিত্র সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত হইল। সেই পবিত্রস্থান একালপর্য্যন্ত মহা-তীর্থ বলিয়া খ্যাত রহিয়াছে; এবং যদিও বর্ত্তমান কালে চৈনীয়রা বৌদ্ধ ও খ্রীষ্ট ধর্ম্ম লইয়া মহা বিবাদ করিতেছে বটে, তথাপি তাহারা এই মহা-পুরুষের পবিত্র সমাধি-মন্দিরকে সাতিশয় সম্মান-পূর্ব্বক নির্দ্দেশ করিয়া যথেষ্ট গৌরব প্রকাশ করে।

কিংতাং সম্রাটের রাজ্যের প্রধান২ সম্ভ্রান্ত ও

পণ্ডিতগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, কিরূপে কংফূচীর পূজা করা কর্ত্তব্য, তাহার নিয়মসকল প্রতিষ্ঠিত করিলেন; এবং সেই সকল নিয়ম একালপর্য্যন্ত প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। তদীয় মহন্নাম চিরস্মরণীয় করণার্থ, প্রত্যেক প্রদেশীয় নগরে ও গ্রামে, "কংফূচীর মন্দির" বলিয়া এক২ ভজনালয় নির্ম্মিত হইল। ভজনালয়ের অভ্যন্তরে সুন্দর মার্ব্বল প্রস্তরদ্বারা একটী বেদি নির্ম্মিত হইয়া, তদুপরি এক পরিষ্কৃত শ্বেত প্রস্তরফলকে নিম্ন লিখিত প্রবন্ধটী সুবর্ণাক্ষরে অঙ্কিত হইল; যথা, "হে মহামান্য বিজ্ঞতম কংফূচী! তোমার অধ্যাত্মাংশ অবতীর্ণ হইয়া, আমরা তোমাকে যে সম্মান প্রদান করিতেছি, তাহা দর্শন করত পরিতুষ্ট হউন্"। চৈনীয়েরা অশেষ প্রকারে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছে; এবং তাহারা তাঁহার উপদেশ সকল ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতির মূলস্বরূপ জ্ঞান করে। তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিষয়ে এই প্রকার কথিত আছে, যে, তাঁহার দেহ সুদীর্ঘ, গঠন সমপরিমিত, ললাট সুপ্রশস্ত, লোচন দীর্ঘায়ত, নাসিকা খর্ব্ব, শ্মশ্রু কৃষ্ণবর্ণ ও নাভিমণ্ডল পর্য্যন্ত লম্বমান, বক্ষঃ-

স্থল বিশাল, এবং স্বর উচ্চ ও তীব্র ছিল। তাঁহার ললাটদেশের মধ্যস্থলে এক ক্ষুদ্র আব থাকাতে, তাঁহার বদনাবয়ব কিঞ্চিৎ বিমূর্ত্তি হইয়াছিল। তাঁহার চরিত্রের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই প্রতীত হয়, যে, তিনি সাধুতার আকর, শান্তিলতার মূল, পৃথ্বী-সুখ-সর্গের মহামন্ত্র, এবং সৎপথের প্রদর্শক ছিলেন। তাঁহার অলৌকিক সাহসিকতা ও শমগুণের কীর্ত্তিকলাপ সচরাচর লক্ষিত হইয়া থাকে। তিনি ঈদৃশ বিনীত ও নম্র-স্বভাব ছিলেন, যে, তদীয় অদ্ভুত গুণের পুরস্কারস্বরূপ যে সকল অত্যুচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাদিগকে স্বীকার করিতে তিনি সাতিশয় লজ্জিত হইতেন।

কংফূচীর উপদেশ ও শিক্ষাপ্রণালীর সহিত গৌতমবুদ্ধ, জোরোয়াষ্ট্র, ও মহম্মদ্ প্রভৃতি অন্যান্য আসিয়িক ধর্ম্মোপদেষ্টাগণের উপদেশ ও শিক্ষাপ্রণালীর তুলনা হয় না। ফলতঃ তিনি যে উক্ত দার্শনিকগণাপেক্ষা অশেষ গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। তিনি যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অতীব

উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বজন-প্রশংসনীয়। চৈনীয়রা অতি পূর্ব্বকালাবধি যে সকল প্রাচীন গ্রন্থকে সমস্ত বিদ্যা, শাস্ত্র, ও জ্ঞানের মূল স্বরূপ বলিয়া সমাদর করে, কংফুচীর অধিকাংশ গ্রন্থই সেই সকল গ্রন্থের টীকা ও টিপ্পনী। অধিকন্তু তিনি উক্ত প্রাচীন গ্রন্থের কোনং অংশ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক তত্তৎস্থানে তদীয় নূতন পরিশুদ্ধ মতসকল প্রকাশ্যরূপে বর্ণন করত ঐ সকল প্রাচীন গ্রন্থের উৎকর্ষ সম্বর্দ্ধন করিয়াছেন।

ইদানীং ঐ সকল প্রাচীন পুস্তকাবলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ; তন্মধ্যে আদিপুস্তক নামক সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ প্রথম শ্রেণীতে পাঁচখানি গ্রন্থ,— ইকিং চুকিং, চিকিং, লিকিং, ও চুঙ্কিউ। প্রথম শ্রেণীস্থ ইকিং অর্থাৎ পরিবর্ত্তন বিষয়ক পুস্তগ্রন্থই সর্ব্বপ্রধান ও অতি বিশুদ্ধ ; ইহা সাতিশয় কঠিন, অনায়াসে বোধাধিকার হয় না। তদন্তর্গত প্রসঙ্গ সকল প্রহেলিকা প্রবন্ধে রচিত। এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, চীনরাজ্য প্রণেতা মহানুভব ফোহিই ইহার গ্রন্থকর্ত্তা। খ্রীষ্ট পূর্ব্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে ভেংভাং ভূপতি এই সকল প্রহেলিকার অর্থ সংগ্রহ করিতে অনেকং চেষ্টা

করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই সকলপ্রযত্ন হইতে পারেন নাই। বস্তুতঃ এই গ্রন্থ কংফূচীর সময় পর্য্যন্ত অপ্রসিদ্ধাবস্থায় ছিল, কেহই ইহার বিশুদ্ধ অর্থ সংঘটনে কৃতকার্য্য হন নাই। কিন্তু অগাধবুদ্ধি কংফূচী ইহার যথার্থ অর্থ সংগ্রহ পুরঃসর সাধারণ-বোধের নিমিত্ত অতি সরল২ টীকাসকল রচনা করিয়া, তদীয় বিদ্যাবুদ্ধির অসাধারণ সম্পূর্ণতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

কেহ কেহ কহেন, যে, প্রথম শ্রেণীস্থ ইকিং ব্যতিরিক্ত অপর চারিখানি গ্রন্থ কংফূচীর স্বরচিত মূল গ্রন্থ; কিন্তু তিনি স্বয়ং কহিয়াছেন, যে, তিনি ভিন্ন২ পুস্তক হইতে বিবিধ বিষয় সংগ্রহ করিয়া দ্বিতীয় পুস্তক চুকিং রচনা করিয়াছিলেন। এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানি চৈনীয়দের প্রধান প্রাচীন ইতিহাস; ইহাতে চীনরাজ্য সংস্থাপনাবধি কংফূচীর সময় পর্য্যন্ত তাহার সমস্ত ইতিবৃত্ত বর্ণিত আছে; এবং ইহাতে ধর্ম্মনীতির উপদেশ সকলও প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম শ্রেণীস্থ তৃতীয় গ্রন্থ চিকিং কংফূচী-রচিত নীতিগর্ভ কাব্য ও সঙ্গীত সমূহে পরিপূর্ণ। চৈনীয়রা এই সকল গীত অভ্যাসপূর্ব্বক কণ্ঠস্থ করিয়া রাখে, এবং

পূজা মহোৎসব কালীন তাহা ব্যবহার করে। এই পুস্তকে প্রাচীন চৈনীয়দের রীতিনীতি ও লৌকিক ব্যবহারসকল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

লিকিং নামক চতুর্থ গ্রন্থে ধর্মক্রিয়াদির বিধিব্যবস্থা সকল বর্ণিত আছে। ইহা কংফুচীর মূল রচনা কি তৎকর্ত্তৃক সংগৃহীত, তাহার নিশ্চয় নাই। এই গ্রন্থখানি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, পূর্ব্বোক্ত সমুদয় গ্রন্থকে একত্র করিলেও তত্তুল্য হয় না।

চুন্ছিউ নামক অবশিষ্ট পঞ্চম গ্রন্থখানি কংফুচীর বৃদ্ধাবস্থায় রচিত। চুন্ছিউ শব্দ 'চুন্' ও 'ছিউ' শব্দ হইতে উদ্ভূত; চুন্ শব্দার্থ বসন্তকাল, এবং ছিউ শরৎকাল। কংফুচী এই গ্রন্থ বসন্তকালে আরম্ভ করিয়া শরৎকালে শেষ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাহার নাম চুন্ছিউ রাখিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার জন্মস্থান লু-রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস বর্ণিত আছে।

প্রথম শ্রেণীস্থ পুস্তক গুলিন এই প্রকার। দ্বিতীয় শ্রেণীতে চারিখানি পুস্তক আছে, চৈনীয়রা তাহাদিগকে স্থচু কহে। ইহাদের মধ্যে দুই-খানি গ্রন্থ কংফুচীকৃত, তন্মধ্যে একখানি রাজ-নীতি বিষয়ক প্রসঙ্গে, এবং অপরখানি "সর্ব্বমতান্ত

গর্হিতং” ইত্যুপদেশাত্মক নীতিসমূহে পরিপূর্ণ। অপর দুইখানির মধ্যে একখানি লুন্যু অর্থাৎ কংফুচীর বচন-সংগ্রহ, অবশিষ্টখানি মেংচী অর্থাৎ দর্শন শাস্ত্র। এই চারিখানি গ্রন্থই কংফুচী-বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

টাহিও নামক দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ প্রথম গ্রন্থ পরিশুদ্ধ রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি পরিপূর্ণ। কংফুচী ইহাতে কহিয়াছেন, যে, সত্যযুগাখ্যাত পৃথিবীর প্রথমাবস্থাতে মানবজাতি পরম পবিত্র, ও সাতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিল। পরে তাহারা দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ অকিঞ্চিৎকর পৃথ্বীসুখের বশবর্ত্তী হইয়া ক্রমশঃ মহামহা পাপে লিপ্ত হইয়াছে। কি প্রকার প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা মনুষ্যগণ পাপবিমুক্ত হইতে পারে, তাহারও সদুপায় তিনি এই গ্রন্থে বিশেষ রূপে বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার মতে দুই প্রকার কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্মোপার্জ্জন হয়; প্রথমতঃ ঈশ্বরের প্রতি অকৃত্রিম প্রেম, ভয়, ও ভক্তি, এবং পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান করা; এবং দ্বিতীয়তঃ ন্যায়পর হইয়া অগ্রে পরঋণসকল পরিশোধ করত পরে দীনদরিদ্রের প্রতি যথাবিধি দানশীল, ও পরোপ-

কারার্থে প্রাণপণে যত্নশীল হইলে, মহান্ ধর্ম্মলাভ হয়। চংহয়ং নামক দ্বিতীয় পুস্তকে যে সকল নীতি আছে, তাহা অতীব উৎকৃষ্ট। মেংচী নামক গ্রন্থখানি চৈনীয়দের দর্শন শাস্ত্র; কেহ কেহ কহেন যে, মেংচী নামক কংফূচীর এক প্রধান শিষ্য ইহার গ্রন্থকর্ত্তা।

এতদ্ভিন্ন কংফূচীর আর অনেক মূলগ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে হিয়াওকিং নামক পুস্তকে কেবল পিতৃ ও মাতৃভক্তি, এবং তাঁহাদের আজ্ঞা পালনের মাহাত্ম্য বাহুল্যরূপে বর্ণিত আছে। কংফূচী কহেন, যে, অন্য সকল প্রকার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, কিন্তু পিতা মাতার প্রতি অভক্তি ও তাঁহাদের আজ্ঞা লঙ্ঘনরূপ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। তাঁহার মতে, পিতা মাতার অনুজ্ঞায় সময়ানুক্রমে সত্যব্রত ও পরিত্যাগ করিতে হয়। এই স্থলে কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত হইয়া পড়িল। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, কংফূচী স্বয়ং "সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং" ইতি বোধক নীতি প্রসঙ্গের অশেষ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু এই স্থলে তিনি তাঁহার আপনার অত্যুক্তি সংশোধনে হৃতক্ষম হন নাই। লিয়াওহিয়াও নামক আর একখানি

গ্রন্থের উদ্দেশ্য এই, অন্তঃকরণে যতদূর পর্য্যন্ত রাজভক্তির সঞ্চার হইতে পারে তৎসম্পাদনে যত্নবান হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

চৈনীয়রা কংফূচীর নীতিসকল দেবদত্ত বোধে পালন করিয়া থাকে। তদীয় মহদ্বংশ এক্ষণে চীনরাজ্যে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। বর্ত্তমান বংশ কংফূচী হইতে প্রায় অশীতি পুরুষ হইলেও হইতে পারে এক্ষণে চীনরাজ্যে কেবল এই বংশই সর্ব্বপ্রধান পৈতৃক কৌলীন্য মর্য্যাদা সম্ভোগ করিতেছে।

চীনসম্রাট্ এই দার্শনিকাগ্রগণ্য মহীয়ান্ পণ্ডিতের বিধিব্যবস্থা সকল সর্ব্বত্র প্রচার করত, তাহার শিক্ষা প্রদানে যথেষ্ট সচেষ্ট হইলেন; এবং তাঁহার আজ্ঞানুসারে রাজকর্ম্মচারিগণ কংফূচীর নিয়মক্রমে রাজকার্য্যসকল সমাধা করাতে রাজ্যের ক্রমশঃ উন্নতি হইতে লাগিল। কালক্রমে তাঁহারি উত্তরাধিকারী সম্রাট্গণ ইন্দ্রিয়-সুখাসক্ত হইয়া রাজকার্য্যে অমনোযোগী হওয়াতে, রাজ্য বিশৃঙ্খল হইতে লাগিল, এবং ক্রমে ঐ তৃতীয় বংশ ধ্বংস প্রায় হইল।

এই বংশজাত দ্বাত্রিংশত্তম সম্রাট্ হীনূভাং যখন চীনে রাজত্ব করিতে ছিলেন, তৎকালে ৩২৭ খ্রীঃ পূর্ব্বে মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডর ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশ জয় করিয়া চীনাক্রমণের অভিলাষ করেন; কিন্তু তাঁহার সৈন্যদল বিদ্রোহোপস্থিত করাতে, তিনি তদীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সক্ষম হইলেন না। ফলতঃ যদ্যপি তিনি কোন কৌশলে ভারতবর্ষ অতিক্রমপূর্ব্বক চীনে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন, তাহা হইলে তিনি অবলীলাক্রমে চীনরাজ্য জয় করিতে পারিতেন; কারণ তৎকালে চীনের ভিন্ন২ প্রদেশীয় নরপতিগণ পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহে প্রবৃত্ত হওয়াতে রাজ্য বলহীন হইয়াছিল।

এই সময়ে তাতারদিগের দৌরাত্ম্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। চীন রাজ্যের ইতিহাস মধ্যে তাতার-জাতিদ্বারা এই রাজ্যের আক্রমণ, ও চৈনীয়দের সহিত তাহাদের বিবাদ ও যুদ্ধ প্রভৃতি ঘটনা সকলই প্রসিদ্ধ ও জ্ঞাতব্য।

ইহারা অতি প্রাচীন কালাবধি চীনাক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাওর উত্তরাধিকারী সান্ সম্রাটের রাজত্ব কালীন তাহারা অসংখ্য সৈন্যসামন্ত লইয়া চীনাক্রমণ পূর্ব্বক মহা উপদ্রব

করিয়াছিল। কিন্তু তৎকালে তাহারা সম্পূর্ণ পরাভূত হইয়া স্বদেশে প্রস্থান করে। ফলতঃ সময়েং তাহারা চীনে আগমন করিয়া, উত্তর-দিকস্থ প্রদেশসকল লুণ্ঠনপূর্ব্বক তন্নিবাসিদের মহা অনিষ্ট করিত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ বংশারম্ভাবধি, কিটান্ তাতারদিগের রাজ্য বিনাশ পর্য্যন্ত।

[খ্রীঃ পূঃ ২৫৫ খ্রীঃঅব্দ ১১১৭।]

চতুর্থবংশীয় সম্রাট্গণের মধ্যে চীহোয়াংটি অথবা চিং নায়ক চতুর্থ সম্রাট্ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি খ্রীঃ পূঃ ২৪৬ বর্ষে রাজ্যাভিষিক্ত হন। চীহোয়াংটি সাতিশয় প্রবল পরাক্রম ছিলেন; সমস্ত রাজ্য মধ্যে একাধিপত্য স্থাপন করণাশয়ে, তিনি ২১৩ খ্রীঃ পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় ভূপালগণকে সম্পূর্ণ পরাভব করিলেন,

এবং তাহাদিগকে স্বীয় অধীনস্থ করত রাজ্য ষট্‌ত্রিংশৎ প্রদেশে বিভক্ত করিলেন। তাতারদিগের দৌরাত্ম্য-নিবন্ধন উত্তর প্রদেশের মহা দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়া, তথায় তিনি অসংখ্য সৈন্য প্রেরণপূর্ব্বক তাহাদিগকে দূরীকৃত করিয়া দিলেন; এবং তাহাদিগের পুনরাগমন নিবারণার্থ, স্বীয় প্রধান সেনাপতি বিচক্ষণ [illegible]নের সহিত পরামর্শ করিয়া উত্তর সীমায় যে এক প্রকাণ্ড প্রাচীর নির্ম্মাণ করিলেন, তাহা একালপর্য্যন্ত দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন সীহোয়াংটির অন্যান্য কীর্ত্তিসকলও লক্ষিত হইয়া থাকে; তিনি হোয়াংহো নদীতীরে, যে ৪৪টী নগর নির্ম্মাণপূর্ব্বক স্থাপন করিয়া যান, তাহারা সাতিশয় সুন্দর।

অনন্তর সীহোয়াংটি স্বীয় দিগ্বিজয়ে মহা গর্ব্বিত হইয়া উঠিলেন, এবং তিনিই যে চীনরাজ্যের প্রথমাধীশ্বর ছিলেন, পরবংশাবলির এই বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্ত, তিনি চীনের সমস্ত প্রাচীন ইতিহাস-গ্রন্থসকল দগ্ধ করিতে, ও তাৎকালিক অসংখ্য বিদ্বান ব্যক্তির প্রাণবধ করিতে অনুমতি করিলেন। সেই কারণে চীনের প্রাচীনেতিহাস অতিশয় অনিশ্চিত হইয়াছে। তাঁহার

পুত্র এবং উত্তরাধিকারী আড়ুষি পিতার ন্যায় পরাক্রমশালী, ও রাজকার্য্যদক্ষ ছিলেন না। লীনূপাং নামক এক বলবান সেনাপতি তাঁহাকে পরাজয় করত সিংহাসনচ্যুত করিয়া ঐ চতুর্থ বংশ ধ্বংস করিল।

পঞ্চম বংশীয় সম্রাট্‌গণের মধ্যে ষষ্ঠ সম্রাট্ ভুটির রাজ[illegible]বিবরণই বর্ণন-যোগ্য। খ্রীঃ শকের ১৪[illegible] পূর্ব্বে ভুটি রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। তিনি সাতিশয় সমর পরায়ণ ছিলেন বটে, কিন্তু যে সকল অমাত্যবর্গ যুদ্ধ বিগ্রহে অনাস্থা প্রকাশ করিতেন, তিনি তাঁহাদের উপদেশসকল কখন অগ্রাহ্য করিতেন না। সীহোয়াংটির রাজত্ব কালীন যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ বিনষ্ট হয়, তিনি তাহাদের অবশিষ্টাংশ প্রাপ্ত হইয়া তাহা পুনর্মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন; এবং সকল বিদ্যালয়ে কংফূচীর ধর্ম্মনীতি শিক্ষার নিয়ম স্থাপন করেন।

ভুরি-বিক্রম ভুটি তদীয় সৈন্য সামন্তের প্রতাপে এতদূর পর্য্যন্ত জয় বিস্তার করিয়াছিলেন, যে, চৈনীয়রা ১২৬ খ্রীঃ পূর্ব্বে আসিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে গমন পূর্ব্বক, পারসীকদের সহিত পরিচিত হইয়াছিল।

তাঁহার রাজত্বে "টেওছি" নামে এক সম্প্রদায় চৈনীয় বাস করিত তাহারা তাহাদের অলোক-সামান্য বাক্‌চাতুরী ও কর্ম্মচাতুরী দ্বারা সর্ব্বদা লোক সাধারণকে ভ্রমকূপে নিক্ষেপ করিত। বর্ত্তমান কালেও চীনে অনেক টেওছি প্রাপ্ত হওয়া যায়; ফলতঃ পূর্ব্বে তাহাদের প্রাদুর্ভাব অধিক ছিল। তাহারা চৈনী[illegible] এই বলিয়া প্রবঞ্চনা করিত, যে, তাহারা [illegible]ার অমৃত-রস প্রস্তুত করিতে পারে, তাহা পান করিলে অমরত্ব লাভ হয়। চীনাধীশ্বর ভুটি টেওছিদের এই প্রবঞ্চনায় প্রতারিত হইয়া তাহাদের সহিত বিশেষ আনুগত্যারম্ভ করিলেন। তদীয় অমাত্যগণ তাঁহার এই অনিষ্টকর কুসংস্কার নিরাকরণার্থ অনেক চেষ্টা পাইয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। একদা ভুটি তাঁহার ভৃত্যকে সেই অমৃতরস আনয়নার্থ প্রেরণ করিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার এক জন অমাত্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করণাশয়ে রাজ-সকাশে আগমন করিলেন, ভৃত্যও সেই সময়ে সুবর্ণপাত্রে অমৃত-রস আনয়নপূর্ব্বক সম্রাট্ সমীপে রক্ষা করিল। অমাত্য পাত্র লইয়া তৎক্ষণাৎ তাহা পান করিলেন। ইহা দেখিয়া ভুটি ক্রোধে আরক্ত-

নয়ন হইয়া, অমাত্যের শিরশ্ছেদনে অনুমতি করিলেন। অমাত্য কহিলেন, "হে মনুজেশ্বর! অমৃত-রস যখন আমার উদরস্থ হইয়াছে তখন আমার আর মৃত্যু নাই, আপনার রাজাজ্ঞা ব্যর্থ হইল; কিন্তু তাহা পান করিয়াও যদি আমার অমরত্ব লাভ না হইল, তবে প্রার্থনা করি, অনুকম্পা প্রকাশপূর্ব্বক প্রতারক টেওছিদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চিরবাধিত করুন"। এইরূপ বাক্‌কৌশল দ্বারা অমাত্যের প্রাণ রক্ষা হইল; কিন্তু সম্রাট্ ঐ ভ্রান্তমত পরিত্যাগ করিলেন না।

ভূটি দুরন্ত তাতারদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া, চীন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাহারা দ্বিগুণতর প্রবল হইয়া উঠিল।

এই হান্ নামক পঞ্চম বংশীয় অষ্টাদশ সম্রাট্ চাংটির নিকট, ৮৮ খ্রীঃ অব্দে, পার্থিয়ানুরা কোন কার্য্যোপলক্ষে দূত প্রেরণ করিয়াছিল। প্রসিদ্ধ রোম্‌রাজ্যের ষষ্ঠ সম্রাট্ "মার্কাষ্ অরীলিয়ষ্" চীনের সহিত বাণিজ্য করণার্থ এই বংশীয় বড়্‌-বিংশ সম্রাট্ হৌণ্টীর নিকট, ১৬৬ খ্রীঃ অব্দে, কতিপয় রোমীয় সম্ভ্রান্ত পুরুষ প্রেরণ করেন; এবং

সেই অবধি রোমরাজ্যের সহিত চীনের বাণিজ্যারম্ভ হয়।

ষষ্ঠ, সপ্তম, ও অষ্টম বংশীয় সম্রাট্‌গণের রাজত্বকালান, সমস্ত রাজ্য যুদ্ধ বিগ্রহে বিপর্য্যস্ত ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল। সেই সময়ে চীন উত্তর-রাজ্য, ও দক্ষিণ-রাজ্য, এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়; তাতারেরাও তৎকালে সুযোগ পাইয়া উত্তর-রাজ্যে জয় বিস্তার পূর্ব্বক চৈনীয়দের সাতিশয় ভয়াবহ হইয়া উঠে। ফলতঃ এই কয়টী বংশই অত্যল্পকাল মধ্যে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে।

৪৮৯ খ্রীঃ অব্দে নবমবংশীয় দ্বিতীয় সম্রাট্ ভুটির রাজত্বে ফান্‌সিন্ নামক এক জন নাস্তিক দার্শনিক চীনে প্রকাশমান হন। এক্ষণে তদ্রচিত অনেক গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়; তিনি কহেন, যে, এই সকল সৃষ্টি অকারণে অকস্মাৎ ঘটিয়া উঠিয়াছে, এবং আত্মা দেহের সহিত ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বর্ত্তমানকালে অনেক চৈনীয় পণ্ডিত তাঁহার মত সকল প্রামাণ্য বলিয়া গ্রাহ্য করেন।

[illegible] বংশীয় সম্রাট্‌গণের রাজত্বে সর্ব্বদাই [illegible] উপস্থিত হইয়া চৈনীয়দিগকে ব্যতি-ব্যস্ত করিয়াছিল। পরে [illegible] একাদশবংশীয়

বিচক্ষণ সম্রাট্গণ সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন, তখন রাজ্যমধ্যে সুখশান্তির উদয় হইল। বস্তুতঃ ইঁহারা সাতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ, বিদ্যোৎসাহী, ও প্রজারঞ্জন ছিলেন। এই বংশোদ্ভূত দ্বিতীয় সম্রাট্ ভিটি এই রাজনিয়ম প্রতিষ্ঠিত করেন, যে, রজনীযোগে কোন ব্যক্তি রাজপথে নির্গত হইয়া অকারণে ভ্রমণ করিতে পারিবে না। তন্নিমিত্ত অসংখ্য প্রহরী নিযুক্ত হইল, এবং তাহারা প্রত্যহ এক ঘটিকা রাত্রি হইলে ভেরী বাজাইয়া লোক সাধারণকে সতর্ক করিতে আরম্ভ করিল। এই পদ্ধতি একাল পর্য্যন্ত প্রচলিত রহিয়াছে। এই বংশের শেষে পারস্যাধিপতি খস্রু, ৫৬৭ খ্রীঃ অব্দে, তুরকদিগের বিপক্ষে চৈনীয়দের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

দ্বাদশ বংশীয় সম্রাট্গণের মধ্যে ভেণ্টি সম্রাট্ই সমধিক বিচক্ষণ, ও প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার পুত্র কাঙ্টী চৈনীয় সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি করিয়া যান।

ত্রয়োদশ বংশোদ্ভূত দ্বিতীয় সম্রাট্ টৈছং চৈনীয় সম্রাট্কুলের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিকতর বিখ্যাত ও ধার্ম্মিক ছিলেন। বিদ্যোন্নতি বিষয়ে তাঁহার

এতাদৃশ উৎসাহ ছিল, যে, তিনি তদীয় রাজ-ভবনের অভ্যন্তরেই এক উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন; এবং তথায় অষ্ট সহস্র ছাত্র সর্ব্ব-শাস্ত্রে শিক্ষা প্রাপ্ত হইত। তিনি রাজনীতি-প্রয়োগ বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, এবং বিচার নিষ্পত্তি কালেও উত্তমরূপে ন্যায়পরতা প্রতি-পালন করিতেন। ইঁহারই রাজত্বে নেষ্টোরিয়ান্ খ্রীষ্টিয়ান্‌রা* প্রথম চীনে আগমন করিয়াছিল। সম্রাট্ তাহাদিগকে কেবল তাহাদের ধর্ম্ম প্রচার করিতে অনুমতি দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহাদের ধর্ম্মালয় নির্ম্মাণোপযোগী কিঞ্চিৎ ভূমিও প্রদান করিয়াছিলেন। টৈছঙ্গের রাজমহিষীও সমধিক কৃতবিদ্যা, ও অশেষ গুণালঙ্কৃতা ছিলেন। অন্তঃপুর মধ্যে স্ত্রীগণের কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তদ্বি-ষয়ক তিনি একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া-ছিলেন।

এই বংশীয় নবম সম্রাট্ সুহঙ্গের রাজত্বকালীন আরব জাতিরা পারসীকদিগকে পরাভব করিয়া

---

* ইহারা "নেষ্টোরিয়াসের শিষ্য; ইনি খ্রীঃ শকের চতুর্থ শতাব্দীতে সিরিয়া প্রদেশীয় আণ্টিওকিয়া নগরে জন্ম [illegible];

৭৫৮ খ্রীঃ অব্দে চীনে উপস্থিত হয়, এবং কাণ্টন্ আক্রমণপূর্ব্বক তাহা লুণ্ঠন করে। বোগ্দাধিপতি মহাবীর কালিফ্-হারূন্-আল্রশ্জিদ্, ৭৯৮ খ্রীঃ অব্দে, একাদশ সম্রাট্ টিছুঙ্গের নিকট বাণিজ্যের সন্ধি স্থাপনার্থ এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন।

চতুর্দ্দশ বংশারম্ভে লিয়টং প্রদেশীয় কিটান্ তাতারেরা চীনের উত্তর প্রদেশসকল জয় করিয়া তথায় ঘোরাধিপত্য স্থাপন করে। তাতারদিগের অত্যাচার নিবারণ জন্য উত্তরসীমায় অদ্ভুত প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়া কতিপয় বৎসর যে কি উপকার দর্শিয়াছিল, তাহা আমরা অবগত নহি। একণে ইহারা কোরিয়া ও কাস্গারান্তর্ব্বর্ত্তী সমস্ত দেশ জয় করিয়া, দিন দিন চৈনীয়দিগের মহা কষ্টজনক হইয়া উঠিতেছে। ৯১৬ খ্রীঃ অব্দে হুলিয়া নামক চতুর্দ্দশ বংশোদ্ভূত দ্বিতীয় সম্রাট্ নোটিক্যাণ্টির রাজত্বের চতুর্থবর্ষে কিটান্দের রাজ্যারম্ভ হয়। ৯৩৬ অব্দে পঞ্চদশ বংশীয় দ্বিতীয় সম্রাট্ মিংছুং প্রাণত্যাগ করিলে, তদীয় জামাতা সেকিংটাং তাঁহার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী মিংছুঙ্গের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিলে, এবং পঞ্চাশৎ সহস্র কিটান্ সৈন্য লইয়া তাঁহাকে পরাভবপূর্ব্বক সিংহাসনচ্যুত

করত তাঁহার প্রাণ বধ করিলেন। মিংছুঙ্গের পুত্র কিটি স্বীয় পিতৃহন্তার গতিরোধে সামর্থ্য হীন হইয়া, ঘিচু নগরে প্রস্থান করিলেন; এবং তথায় সপরিবারে ও সৈশ্বর্য্যে তদীয় রাজ-প্রাসাদে আবদ্ধ হইয়া, তাহাতে অগ্নি প্রদানপূর্ব্বক সকলে ভস্মীভূত হইলেন। তখন সেকিংটাং, কচু নাম ধারণ-পূর্ব্বক ষোড়শ বংশ স্থাপন, এবং সম্রাট্-পদাভিষিক্ত হইয়া রাজত্বারম্ভ করিলেন। কিন্তু কিটান্ সেনাপতি তাঁহার প্রভুত্ব অস্বীকার করাতে, তিনি তাতারদিগের হস্তে পিচিলী প্রদেশান্তঃপাতী ১৬টী নগর সমর্পণে, ও বার্ষিক স্বরূপ তিন লক্ষ রেশমী থান প্রদানে সম্মত হইয়া তাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন।

সম্রাটের এইরূপ অধীনতা স্বীকারে কিটান্-দিগের কেবল অর্থলিপ্সা ও দুরাকাঙ্ক্ষা উত্তেজিত হইল বই নয়। ৯৪৫ খ্রীঃ অব্দে তাহারা অকস্মাৎ সন্ধি ভঞ্জনপূর্ব্বক পুনঃ রাজ্যাক্রমণ করিল। তৎসাময়িক সম্রাট্ চিতাং অসংখ্য সাহসী সৈন্য লইয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তিনি তদীয় সেনাধ্যক্ষ লুচীঙ্গেনের বিশ্বাস-ঘাতকতায় যুদ্ধে পরাজিত ও শত্রু হস্তে নিপতিত

হইয়া কারাবদ্ধ হইলেন। পরে তিনি এক ক্ষুদ্র প্রদেশাধিকার গ্রহণে সম্মত হইয়া পুনঃ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন।

এদিকে ঐ দুরাত্মা কৃতঘ্ন ল্যচীভেন্ সমস্ত রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া সম্রাট্ পদাভিষিক্ত হইল, এবং স্বনাম পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক কছু নাম ধারণ করিয়া সপ্তদশ বংশ স্থাপন করিল। ইতোমধ্যে তাতারেরা অবাধে চীনের উদীচ্যভাগ লণ্ড ভণ্ড করিয়া, ক্রমে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু তথায় পরাক্রান্ত চৈনীয় চমূচয় দ্বারা আক্রান্ত ও পুর্ণাহত হইয়া, তাহারা জয়লব্ধ দ্রব্যসমূহ লইয়াই, স্বদেশে প্রস্থান করিল।

৯৪৮ অব্দে কছু কালকবলিত হইলে তদীয় পুত্র ইণ্টি সিংহাসনাধিরূঢ় হইলেন। রাজ-কঞ্চুকীগণ যুবরাজকে অল্প বয়স্ক, ও তাঁহার সৈন্য-গণকে তাতারদিগকে বহিষ্কৃত করণার্থ অতিদূরে নিযুক্ত দেখিয়া, বিদ্রোহোপস্থিত করিল। কোষি নামে এক সাহসী সেনাপতিই ঐ সকল সৈন্য লইয়া, তাতারদিগকে নানা যুদ্ধে পরাজিত, ও উত্তর প্রদেশে শান্তি স্থাপন করিতেছিলেন। ইত্যবসরে বিদ্রোহী কঞ্চুকীগণ ইণ্টিকে বধ করিলে,

রাজ্ঞী উঁহার কনিষ্ঠ সহোদরকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। এদিকে কোঘি জয়পতাকা প্রোড্ডীয়মানপূর্ব্বক রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া, তদীয় বিজয়ী সেনাকর্ত্তৃক সম্রাডাখ্যাত হইলেন; এবং টেছু নাম ধারণপূর্ব্বক অষ্টাদশ বংশ স্থাপন করিলেন। তখন রাজ্ঞী স্বীয় পুত্রাধিকার রক্ষণে সামর্থ্য হীনা হইয়া, অগত্যা তাঁহারই অধীনতা স্বীকার করিলেন।

অনন্তর নয় বৎসর অতিবাহিত হইলে, রাজ্যের সম্ভ্রান্ত কুলীনগণ ঐ অষ্টাদশ বংশীয় কংটি সম্রাট্‌কে অপ্রাপ্তবয়স্ক দেখিয়া, তাঁহার অভিভাবক চকাংগুকে সম্রাট্ পদাভিষিক্ত করিল; ইনি কছু নাম ধারণপূর্ব্বক ঊনবিংশ বংশ স্থাপন করিলেন। এই সম্রাটের রাজত্বে চীনরাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইল; কিন্তু কিটানরা রাজ্যাক্রমণে ক্ষান্ত হইল না। কছুর উত্তরাধিকারিগণ তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করেন বটে, কিন্তু ৯৭৮ খ্রীঃ অব্দে অসভ্যেরা এতাধিক বীর্য্যবান হইয়া উঠে যে, তাহারা এক বৃহন্নগর অবরোধ করিবার উপক্রম করে। কছুর উত্তরাধিকারী তৌছং নামক এক সুকৌশলসম্পন্ন রণপণ্ডিত সম্রাট্ ত্রিশত

সৈন্য একত্র করিয়া, প্রত্যেকের হস্তে এক একটী প্রজ্বলিত মসাল প্রদানপূর্ব্বক, তাঁহাদিগকে তাতার শিবির সমীপে প্রেরণ করিলেন। অসভ্য তাতারগণ সম্মুখে অসংখ্য আলোক সন্দর্শন করিয়া আপনাদিগকে সমস্ত চীন সৈন্যদ্বারা আক্রান্ত বোধ করত তৎক্ষণাৎ পলায়ন পরায়ণ হইল, এবং চীন সেনাপতি নিযুক্ত কতিপয় সৈনিক পুরুষ তাহাদের পলায়ন মার্গে গুপ্তভাবে থাকিয়া, তাহাদিগকে বধ করিল।

কিন্তু এই দমনদ্বারা কিটান্‌দিগের দৌরাত্ম্য দীর্ঘকালের নিমিত্ত নিবৃত্ত হইল না। ৯৯৯ খ্রীঃ অব্দে তাহারা পিচিলী প্রদেশীয় এক নগর অবরোধ করিল ; কিন্তু টৈছঙ্গের উত্তরাধিকারী চিংছং তদীয় অসংখ্য সৈন্যের সহিত অকস্মাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে তাহারা পলায়ন করিল। অনেকে সম্রাট্‌কে এই অবসরে তাতারদিগের হস্ত হইতে আক্রান্ত দেশসকল নির্ম্মুক্ত করিতে আদেশ করিয়াছিল ; কিন্তু তিনি তাহা অবহেলন পূর্ব্বক সম্পূর্ণ [illegible] না করিয়া, তাতারদিগকে প্রতিবৎসর ৩,৫০,০০০ মুদ্রা এবং ২,০০,০০০ রেশমী থান প্রদানে সম্মত হইয়া, তাহাদের সহিত

এক সন্ধি স্থাপন করিলেন। কিটান্‌রা তাঁহার উত্তরাধিকারী জিঙ্কুংকে অল্প বয়স্ক ও শান্ত-স্বভাব অবলোকন করত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সাহসী হইয়া উঠিল; এবং, জঙ্কিং তাঁহার পিতার ন্যায় এক লজ্জাকর সন্ধি স্থাপন না করিলে, ১০৩৫ খ্রীঃ অব্দে পুনঃ ঘোর যুদ্ধারম্ভ হইত।

সেই অবধি ১১১৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত কিটান্‌রা তাহাদের চৈনীক অধিকার সকল নির্ব্বিঘ্নে ভোগ দখল করে। পরে হেছুং নামক তাৎকালিক সম্রাট তাহাদের অত্যাচাররূপ মহদ্রোগ সহ্য করিতে, ও স্বয়ং তাহা নিবারণ করিতে সামর্থ্য হীন হইয়া, অবশেষে এপ্রকার এক ঔষধি সেবনে কৃতসংকল্প হইলেন, যে, পরিণামে তাহা ঐ পীড়াপেক্ষা অধিক ভয়ানক হইয়া উঠিল। তিনি কিটান্‌দিগের রাজ্য ধ্বংস করণার্থ ত্সুচি অর্থাৎ পূর্ব্বদেশীয় তাতারদিগকে আহ্বান করিয়া, তাহা-দের সম্পূর্ণ সাহায্য গ্রহণ করিলেন। কোরিয়াধিপ, ও তাঁহার স্বীয় অমাত্যগণ তাঁহাকে এই ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে অনেক নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহাদের সদুপদেশ কর্ণপাত না করিয়া, চীন সৈন্য সমূহকে ত্সুচিদের সৈন্যদলে সম্মিলিত

করিলেন। তখন কিটান্‌রা সর্ব্বত্র সম্পূর্ণরূপে পরাভূত ও সাতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া, একেবারে চীনরাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিল।

এই প্রকারে কিটান্‌রাজ্য বিনষ্ট হইল বটে, কিন্তু তাহাতে চৈনীয়দের কোন উপকার দর্শিল না: কারণ হ্যুচি সেনাপতি ঐ জয়লাভে প্রোৎসাহিত হইয়া, তাঁহার এই নবাধিকৃত রাজ্যকে কিন্‌ নামাখ্যাত করিলেন; এবং স্বয়ং সমস্ত রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া সম্রাট্‌ উপাধি ধারণ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কিন তাতারদিগের রাজ্যারম্ভাবধি তাহার ধ্বংস পর্য্যন্ত।

[খ্রীঃ অব্দ ১১১৭—১২৩৪।]

কিন্‌ সম্রাট্‌ রাজ্যারম্ভ পূর্ব্বক তাহার উন্নতিসাধন জন্য, চীন সম্রাটের সহিত পূর্ব্বে যে সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা বিশিষ্ট করিলেন; এবং

পিচিলী ও সেন্সী প্রদেশদ্বয় আক্রমণপূর্ব্বক তাহাদের অধিকাংশ অধিকার করিলেন। তখন চীন সম্রাট্ হেছং স্বরাজ্য হইতে বঞ্চিত হইবার ভয়ে তাতারদিগের সহিত পুনঃ সন্ধি স্থাপনের অভিলাষ করিলেন; কিন্তু তাতারেরা ঐ সন্ধির এরূপ অপমানজনক নিয়ম সকলের প্রস্তাব করিল, যে, তাহাতে চৈনীয় অমাত্যগণের ক্রোধ উপস্থিত হইল, এবং তাঁহারা তৎক্ষণাৎ চীন সম্রাট্‌কে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ করিলেন। সম্রাট সান্তিশ্মণ হীনবল ছিলেন, এতৎপ্রযুক্ত তাতারেরা তাঁহাকে পরাজয় করিয়া যাবজ্জীবন বন্দী করিয়া রাখিল। পরিশেষে তিনি ১১২৬ খ্রীঃ অব্দে প্রাণত্যাগ করিলে, তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র কিঙ্গুং রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন।

কিঙ্গুং সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া যে সকল লোক তাঁহার পিতাকে শত্রুহস্তে সমর্পিত করে, অগ্রে তাহাদিগকে সংহার পূর্ব্বক রাজ্যারম্ভ করিলেন। ইতোমধ্যে অসভ্য তাতারগণ অবাধে জয়বিস্তার করত, হোয়াংহো নদী পার হইয়া রাজধান্যাভিমুখে গমন করিল, এবং তাহা আক্রমণ পূর্ব্বক লুণ্ঠন করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা

সম্রাট্ ও তাঁহার মহিষীকে ধারণপূর্ব্বক বন্দী করিয়া লইয়া গেল। রাজ্ঞী মেং "সম্রাট্-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছি" এই বলিয়া, তাতার দিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। ফলতঃ এই উপায় দ্বারাই রাজ্য রক্ষা হইল; কারণ বুদ্ধিমতী রাজ্ঞী সুবিবেচনা করিয়া হোয়েছঙ্গের নবম পুত্র কছুংকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন।

কছুং কিয়াংনান্ প্রদেশান্তঃপাতী নান্‌কিন্ নগরে তদীয় রাজধানী স্থাপন করিলেন; কিন্তু অচিরকাল মধ্যেই তাঁহাকে সে স্থান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক চিকিয়াং প্রদেশীয় কাংচু নগরে রাজধানী স্থাপন করিতে হইল। তিনি কিন্‌দিগের হস্ত হইতে আক্রান্ত দেশসকল বিমুক্ত করিয়া, তাহা-দিগকে পুনরধিকার করিতে অনেক যত্ন করিয়া-ছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অনন্তর কিন্-তাতারাধিপতি ইলিছুং চৈনীয়দের শাস্ত্রাভ্যাস, তাহাদের বিদ্বান ব্যক্তিগণের সমাদর ও কংফূচীর চিরস্মরণীয় নামের সম্মান করিয়া, চৈনীয়দের প্রশংসাভাজন ও স্নেহাস্পদ হইতে সচেষ্ট হইলেন। কছুং একদা নানকিন্ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিলে, ইলিছুং ঐ নগরে

উপস্থিত হইয়া তাহা অধিকার করিলেন; কিন্তু দক্ষিণ রাজ্য হইতে বহু সৈন্যসামন্তের সহিত যোসি নামে এক প্রবল পরাক্রম চীন সেনাপতির আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, উলিছুং রাজভবনে অগ্নিপ্রদানপূর্ব্বক উত্তরদিকে প্রস্থান করিলেন। যোষি অতি দ্রুতবেগে আগমন করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ পূর্ব্বক তাঁহার সমূহ সৈন্য বিনিপাত করিলেন। সেই অবধি কিন্ তাতারেরা আর কিয়াং নদী উত্তীর্ণ হইতে সাহস করিত না।

অনন্তর কতিপয় বৎসর অতিবাহিত হইলে চীন সম্রাট্ কিন্‌দিগের অধীনতা স্বীকারপূর্ব্বক তাহাদের সহিত সাতিশয় অপমানজনক নিয়মে সন্ধি স্থাপন করিলেন। ফলতঃ এই অধীনতা স্বীকারে কোন ফল দর্শিল না, কারণ, ১১৬৩ খ্রীঃ অব্দে, তাতারেরা সন্ধিভঞ্জনপূর্ব্বক তাহাদের ভীষণ সৈন্যসমূহ লইয়া, দক্ষিণ-রাজ্য আক্রমণ করত, যাংচু নগর অধিকার করিল। পরে কিন্ রাজ কিয়াং নদীর সুপ্রশস্ত ও বেগবান সাগরসংগমের নিকট উপনীত হইয়া, তদীয় সৈন্যগণকে তাহা পার হইতে আদেশ করিলেন; এবং কোষমুক্ত তরবারি ধারণপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া, যে ব্যক্তি

পার হইতে অঙ্গীকার করিবে, তাহার মস্তকচ্ছেদন করিবেন, এই ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সেনাগণ ঈদৃশ নিতান্ত অসঙ্গত আজ্ঞায় ক্রোধোত্তেজিত হইয়া ঘোরতর বিদ্রোহোপস্থিত পূর্ব্বক সকলেই তদ্বিপক্ষে অভ্যুত্থিত হইল; এবং এই বিবাদারম্ভেই কিন্ রাজ বিনষ্ট হইলে, সমস্ত সৈন্য দিগ্‌দিগন্তরে প্রস্থান করিল।

সেই কালাবধি ১২১০ অব্দ পর্য্যন্ত চৈনীয় ইতিহাসে এমন কোন প্রসিদ্ধ ঘটনা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, যাহা বর্ণন-যোগ্য, ঐ বৎসরে মোগল্ অর্থাৎ পশ্চিম দেশীয় তাতারদিগের জগদ্বিখ্যাত মহীয়ান্ সেনাপতি মহাবীর জেঙ্গিস্ খাঁ চীনে আগমন পূর্ব্বক কিন্-সম্রাট্ যংছির সহিত তুমুল সংগ্রামারম্ভ করেন; এবং তৎকালে হায়া প্রদেশের অধীশ্বর, জেঙ্গিস্ খাঁর বিপক্ষে কোনরূপ সাহায্য না পাইয়া, পরিশেষে পশ্চিম প্রদেশসকল অবক্রমণ করিয়া তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যংছি তদীয় রাজ্য রক্ষার্থ অনেক যত্ন করিলেন; কিন্তু তিনি ১২১১ অব্দে সমস্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে জেঙ্গিস্‌খাঁর আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ভয়াভিভূত হইলেন, এবং সন্ধিস্থাপনার্থে অনেক

চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইল। পূর্ব্বে কন্‌ষ্টাণ্টিনোপ্লীয় সাম্রাজ্যের সহিত চীন রাজ্যের যে যোগাযোগ ছিল, এক্ষণে জেঙ্গিস্ খাঁ দ্বারা তাহা একেবারে উচ্ছিন্ন হইল।

১২১২ খ্রীঃ অব্দে দুর্দ্দান্ত মোগল সেনাপতিগণ বৃহৎ প্রাচীর অতিক্রম পূর্ব্বক, কিন্ রাজ্যের রাজধানী পিকিন্ পর্য্যন্ত আগমন করিয়া সমস্ত দেশ আক্রমণ করিল। সেই সময়ে যে সকল কিটান্ সেনানী জেঙ্গিস্ খাঁর সহিত যোগ দিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা লিয়টং প্রদেশ একেবারে লণ্ড ভণ্ড করিলেন; মোগলেরাও অসংখ্য সুদৃঢ় দুর্গ জয় করিয়া কিন্‌দিগের তিন লক্ষ সৈন্য পরাজিত করিল। অনন্তর তাহারা শরৎ কালে টেটংঙ্কু নগর অবরোধ করিলে, নগরশাসনকর্ত্তা হুজাকু পলায়ন করিলেন বটে, কিন্তু জেঙ্গিস্ খাঁকে ঐ নগর জয় করিতে অতিশয় ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। তিনি তাঁহার অসংখ্য সৈন্যের বিনাশাবলোকন করিয়া, ও স্বয়ং বাণাঘাতে ক্ষতাঙ্গ হইয়া উক্ত নগরের অবরোধ মুক্ত করত, তাতারে প্রস্থান করিলেন; এবং অনতিবিলম্বে কিন্ তাতারেরা অনেকানেক নগর পুনরধিকার করিল। তৎপর

বৎসরে রণদুর্ম্মদ জেঙ্গিস্ খাঁ চীনে পুনঃ প্রবেশ পূর্ব্বক, কিন্ তাতারেরা যে সকল নগর জয় করিয়াছিল, সে সকল নগর পুনঃ গ্রহণ করিলেন, এবং দুই তুমুল যুদ্ধে তাহাদের সমস্ত সৈন্য বিমর্দ্দন করিলেন; তন্মধ্যে একটী সংগ্রামে এত লোক বিনষ্ট হয়, যে, ছয় ক্রোশ পর্য্যন্ত সমরাঙ্গন শবদেহে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল।

সেই বৎসর যংছি তদীয় সেনাপতি হুজাকুম্বারা নিহত হইলে, তদ্বংশজাত সান্ তাঁহার পদাভিষিক্ত হইলেন। অতঃপর মোগলেরা চতুর্দ্দল সৈন্য লইয়া এককালে রাজ্যাক্রমণপূর্ব্বক সেন্সী, হোনান্ পিচিলী, ও শাণ্টং প্রভৃতি প্রদেশ সকল উচ্ছিন্ন ও সমভূমি করিল। জেঙ্গিস্ খাঁ ১২১৫ অব্দে পিকিনের সম্মুখে অবস্থান করিলেন; কিন্তু তাহা আক্রমণ না করিয়া সন্ধির প্রসঙ্গ করিলে, তাহা সংস্থাপিত হইল, এবং মোগুলেরা তাতারে প্রস্থান করিল। তখন কিন্ সম্রাট্ তদীয় পুত্রকে পিকিনে রাখিয়া হোনানের রাজধানী কেছুংফুর নিকটবর্ত্তী পীন্‌ল্যা নগরে রাজধানী স্থাপন করিলেন। ইহা শুনিয়া জেঙ্গিস্ খাঁ তৎক্ষণাৎ পিকিন্ অবরোধার্থ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ১২১৫ অব্দের পঞ্চম

মাস পর্য্যন্ত নগর রক্ষিত হইয়া অবশেষে তাঁহার অধীনস্থ হইল। সেই সময়ে মোগলেরা লিয়টং প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে জয় করে। অনন্তর দক্ষিণ দেশীয় চৈনীয়রা কিন্তু তাতারদিগকে করপ্রদানে অস্বীকার করিল।

১২১৬ খ্রীঃ অব্দে জেঙ্গিস্ খাঁ আসিয়ার পশ্চিমাঞ্চল জয় করিতে পুনর্গমন করিয়া, তথায় সাত বৎসর অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার সেনাপতি মহালি দাক্ষিণাত্য সম্রাট্ নিচ্ছংগের সহিত মিলিত হইয়া, কিন্ সম্রাটের বিপক্ষে তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্ তাতারগণ ১২২০ অব্দে অনেক কষ্টে সেন্সী ও শান্টং প্রদেশে দুই দল সৈন্য সমুত্থাপিত করিল। সেন্সী প্রদেশীয় সৈন্যগণ দাক্ষিণাত্য চৈনীয়দের ও হায়া ভূপতির সমস্ত উদ্যোগ ও জয়াশা একেবারে ভগ্ন ও উৎসন্ন করিল; কিন্তু শান্টং প্রদেশীয় প্রায় দুই লক্ষ সৈন্যই অমিতৌজা মহালি কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ পরাজিত ও নিহন্যমান হইল। ১২২১ অব্দে তিনি হোয়াংহো নদী উত্তীর্ণ হইয়া বহু নগর জয় করত, প্রাণত্যাগ করিলেন।

১২২৪ খ্রীঃ অব্দে কিন্ সম্রাটের পরলোকগমনা-

নন্তর তদীয় পুত্র ছিউ হায়া দেশের ভূপতির সহিত সন্ধি করত পিতৃসিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন। তৎপর বৎসরে জেঙ্গিস্ খাঁ আসিয়া ঐ হায়া রাজ্যের উচ্ছেদ করেন। ১২২৬ অব্দে জেঙ্গিস্ খাঁর পুত্র অক্কে হোনানে যাত্রা করিয়া কিন্ রাজ্যের রাজধানী কেছংফু নগর অবরোধ করিলেন; এবং সেন্সী প্রদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অনেক নগর জয় করত শত্রুপক্ষীয় প্রায় ত্রিংশৎ সহস্র সৈন্য নিহত করিলেন। অন্ততঃ যুদ্ধ-দুর্ম্মদ জেঙ্গিস্ খাঁ, তদীয় পুত্রগণকে চীনের দক্ষিণে গমন পূর্ব্বক কিন্ তাতারদিগকে জয় করিতে আদেশ করিয়া, ১২২৭ অব্দে, মানব লীলা সম্বরণ করিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর মোগলেরা অনেকানেক যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিল বটে, কিন্তু এখনও তাহারা সম্পূর্ণ রূপে রাজ্যাধিকার করিতে পারিতেছে না।

১২৩১ অব্দে তাহারা সেন্সী প্রদেশ আক্রমণ করিল, এবং তৎসাহায্যপ্রেরিত সৈন্যদিগকে পরাভব করিয়া সমস্তদেশ অধিকার করিল। টলি নামে এক মোগল সেনাপতি অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে দাক্ষিণাত্য প্রদেশ সকল ভেদপূর্ব্বক গমন করিয়া, হাংচুফু নগর অধিকার করিলেন।

চৈনীয়রা উহার রক্ষার্থ টলিকে অশেষ বিঘ্ন প্রদান করাতে, তিনি সাতিশয় বিরক্ত হইয়া, অগষ্ট মাসে হোয়াং ও যংচু নগরদ্বয়ের সমুদয় অধিবাসিকে বিনষ্ট করিলেন। অতঃপর তিনি তদীয় ত্রিংশৎ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য দ্বিখণ্ড করিয়া, তাহার এক দল পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরণ করিলেন। ইহারা ক্রমে২ দ্বিশত চত্বারিংশৎ নগর উৎসন্ন করিয়া প্রত্যাগমন করিল। অপর দল হাংচুফূ হইতে নয় বা দশ ক্রোশ পূর্ব্বে টটং নামে এক অতি সুদৃঢ় নগর আক্রমণ করিল।

ও দিকে অক্তে সান্সী প্রদেশান্তঃপাতী পুচু নগরে উপনীত হইয়া, তাহা অধিকার পূর্ব্বক হোয়াংহো নদী পার হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। টলি অনেক কষ্টে হোনান্ প্রবেশ পূর্ব্বক কিন্ রাজ্যাক্রমণের লক্ষণ সকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি ঈদৃশ এক পথ দিয়া ঐ দেশে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, যে, সে দিক দিয়া তাঁহার আসিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। নগরবাসী সকলেই তাঁহাকে অকস্মাৎ তথায় উপস্থিত দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন ও ভয়াভিভূত হওয়াতে, তাঁহার অবাধে জয়াবিজ্ঞের মহা

সুযোগ হইয়াছিল। পরিশেষে কিন্ সম্রাট্ হোটা, ইলাপু, ও অন্যান্য সেনাপতিগণকে স্ব স্ব অধীনস্থ সৈন্যদল সমভিব্যাহারে তদ্বিপক্ষে প্রেরণ করিলেন। টলি প্রথমে অসাধারণ সাহসিকতা প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দৈবপ্রতিকূলতাবশতঃ তাঁহাকে সমরাঙ্গন পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে হইয়াছিল। হোটা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া দেখিলেন যে, মোগল সৈন্যে ত্রিংশৎ সহস্র লোকের অধিক ছিল না; আর তাহাদিগকে দুই তিন দিবস অনাহারে কালযাপন করিতে হইয়াছিল। ইলাপু এই স্থির করিলেন যে, মোগলদিগকে আক্রমণ করণজন্য ব্যস্তসমস্ত হইবার আবশ্যকতা নাই, যেহেতু তাহারা হোয়ংহো ও হান্ নদীদ্বয় দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আবদ্ধ রহিয়াছে, শীঘ্র পলায়ন করিতে পারিবে না। ফলতঃ এইরূপ বিলম্বে চৈনীয়দের মহা অনিষ্ট ঘটিল, কারণ ধীমান টলি কোন সুকৌশল দ্বারা শত্রুপক্ষের সমস্ত দ্রব্যাদি আক্রমণ পূর্ব্বক অধিকার করিলে, চৈনীয়দিগকে চাংচু নগরে প্রস্থান করিতে হইয়াছিল। তাহারা ঐ সমাচার গুপ্ত রাখিয়া, পরস্পর কল্পনাপূর্ব্বক

সম্রাট্‌সমীপে এই সংবাদ প্রেরণ করিল, যে, তাহারা যুদ্ধে জয়ী হইয়াছে। এই অলীক সুসমাচার প্রাপ্ত হইয়া সকলেই মহা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং যাহারা রাজধানী রক্ষার্থ গমন করিয়াছিল, তাহারাও স্ব স্ব আবাসে প্রতিগমন করিল।

কিয়দ্দিনানন্তর অক্তে সমূহ-মোগল সৈন্য সুসজ্জিত করিয়া সমরাঙ্গনে প্রেরণ করিলেন, এবং তাহারা চৈনীয়দিগকে পরাজয় করিয়া অসংখ্য লোক বন্দী করিয়া লইয়া গেল। অক্তে ১২৩২ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে হোয়াংহো নদী উত্তীর্ণ হইয়া কিন্ রাজ্যের রাজধানী কেছংফু নগরের অবিদূরে সুচারু শিবিরসমূহ স্থাপন পূর্ব্বক তথায় অবস্থান করিলেন, এবং তদীয় সেনাপতি সাপু-টেকে ঐ রাজধানী অবরোধার্থ প্রেরণ করিলেন। তৎকালে ঐ নগর পঞ্চদশ ক্রোশ পরিমিত পরিধি বিশিষ্ট ছিল; কিন্তু তন্মধ্যে যে চত্বারিংশৎ সহস্র সৈন্য ছিল, তদ্দ্বারা নগর রক্ষা করা দুষ্কর বোধ করিয়া সম্রাট্ এক অতীব দুঃখজনক ঘোষণা বিস্তার পূর্ব্বক, চৈনীয়দিগকে ঈদৃশ উত্তেজিত করিলেন যে তাহারা নগরকে তাহার শেষ দশা পর্য্যন্ত

রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হইল। এদিকে অক্তেটলির ফোনান্ প্রবেশের সংবাদ শ্রবণ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, ও তাঁহাকে সাপুটের সাহায্য দানে আদেশ করিলেন।

অনন্তর কিন্ সম্রাটের সেনাপতিগণ ঐ নগর রক্ষার্থে সার্দ্ধ লক্ষ সৈন্য লইয়া গমন করিল; কিন্তু টলি তাহাদের গমন-মার্গ বৃক্ষদ্বারা অবরোধ করাতে, সৈন্যদল দ্বিখণ্ড হইল; তখন তিনি তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া অসংখ্য লোক বিনাশ করিলেন, এবং একটী সেনাপতির প্রাণ হত্যা, ও আর একটীকে কারাবদ্ধ করিলেন। তখন সম্রাট্ টংকুয়ান্ ও অপরাপর সবল দুর্গান্তর্বর্ত্তী সৈন্যদলকে কেছংফূর সাহায্যার্থে প্রেরণ করিলেন। প্রায় এক লক্ষ দশ সহস্র পদাতিক, ও পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য একত্র হইয়া চলিল; এবং অসংখ্য লোক বৈরিভয়ে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অধিকাংশ যোদ্ধাই সৈন্যদল পরিত্যাগ করাতে, অবশিষ্টাংশ দুরভ্রমণে সাতিশয় ক্লান্ত, এবং বিপক্ষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও প্রধাবিত হইয়া সকলেই নিহন্যমান হইল। অতঃপর [illegible] টংকু-

য়ান্ ও অন্যান্য বৃহৎ বৃহৎ নগর সকল অধিকার করিল; ফলতঃ কিটেকু ও লয়াং নগরদ্বয়ের শাসন কর্ত্তাগণের অসামান্য সাহসিকতা ও পরাক্রম দর্শনে তাহাদিগকে উক্ত নগরদ্বয়ের অবরোধ মুক্ত করিতে হইয়াছিল। লয়াঙ্গের শাসন কর্ত্তা কিয়াংসিনের অধীনে প্রায় তিন চারি সহস্র সৈন্য ছিল; এবং শত্রু পক্ষীয়েরাও ত্রিংশৎ সহস্র সৈন্যের অধিকারী ছিল। কিয়াংসিন্ তদীয় নিকৃষ্ট সৈন্যগণকে নগরের প্রাচীরের উপরিভাগে অবস্থিত করিলেন; এবং স্বয়ং চারিশত বলবান ও সাহসী যোদ্ধা সমভিব্যাহারে সুসজ্জীভূত হইয়া এক মহা বিপদজনক আক্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। বৈরনির্য্যাতনের নিমিত্ত তিনি যে সকল বৃহদ্বৃহৎ প্রস্তর প্রক্ষেপণের যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সে সকল অতি আশ্চর্য্য; তিনি স্বয়ং ঈদৃশ সুন্দর রূপে লক্ষ্য করিতে পারিতেন, যে; সার্দ্ধশতহস্ত দূরস্থিত ব্যক্তিকেও আঘাত লাগিত। তিনি বিপক্ষ নিক্ষিপ্ত শরজাল খণ্ড২ করিয়া ছেদন করত, স্বীয় বাণ সমূহে সুদৃঢ় ধাতুনির্ম্মিত তীক্ষ্ণ ফলা সকল সংযোগ পূর্ব্বক, তাহা এতাধিক বেগে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, যে, তাহারা বন্দুকের গুলির

ন্যায় সতেজে গমন করিয়া বহু সৈন্য বিনষ্ট করিল। এই রূপ নানা প্রকার উপায় দ্বারা তিনি মোগলদিগকে তিন মাস পর্য্যন্ত অশেষবিধ ক্লেশ ও দুর্গতি প্রদান করিয়াছিলেন; এবং যদিও তাহারা সংখ্যাতীত সৈন্যের অধিকারী ছিল, তথাপি দুঃসহ অপমান তাহাদিগকে সমরাঙ্গন পরিত্যাগ করাইল।

অক্কে নিরুপায় হইয়া তাতারে পলায়ন করি-লেন; কিন্তু সাপুটে সাতিশয় বলপ্রকাশপূর্ব্বক রাজধানী অবরোধ করিয়া রাখিলেন। এই সময়ে মোগলেরা নগরের প্রাচীরসকল নিপাতিত করণা-শয়ে কামানের ব্যবহার করিয়াছিল, কিন্তু প্রাচী-রের দৃঢ়তা প্রযুক্ত কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ক্রমাগত ষোল দিন পর্য্যন্ত তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল; এবং ইহাতে উভয় পক্ষেরই অসংখ্য সৈন্য নিহত হয়। সাপুটে বিরক্ত হইয়া নগরাবরোধে পরি-ত্যক্ত হইলেন। পরিশেষে কেছংকু নগরে মহা মারীভয় উপস্থিত হইবাতে অগণ্য যোদ্ধা ও নাগরিকের প্রাণ বিনষ্ট হইল।

এক্ষণে কিন্ রাজ্য ধ্বংস প্রায় হইয়া উঠিল। গানিয়ং নামে এক তরুণ বয়স্ক মোগল সেনাপতি

কিয়াংনান্ প্রদেশান্তঃপাতী কতিপয় নগর অধিকার করণানন্তর কিন্-সম্রাটের সহিত, মিত্রতা করিলেন। সাপুটে অক্তে কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া হোনানে যুদ্ধারম্ভ করিলে, সুঙ্গু সম্রাট্ রাজধানী রক্ষার্থ যে সকল সেনাপতি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই মোগল সৈন্য দ্বারা বিনষ্ট হইল। অতঃপর সাপুটে রাজধানী আক্রমণ করিয়া, বিশ্বাসঘাতকতা সহকারে তাহা অধিকার করিলেন; এবং কিন্ রাজবংশের উচ্ছেদ করত, অক্তের অনুমতিক্রমে চতুর্দ্দশ লক্ষ নাগরিকের প্রাণ রক্ষা করিলেন। এই দুরবস্থার পর দুর্ভগা সম্রাট্ চারিশত সৈন্য সমভিব্যাহারে দক্ষিণ-হোনান্ অন্তঃপাতী জানিংফু নগরে প্রস্থান করিলেন। মোগলেরাও তথায় উপস্থিত হইয়া নগর রুদ্ধ করিল। নগরে অত্যল্প মাত্র পুরুষ থাকাতে, স্ত্রীলোকদিগকে প্রয়োজনীয় কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল। পরিশেষে নগর মধ্যে মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল, এবং নাগরিকদিগকে মনুষ্য মাংস ভক্ষণ করত জীবন ধারণ করিতে হইয়াছিল।

১২৩৪ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে মোগলেরা এক ভয়ানক যুদ্ধারম্ভ করে। এই সংগ্রামে তাহারা

পরাভূত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহাতে কিন-তাতারদিগের সমুদায় উত্তমোত্তম সেনারা সর্ব্বশ নিহত হইয়াছিল।

সম্রাট তদীয় বংশজাত চেংলিন্ নামে এক ব্যক্তিকে রাজ্য সমর্পণ করিলেন। পর দিবস প্রাতঃকালে অভিষেকের সময় মোগলেরা বলপূর্ব্বক নগর তোরণ উদ্ঘাটন করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ছসিহু নামে এক সাহসী সেনাপতি সহস্র সৈন্য লইয়া অসাধারণ বীর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঘুস্কু সম্রাট্ রাজ্য রক্ষা করা দুষ্কর বোধ করিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। ছসিহু ইহা শ্রবণ মাত্র পঞ্চশত সৈন্য সমভিব্যাহারে জু-নদীতে অবগাহনপূর্ব্বক নিমগ্ন হইয়া লীলাসম্বরণ করিলেন। সেই দিবস নবাভিষিক্ত চেংলিন্ সম্রাট্ও সংগ্রামে বিনষ্ট হন; এইরূপে চীনে কিন্-তাতারদিগের রাজত্ব একেবারে উৎসন্ন হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মোগলদের রাজ্যারম্ভাবধি তাহার ধ্বংস পর্য্যন্ত।

[খ্রীঃ অব্দ ১২৩৪—১৩৬৮।]

এক্ষণে চীন রাজ্য মোগল তাতার, ও দাক্ষিণাত্য চৈনীয়দের মধ্যে বিভক্ত হইবার উপক্রম হইতেছে। কিন্তু চৈনীয়রা এক বিষয়ে তাহাদের মতের বিরুদ্ধাচরণ করাতে, তাহারা চৈনীয়দের সহিত পুনঃ সংগ্রামারম্ভ করে। মোগল রাজ অক্তে ১২৩৫ খ্রীঃ অব্দে তদীয় দ্বিতীয় পুত্র কুমার কটোতানকে ও তৎ সেনাপতি চাহেকে সেচুয়েন্ প্রদেশে চৈনীয়দিগকে আক্রমণ করিতে আদেশ করিলেন। ১২৩৬ অব্দে মোগলেরা হোকুয়াং প্রদেশান্তঃপাতী বহু নগর জয় করত অসংখ্য লোকের প্রাণ বধ করিল। কুমার কটোতান্ সেন্সী প্রদেশে প্রবেশ পূর্ব্বক চৈনীয়দের সহিত এক তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন; এই সংগ্রামে উভয় পক্ষীয় এত সৈন্য হত হয়, যে,

তাহাদের শরীর-নিঃসৃত শোণিতস্রোত তিন ক্রোশ পর্য্যন্ত প্রবহমান হইয়াছিল। মোগলেরা এই যুদ্ধ জয় করত সেচুয়েন্ প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া, তথায় ঈদৃশ অত্যাচারারম্ভ করিল, যে, তাহা একান্ত অসহ্য হওয়াতে একটী নগরে চত্বারিংশৎ সহস্র লোক স্বেচ্ছাক্রমে প্রাণত্যাগ করিল। ১২৩৭ অব্দে মোগলেরা পরাজিত হইয়া যথেষ্ট আঘাত ও দণ্ড প্রাপ্ত হয়। ১২৩৮ অব্দে তাহারা কিয়াং-নান্ প্রদেশের লুচু নগর আক্রমণ করিলে, চীন সেনাপতি ঈদৃশ শৌর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক অগ্নি ও শিলাবৃষ্টিদ্বারা তাহাদিগকে আহত করিলেন, যে, সমস্ত মোগল সৈন্য প্রভঞ্জন-প্রতাড়িত অম্বুদের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া প্রস্থান করিল।

১২৩৯ খ্রীঃ অব্দে মেংকং নামে এক অদ্বিতীয় যুদ্ধবিশারদ চৈনীয় সেনাপতি প্রভূত বল বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক অসভ্য মোগলদিগকে পরাভব করিয়া ভূরি ভূরি যশোলাভ করেন। তাঁহার প্রতাপভয়ে তাহারা রাজ্যমধ্যে কোন উপদ্রব করিতে পারে নাই। কিন্তু ১২৪৬ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে সমরানল পুনরুদ্দীপ্ত হইল। ১২৫৫ অব্দে তাহারা সেচুয়েন্ প্রদেশে পুনঃ

প্রবেশ করে ; কিন্তু চৈনীয়রা তৎপ্রদেশাভ্যন্তরে উত্তমোত্তম সৈন্য ও সেনাপতি সকল সুসজ্জিত রাখিয়াছিল, তাহারা মোগলদিগকে দূরীভূত করিল। ১২৫৯ খ্রীঃ অব্দে মোগলেরা পিকিনের পশ্চিমে হোচু নামে এক সুদৃঢ় নগর ক্রমাগত ছয় মাস অবরোধ করিয়া রাখে ; তৎকালে তাহাদের অসংখ্য লোক বিনষ্ট হয়। প্রত্যুত তাহারা অনেক ক্লেশ করিয়াও তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। পরিশেষে মোগল সম্রাট্ মেংকো বহির্গত হইয়া চীন সেনাপতি ভূরিবিক্রম ভাংকিয়েনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর ঘোরতর সংগ্রামের পর মোগল সম্রাট্ বহুতর সৈন্যের সহিত রণশয্যায় শয়ন করিলেন। মোগলেরা ঈদৃশ দুরবস্থা গ্রস্ত হইয়া সেন্সী প্রদেশাভিমুখে পলায়ন করিল।

মেংকোর মৃত্যুর পর হুপিলে বা কুব্লে খাঁ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া, দক্ষিণ চীন রাজ্যের রাজধানীর অনতিদূরে ভুচাংফু নগর অবরোধ করিলেন। ইহাতে চীন সম্রাট্ ভয়াভিভূত হইয়া অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ করিলেন, এবং কেহিট নামক সেনাপতিকে তাহাদের অগ্রণী করিয়া নগর রক্ষার্থ প্রেরণ

করিলেন। কিন্তু চীন সেনাপতি সাতিশয় ভীরু, ও যুদ্ধকৌশলানভিজ্ঞ ছিলেন, এতন্নিবন্ধন নগর রক্ষণে সামর্থ্যহীন হইয়া চীন সম্রাটের অজ্ঞাতসারে মোগলদিগের সহিত এক অপমানজনক সন্ধিস্থাপন করিলেন।

অতঃপর মোগলেরা যৎকালে বিবাদ বিসম্বাদ হইতে নিরস্ত হইয়া কুশলে কালযাপন করিতেছে, এমন সময়ে কেছিট অকস্মাৎ তাহাদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক তাহাদের বহু সৈন্য বিনষ্ট করিলেন। পরে তিনি সম্রাটের নিকট সন্ধির বিষয় গোপন রাখিয়া, ঐ যে কতিপয় মোগল সৈন্য বিনষ্ট করিয়াছেন তৎ সংবাদ প্রেরণ করিলেন। তখন চৈনীয়দের এইরূপ বিশ্বাস জন্মিল যে, মোগলেরা সম্পূর্ণ পরাভূত হইয়াছে। এক্ষণে চীন রাজ্য যে স্বরায় অধঃপতিত হইবে তাহার সূত্রপাত হইল। কেছিট যেনিয়মে সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা প্রতিপালনার্থ মোগলরাজ ১২৬০ খ্রীঃ অব্দে চৈনীয়দের নিকট এক দূত প্রেরণ করেন; কেছিট ঐ দূতকে নান্‌কিনের নিকট এক স্থানে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন; এবং তিনি এই ব্যাপার চীন সম্রাট্ লিছং ও

মোগলরাজ হুপিলের নিকট গুপ্ত থাকে তজ্জন্য সাতিশয় সতর্ক রহিলেন।

ঈদৃশ আচরণে সমরানল প্রজ্বলিত না হওয়াই অসম্ভব। ১২৭১ খৃীঃ অব্দে মোগলেরা সিচু প্রদেশান্তঃপাতী সিয়ান্‌য়্যাং ও ফাঙ্কিং নগরদ্বয় আক্রমণ করিল, কিন্তু তাহাদের প্রাচীর সমূহের দৃঢ়তা প্রযুক্ত তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না। হুপিলে পশ্চিমাঞ্চল হইতে কতিপয় সুনিপুণ শিল্পকার আনয়নপূর্ব্বক তাহাদিগকে বৃহদ্‌বৃহৎ প্রস্তর নিক্ষেপের যন্ত্রসকল নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিলেন। তাহারা অচির কাল মধ্যেই সমূহ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া ফাঙ্কিং নগরের নিকট সন্নিবেশিত করিল। পরে মোগলেরা সেই যন্ত্র-দ্বারা বৃহদ্‌বৃহৎ প্রস্তর নিক্ষেপপূর্ব্বক নগরের প্রাচীর সকল নিপাতিত করিয়া, ১২৭৩ অব্দে নগর অধিকার করিল। ফলতঃ এই সময়ে এক চীন সেনাপতি এক শত সৈন্য লইয়া ঈদৃশ সাহস পূর্ব্বক তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, যে, তিনি অত্যল্পকাল মধ্যেই তাহাদের বহুল সৈন্য নিহত করেন; তৎ-কালে উভয় পক্ষীয় সেনাগণ এতাধিক পিপাসার্ত্ত হইয়া পড়ে, যে, জলাভাব প্রযুক্ত তাহাদিগকে

মানব শোণিত পান করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতে হইয়াছিল। অতঃপর চৈনীয়রা বাটীসমূহে অগ্নিপ্রদানপূর্ব্বক তাহা দগ্ধ করিয়া পরিশেষে সকলেই স্ব স্ব হস্তে নিহন্যমান হইল। এই প্রকারে ক্যাঙ্কিং নগর মোগলদের অধীনস্থ হয়।

১২৭৪ খ্রীঃ অব্দে পিয়েন্ নামে এক বীর্য্যবান যোদ্ধা মোগল সৈন্যের অগ্রণীর পদে অধিরূঢ় হইয়া, কিয়াং নদী উত্তীর্ণ হওত ভুচাংফু নগর আক্রমণ ও অধিকার করিলেন। পরে তিনি তদীয় সৈন্যগণের অত্যাচার দমনপূর্ব্বক, চৈনীয়দের ঈদৃশ আদরণীয় হইলেন, যে, তাঁহার আজ্ঞামাত্রেই বহুল নগর তাঁহার অধীনস্থ হইল। ইতোমধ্যে সেই বিশ্বাসঘাতক কেছিউ পিয়েনের বিপক্ষে প্রেরিত হইয়া তৎকর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয়। পিয়েন্ নান্‌কিন্ অধিকার করিয়া দক্ষিণ চীন রাজ্যের রাজধানী হাংচুফু নগরাভিমুখে গমন করিলেন। চৈনীয়রা সন্ধি স্থাপনের প্রসঙ্গ করিল, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন রাজ্ঞী উপায়ান্তর না দেখিয়া তদীয় শিশুপুত্রের সহিত স্বয়ং পিয়েনের হস্তে সমর্পিতা হইলেন; পিয়েন্ তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে কুব্লিলের নিকট প্রেরণ করিলেন।

রাজ্ঞী এইরূপ অধীনতা স্বীকার করিয়াও সমরানল নির্ব্বাণ করিতে পারিলেন না। কতিপয় বীর পুরুষ একত্র হইয়া তাঁহাকে শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন: এবং তাঁহারা টোঙ্গুং নামক রাজ্ঞীর নয়বর্ষ বয়স্ক এক পুত্রকে সিংহাসনোপবিষ্ট করিলেন। টোঙ্গুং অধিককাল রাজত্ব করিতে পাইলেন না, কারণ কুপিলে তাঁহার বিপক্ষে সৈন্য প্রেরণ করিলে, তিনি কুয়াণ্টং প্রদেশের সমুদ্রতীরবর্ত্তী এক দ্বীপে পলায়ন করিয়া, ১২৭৮ খ্রীঃ অব্দে তথায় একাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর মান্দারিন্‌গণ তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা টেপিংকে অষ্টম বৎসর বয়ঃক্রম কালে রাজ্যাভিষিক্ত করিল। টেপিং ত্রিলক্ষ সৈন্য, ও বহু সমর পোতের অধিকারী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি মোগলদের যুদ্ধে পরাজিত ও আহত হইলেন; এবং তিনি তাহাদের হস্তে নিপতিত হন, এমন সময়ে এক জন বীরপুরুষ তাঁহাকে ধারণ করিয়া সমুদ্রে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক নিমগ্ন হইলেন; এবং তৎপশ্চাৎ কতিপয় মান্দারিন্, সমূহ সম্ভ্রান্ত লোকের স্ত্রী ও কন্যা, এবং অপরাপর অনেক লোক

সর্ব্বসমেত প্রায় এক লক্ষ প্রাণী সমুদ্রে অবগাহন করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। এই প্রকারে ১২৮০ খ্রীঃ অব্দে চৈনীয় রাজবংশ নিঃশেষিত হইলে ইয়েন্ নামক মোগল-রাজবংশ আরম্ভ হইল।

মোগলেরা সাতিশয় অসভ্য ও নিষ্ঠুর স্বভাব ছিল বটে, কিন্তু মোগল-রাজ হুপিলে এ প্রকার সুশৃঙ্খলে রাজত্ব করিতে লাগিলেন, যে, চৈনীয়রা আপনাদের সম্রাটে বঞ্চিত হইয়াও সাতিশয় সন্তুষ্ট রহিল। তিনি চৈনীয়দের প্রাচীন রীতি নীতি ও ব্যবস্থা প্রণালীর প্রচার করিয়া এবং তাহাদের বিদ্বান ব্যক্তিবর্গের সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া সাতিশয় সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। হুপিলে তাঁহার অসভ্য মূর্খ মোগল-প্রজাদিগকে চৈনীয়দের সহিত তুলনা করিয়া মহা লজ্জিত হইতেন। সাতিশয় নৈপুণ্যসহকারে অস্ত্র শস্ত্র সঞ্চালনে ও অশ্বসমূহ শাসনেই মোগলদের সমুদয় বিদ্যা বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা ছিল; তাহারা বর্ণ-মালা শিল্প-বিদ্যা, দর্শন-শাস্ত্র, বিজ্ঞান-শাস্ত্র প্রভৃতি কিছুই জানিত না। হুপিলে ঐ সকলের উন্নতি কল্পে সাতিশয় উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি চৈনীয় সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া, যে

হোয়াংহো নদীর উৎপত্তি স্থান পূর্ব্বে চৈনীয়দের অজ্ঞাত ছিল, তাহা অন্বেষণার্থ তৎকাল বিদিত কতিপয় গণিতশাস্ত্রাধ্যাপককে প্রেরণ করিলেন। চারিমাসের পর তাঁহারা উক্ত নদী যে স্থানে উৎপন্ন হইয়াছে, তথায় উপস্থিত হইয়া তাহার এক মানচিত্র প্রস্তুত করত সম্রাট্‌কে তাহা প্রদান করিলেন। সেই বৎসর ছুপিলের আদেশানুসারে জ্যোতিঃ-শাস্ত্রের এক গ্রন্থ রচিত হয়। ১২৮২ খ্রীঃ অব্দে তিনি রাজ্যের সমস্ত বিদ্বান ব্যক্তিগণকে চৈনীয় সাহিত্যের অবস্থা পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক তাহার উন্নতি সাধনার্থ দেশে দেশে প্রেরণ করিলেন।

তিনি চীন রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া প্রথমে সেন্সী প্রদেশের রাজধানী টেয়েন্‌ফু নগরে অধিবাস করিয়াছিলেন; কিন্তু পরে তিনি সুবিবেচনা করিয়াই পিকিনে তদীয় রাজধানী স্থাপন করেন। পরন্তু তথায় তিনি গমন করিয়া শ্রবণ করিলেন, যে, যে সকল নৌকাদ্বারা দক্ষিণ প্রদেশের রাজস্ব আনীত, ও বাণিজ্যকার্য্যাদি নির্ব্বাহ হইত, এক্ষণে তাহারা সমুদ্র পথ দিয়া গমনাগমন করাতে সর্ব্বদা মহা মহা বিপদে নিপতিত ও অর্ণবগর্ভে নিবিষ্ট হইতেছে। তখন তিনি একটা এক অতি বৃহৎ

ও সুদূরবাহী পরিখা খনন করিয়া দেন, যাহা একাল পর্য্যন্ত পর্য্যটকদিগের বিস্ময়োৎপাদন করে। কুপিলে তদীয় রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে জাপান্ দ্বীপপুঞ্জ, টংকিন্, ও কোচীন রাজ্য জয় করিতে এক লক্ষ সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাদের প্রায় সকলেই পোত ভঙ্গ ঘটিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অনন্তর তিনি পঞ্চদশ বৎসর রাজত্ব করিয়া, অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে কাল কবলিত হইলে তাঁহার পৌত্র রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন।

এই ইয়েন্ বংশোদ্ভূত সম্রাট্গণ ১৩৬৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত চীনে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন; সান্টি নামক উক্ত বংশীয় সর্ব্বশেষ সম্রাট্ চু নামক এক চৈনীয় বীরপুরুষদ্বারা রাজ্যচ্যুত হইলে, ঐ বংশ ধ্বংস হয়। ইহার পূর্ব্বাবধি মোগল তাতারেরা ঐশ্বর্য্যসুখ সম্ভোগে কালাতিপাত করাতে সাতিশয় হীনবীর্য্য হইয়াছিল; এবং চৈনীয়রা তাহাদের অধীনতা স্বীকারপূর্ব্বক অশেষ ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াও ক্রমে ক্রমে প্রভূত বলশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

উক্ত চু অতি সামান্য বংশোদ্ভূত ছিলেন। তিনি ১৩৫৫ অব্দে কোন কৌশলে কতিপয় সৈন্য সমুত্থাপিত করিয়া, ক্রমশঃ টেলিং, নান্‌কিন্, টুচু,

ও উচু প্রভৃতি কতকগুলি নগর জয় করিলেন। এই সময়ে তাঁহাকে চেন্‌যুলিয়াং নামে এক ব্যক্তির সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে হয়। চেন্‌যুলিয়াং এক অদ্বিতীয় সাহসী মোগল ছিলেন; কিন্তু চুও কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না, তিনিও এক লক্ষ সৈন্যের অধিপতি ছিলেন। মোগল সেনাপতি কতিপয় সমরপোত সুসজ্জিত করিয়া চুর রণতরি সকল আক্রমণ করিলে, তিনি মোগলদিগের পোতসকল ছিন্ন ভিন্ন করত সমুদয় দগ্ধ করিলেন। অতঃপর চু মোগলদিগকে অশেষ যুদ্ধে জয় করিয়া, পরিশেষে চেন্‌যুলিয়াংকে বধ, ও তাঁহার পুত্রকে কারাবদ্ধ করিলেন। তখন মোগলেরা তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল।

১৩৬৪ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে চুর সেনাপতিগণ তাঁহাকে সম্রাট্‌-পদ গ্রহণে আদেশ করিলে, তিনি তাহাতে সম্মত না হইয়া প্রথমতঃ উ-দেশের রাজপদ গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তিনি ফেব্রুয়ারি মাসে হুপি প্রদেশের রাজধানী ভুচাংফু নগর অধিকার করেন; তথায় তিনি অতিশয় বদান্যতা প্রকাশপূর্ব্বক দীন হীনের দুঃখ মোচন, বিদ্যার্থীর উৎসাহ প্রদান, এবং শত্রু

পক্ষীয় লোকদিগকে বিশেষরূপে দমন করিলেন। এইরূপ বিচক্ষণতা ও সদাচারিতা দ্বারা তিনি অসংখ্য দেশ জয় করেন; এবং চৈনীয়েরা তাঁহাকে ঈদৃশ সমূহ সদ্গুণ সম্পন্ন দর্শনে তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়া, তাঁহার ও তাঁহার রাজত্বের যথেষ্ট সম্মান ও গুণকীর্ত্তন করিয়াছিল।

এত কাল সাণ্টি চুর বিপক্ষে কোনরূপ উদ্যোগ করেন নাই, কেবল রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে সকল বিদ্রোহী তদ্বিপক্ষে অভ্যুত্থিত হইয়াছিল, তাহাদের দমনের নিমিত্ত সেনাসকলকে নিযুক্ত করিতে নিব্রত ছিলেন। চু ১৩৬৮ খ্রীঃ অব্দের প্রথম দিবসে নান্‌কিন্‌ নগরে সম্রাট্‌ পদাভিষিক্ত হইলেন। অনন্তর চুর সৈন্যগণ হোনান্‌ ও টংকুয়ান্‌ জয় করত পিচিলী প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া সাণ্টির সেনাপতিগণকে বিনষ্ট করিল, ও রাজধানী আক্রমণের উপক্রম করিতে লাগিল। তথায় তাহারা উপস্থিত হইবা মাত্র মোগল সম্রাট্‌ সপরিবারে চৈনীয় প্রাচীর অতিক্রমপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন; এবং তৎসহিত ইয়েন্‌ নামক বিংশতি-তম রাজবংশেরও শেষ হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—০:০:০—

মিং বংশারম্ভাবধি তৎপরবর্ত্তী ছিন্ বংশীয় কায়াকিং সাম্রাটের রাজত্বাবসান পর্য্যন্ত।

[খ্রীঃ অব্দ ১৩৬৮—১৮২১।]

১৩৬৮ খ্রীঃ অব্দে চু, হংভু অথবা টেঙ্কু উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক, একবিংশতিতম বংশ স্থাপন করিলেন। তিনি সিংহাসনোপবিষ্ট হইলে, চৈনীয়রা সাতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল; কারণ প্রথমতঃ তিনি চীনবংশোদ্ভূত, দ্বিতীয়তঃ তিনি যাদৃশ দূরদর্শী, বিচক্ষণ, ও ধার্ম্মিক ছিলেন, তাহাতে যে চৈনীয়রা তাঁহাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া পরমাপ্যায়িত হইবে, তাহার বৈচিত্র্য কি। ১৩৮৭ খ্রীঃ অব্দে চুর রাজত্বের ঊনোবিংশ বর্ষে মোগলাধিপ তিমুর্লেন্ কোন কার্য্যোপলক্ষে চুর নিকট দূতপ্রেরণ করেন। বিজ্ঞতম চুর ও তাঁহার [illegible] উত্তরাধিকারির রাজত্ব কালীন রাজ্য [illegible] শাসিত ও রক্ষিত হইয়াছিল। * কাল-

ক্রমে রাজ্যের শান্তি বিনাশ ঘটিয়া সর্ব্বদাই মহা মহা বিঘ্নোপস্থিত হয়। সেই সময়ে চৈনীয়রা আবার তাতারগণকর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ পরিপীড়িত হইতে লাগিল। অতঃপর যে প্রকারে এই বংশ ধ্বংস হয় তাহা পরে বর্ণিত হইবে।

এই মিং বংশোদ্ভূত দশম সম্রাট্‌ হায়ছিং যৎকালে চীনে রাজত্ব করিতেছেন, সেই সময়ে ১৪৯৭ খ্রীঃ অব্দে নাবিকাগ্রগণ্য বিখ্যাত ভাস্কো ডি গামা উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক ভারতবর্ষে উত্তীর্ণ হন; এবং সেই কালাবধি ইউরোপীয় অর্ণব যাত্রিগণ চীনে আগমন করিতে আরম্ভ করে। ভূছং নামক একাদশ সম্রাটের রাজত্ব কালীন পোর্টুগীজধিকৃত গোয়ার শাসন কর্ত্তা লপেজ্‌ ডি সঙ্গা ১৫১৭ অব্দে টমাস্‌ পেরেরাকে আট খানি পোত সমভিব্যাহারে দূত স্বরূপে চীনে প্রেরণ করেন। পেরেরা পিকিনে কারাবদ্ধ হইয়া তথায় প্রাণত্যাগ করিলেন। লপেজ্‌ ডি সঙ্গা সেই বৎসরই ভূছঙ্গের সহিত অনেক কলে কৌশলে এক সন্ধি স্থাপন করেন। ইউরোপীয় জাতি সমূহের মধ্যে পোর্টুগীজ্‌রাই সর্ব্ব প্রথম চৈনীয় বন্দর সকলে গতায়াত করে। কিন্তু তাহারা অত্যাচার

দ্বারা পুনঃ পুনঃ চৈনীয়দিগকে বিরক্ত করাতে. ইহারা একবার তাহাদিগকে দূরীভূত করিয়া দেয়। পরে কিয়দ্দিন গতে তাহারা যে এক অনপেক্ষিত সুযোগদ্বারা চৈনীয়দের সহিত পুনর্মিত্রতা লাভ করে, তাহা পরে বর্ণিত হইয়াছে।

যৎকালে জাপানের সহিত চীনের ঘোর যুদ্ধ হয়, সেই সময়ে ১৫৬৩ খ্রীঃ অব্দে মিং বংশীয় দ্বাদশ সম্রাট্ সিছঙ্গের রাজত্বকালীন চাংসিটৌ নামক একজন পরাক্রান্ত অর্ণবদস্যু মেকেয়ো অধিকার করিয়া কাণ্টন অবরোধ করিয়াছিল। চৈনীয়রা তাহার বেগধারণে অক্ষম হইয়া পোর্টুগীজদের সাহায্য প্রার্থনা করিলে, তাহারা চাংসিটৌর যুদ্ধপোতসকল আক্রমণপূর্ব্বক মেকেয়ো পর্য্যন্ত তাহার পশ্চাদ্ধাবমান হইল; এবং অনতিবিলম্বেই তাহাকে ধারণ করিয়া তাহার মস্তকচ্ছেদনপূর্ব্বক, চৈনীয়দের আশঙ্কা দূরীকরণ করিল। চৈনীয়রা পোর্টুগীজ্‌দের ঐ মহৎকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ তাহাদিগকে মেকেয়ো দ্বীপ সম্প্রদান করিলে, তাহারা তথায় সমূহ নগরাদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বসবাস করিতে লাগিল। এক্ষণে তাহারা ক্রমশঃ প্রভূত বলশালী হইয়াছে।

এই বংশীয় চতুর্দ্দশ সম্রাট্ সিঙ্কুঙ্গের রাজত্ব-কালীন ১৬০৭ অব্দে ওলন্দাজ্রা প্রথম মেকেয়োতে পদার্পণ করে।

মিং বংশ ১৬৪৪ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত স্থায়ী ছিল। হোয়েছং নামক সর্বশেষ সম্রাট্ ১৬২৮ খ্রীঃ অব্দে সিংহাসনারোহণ করেন। ইনি সাতিশয় দর্শন-শাস্ত্র প্রিয় ছিলেন, এবং তিনি খ্রীষ্টিয়ান্-দিগকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেন। তিনি আপনাকে এক দিকে তাতারদিগের সহিত, অপর দিকে ভিন্ন২ প্রদেশীয় বিদ্রোহিদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া, তদীয় সেনাপতি ইয়েন্‌কে তাতারদিগের সহিত সন্ধি স্থাপনার্থ তাতারে প্রেরণ করিলেন। সেনাপতি ঈদৃশ অপমান জনক সন্ধি স্থাপনে প্রবৃত্ত হইল, যে, সম্রাট্ তাহা শ্রবণ করিয়া অতীব বিরক্ত হইলেন। ইয়েন্ তাঁহাকে তদ্বিষয়ে সম্মত করণার্থ তাঁহার সর্ব্ব প্রধান সেনাপতি মভেন্‌লংকে বিষপান দ্বারা বিনষ্ট করিল। অনন্তর তাতারেরা পিকিন অবরোধ করিয়া অনেক অনিষ্টসাধন করে; কিন্তু অল্পকাল পরেই তাহারা স্বদেশে প্রতিগমন করিল।

হোয়েছং সম্রাটের ষষ্ঠ বৎসর রাজত্ব কালীন ১৬৩৪ খ্রীঃ অব্দে কাপ্তেন ওয়েডেল্ নামক এক জন ব্রিটিস্ পোতাধ্যক্ষ প্রথম মেকেয়ো দ্বীপে উত্তীর্ণ হইলেন। পরে কিয়দ্দিনানন্তর তিনি কতিপয় তদীয় বিচক্ষণ কর্ম্মচারিকে কাণ্টনে প্রেরণ করিলে, তাহারা তথায় উপস্থিত হইয়া সাতিশয় সমাদরে অভ্যর্থিত হইল; এবং একাল পর্য্যন্ত চৈনীয়দের সহিত ইংরাজদের যে গতিবিধি রহিয়াছে, ঐ সময়ে তাহারও সূত্রপাত হইল।

১৬৩৬ খ্রীঃ অব্দে পূর্ব্বোক্ত বিদ্রোহিগণ লি ও চাং সেনাপতিদ্বয়ের অধীনে বহু সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করে। উক্ত সেনাপতি দ্বয় তাহাদের সমস্ত রাজ্য বিভাগ করিয়া, চাং পশ্চিম প্রদেশ, এবং লি পূর্ব্ব প্রদেশ সকল অধিকার করিল। সম্রাটের সেনাপতি কতিপয় সৈন্য সামন্ত সমভি-ব্যাহারে তাহাদের বিপক্ষে প্রেরিত হইয়া এই বিবেচনা করিলেন, যে, হোয়াংহো নদীর সমস্ত বাঁধ ভগ্ন করত জলপ্লাবন ঘটাইয়া বিদ্রোহি-দিগকে একেবারে বিনষ্ট করাই শ্রেয়ঃ; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহারা পর্ব্বতপ্রদেশে প্রস্থান

করিলে, এদিকে সমস্ত দেশ প্লাবিত হইয়া ত্রিলক্ষ নাগরিকের প্রাণ হত্যা হইল।

এই দুর্ঘটনার পর লি সেন্সী ও হোনান্ প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া মান্দারিন্ সকলকে বধ করিলেন; এবং সামান্য লোকদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ পুরঃসর এতাধিক প্রতিপন্ন হইয়া উঠিলেন, যে, তিনি সম্রাট্ পদ গ্রহণে অভিলাষ করেন। অনন্তর তিনি তাঁহার সৈন্যগণকে একত্র করিয়া রাজধান্যাভিমুখে গমন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি তথায় কতিপয় ছদ্মবেশী দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারা নগরের তোরণসকল উদ্ঘাটন করিলে লি ত্রিলক্ষ সৈন্য লইয়া সিংহনাদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সম্রাট্ বিবেচনা করিলেন যে, জীবদ্দশায় শত্রু হস্তে নিপতিত হইয়া কারাবদ্ধ হওয়াপেক্ষা প্রাণ ত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর, এই নিমিত্ত তিনি তদীয় প্রেমাস্পদ রাজ্ঞী ও রাজকন্যা সমভিব্যাহারে স্বীয় উদ্যানের এক পার্শ্বে প্রস্থান করিলেন। প্রথমে রাজ্ঞী এক বৃক্ষে রেশম নির্ম্মিত দৃঢ় রজ্জু বন্ধন পূর্ব্বক তাহাতে গ্রীবাবদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, পরে সম্রাট্ খড়্গদ্বারা রাজকন্যার শিরশ্ছেদন

করিয়া, স্বয়ং তদীয় রাজত্বের সপ্তদশ, ও বয়ঃক্রমের ষট্ত্রিংশত্তম বর্ষে অন্য এক বৃক্ষে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিলেন। তৎপরে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী, এবং অন্যান্য স্ত্রী ও কঞ্চুকীগণ সকলেই তাঁহার দৃষ্টান্তানুগামী হইল। এই প্রকারে চীন সম্রাট্গণের রাজ্যাধিকার নিঃশেষিত হইলে, তাতারেরা রাজ্য পুনরাক্রমণপূর্ব্বক যে সাম্রাজ্যারম্ভ করিল, তাহা একালপর্য্যন্ত দীপ্তমান রহিয়াছে।

বহু দিবস পরে চীন সম্রাটের মৃতদেহ প্রকাশিত হইল। প্রধান বিদ্রোহী লি সম্রাটের দুই পুত্র, ও অবশিষ্ট অমাত্যবর্গের মস্তকচ্ছেদন পূর্ব্বক সমস্ত রাজ্য অধিকার করিলেন। উম্‌সাঙ্গে নামক চীনরাজবংশীয় এক সাহসী সেনাপতি লির অধীনতা স্বীকার না করিয়া, তাঁহার যথেষ্ট প্রতিরোধ জন্মাইলেন; এবং আপনাকে তাহার প্রতিযোগির অনুপযুক্ত দেখিয়া, তিনি মাঞ্চু তাতারদিগকে সমাহ্বান পূর্ব্বক তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। তাতার রাজ ছংটি তৎক্ষণাৎ অষ্টসহস্র সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। ইহা শুনিয়া সেই রাজ্যকামুক লি পিকিনে প্রবিষ্ট হইয়া রাজালয় দগ্ধ করত তাহা লুণ্ঠন করিয়া প্রচুর

ধনৈশ্বর্য্য অপহরণপূর্ব্বক এক দিকে পলায়ন করিল। তৎপরে তাহার কি হইল, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। তাতার রাজ মৃত্যুগ্রস্ত হইলে তদীয় পুত্র সাঞ্চি অচিরকাল মধ্যেই সাধারণ সম্মতিক্রমে চীন রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন।

সাঞ্চি ছিন্‌ নামক দ্বাবিংশতিতম বংশ স্থাপন পূর্ব্বক উফাঙ্গেকে সেন্সী প্রদেশের অধীশ্বর করিয়া রাজত্বারম্ভ করিলেন। উফাঙ্গের তাহাতে তাতার-দিগকে সমাহ্বানরূপ মহাদোষ জন্য অনুতাপ নিবারণ হইল না। তিনি সর্ব্বদাই কহিতেন, যে, "শৃগালদিগকে দূরীভূত করণার্থ সিংহসমূহ নিযুক্ত করিয়া কি দুষ্কর্ম্মই করিলাম"। ১৬৭৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি মাঞ্চুদের বিপক্ষে অনেক লোক সংগ্রহ করেন; কিন্তু সৈন্যগণ বিশ্বাসঘাতন পূর্ব্বক একে একে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে, তিনি অনতিবিলম্বেই প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার পুত্র হংহোয়া তাতারদিগের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে এতাধিক দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িল যে, তাহা নিতান্ত অসহ্য হওয়াতে, সে আত্মহত্যা দ্বারা লীলা সম্বরণ করিল।

এই সময়ে তাতারেরা নানা প্রদেশ হইতে বহু প্রতিবন্ধকতা প্রাপ্ত হয়। দুই জন চৈনীয় ভূপাল ভিন্ন২ সময়ে সম্রাট্-পদাভিষিক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাতারেরা তাঁহাদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া তাঁহাদিগের বিনাশ সাধন করে। ১৬৮২ খ্রীঃ অব্দে চীন রাজ্যের অষ্টাদশ প্রদেশই ঈদৃশ সম্পূর্ণরূপে তাতারদিগের বশীভূত হইল, যে, সাঞ্চির উত্তরাধিকারী কাঙ্গি সম্রাট্ তদীয় জন্মভূমি সন্দর্শনাভিলাষে চীন পরিত্যাগপূর্ব্বক তাতারে গমন করিলে, রাজ্য এরূপ অরাজকতাবস্থাতেও দ্বন্দ্ব শূন্য, বিদ্রোহ শূন্য, ও সমর শূন্য হইয়া রহিল। তিনি সপ্ততি সহস্র সৈন্য লইয়া কতিপয় বৎসর কেবল মৃগয়া করিতে করিতেই স্বদেশে গমন করেন। কাঙ্গি অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন; এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারে ঈদৃশ উৎসাহ প্রদান করিতেন, যে, ১৬৯২ অব্দে তিনি এরূপ এক রাজাজ্ঞা বিস্তার করেন, যে, তাহার ভয়ে অনেককে উক্ত ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু, সে যাহা হউক, ইতিপূর্ব্বে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিপক্ষে যে সকল নিয়মাবলি সংস্থাপিত ছিল, ১৭১৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি তাহার পুনরুদ্ধার করেন; এবং যে

সকল রোমান্‌ক্যাথোলিক্‌ মতাবলম্বী জেস্যুট্‌ মিসনরি দ্বারা তথায় খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচার হইত, এক্ষণে তাহাদের সমস্ত প্রতিপত্তি বিনষ্ট হইল। মান্দারিন্‌গণ সম্রাট্‌কে ঐ ধর্ম্মে আসক্ত দেখিয়া সর্ব্বদা তাঁহার নিন্দা ও অপবাদ করিত, তজ্জন্যই তাঁহার এইরূপ মত পরিবর্ত্তন ঘটে। তিনি ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুগ্রস্ত হইলে তদীয় পুত্র যঞ্চিং রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। তিনি মিসনরিদিগকে কেবল নিরুৎসাহ প্রদানে ক্ষান্ত হন নাই, তন্মতাবলম্বী সকলকেই সাতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াছিলেন। তিনি রাজত্বারম্ভ করিয়াই জেস্যুট্‌দিগকে কাণ্টনে বহিষ্কৃত করিয়া দেন; এবং তথা হইতেও তাহারা ১৭৩২ অব্দে কাণ্টনের দক্ষিণে মেকেয়ো দ্বীপে প্রতাড়িত হইয়াছিল। যঞ্চিঙ্গের রাজত্বের ষষ্ঠ বৎসরে, অর্থাৎ ১৭২৮ খ্রীঃ অব্দে, ফরাসি পোতাধ্যক্ষ ভেলেয়ার প্রথম কাণ্টনে উত্তীর্ণ হন।

১৭৩১ খ্রীঃ অব্দে চীনের উত্তর প্রদেশে এমন এক ভয়ানক ভূমিকম্প ঘটে যে, তাহাতে পিকিনে প্রায় এক লক্ষ লোকের প্রাণ হত্যা হয়, এবং তাহার পার্শ্বস্থিত দেশেও তদপেক্ষা অধিকতর লোক বিনষ্ট হয়। সেই সময়ে সম্রাট্‌ তাঁহার প্রমদ-

কাননে কালযাপন করিতেছিলেন। একদা তিনি তদীয় উদ্যানস্থিত সরোবরে নৌকা করিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে সেই ভূমিকম্প আরম্ভ হইল, এবং অনতিবিলম্বেই তৎসমক্ষে রাজভবন অধঃপতিত হইল। ইহা দেখিয়া তিনি সাতিশয় ভয়বিহ্বল হওত ন্যস্তজানু হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ঈশ্বরের প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি কহিলেন, যে, তাঁহার রাজ্যশাসন বিষয়ে কোন গুরুতর ত্রুটি বা অন্যায় হওয়াতেই ঈশ্বরের কোপে এই দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে; অনন্তর, যে সকল লোকের অনিষ্টপাত হইয়াছিল, তিনি তৎক্ষণাৎ ধনদান দ্বারা তাহাদের ক্ষতিপূরণ করিয়া দিলেন।

১৭৩৬ খ্রীঃ অব্দে যঙ্ক্বিং লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে, তদীয় পুত্র কিয়েন্‌লিং সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন। ইনি বাল্যকালাবধি বিদ্যানুশীলনেই কালযাপন করাতে জটিল রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা বিষয়ে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মে নাই, ফলতঃ তাঁহার সরলস্বভাব, গুণগ্রাহিতা, বদান্যতা, ও সমদর্শিতা প্রভৃতি সদ্গুণসমূহে প্রজাগণ যথেষ্ট বশীভূত হইয়াছিল। ১৭৪৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি

মিসনরিদের বিপক্ষে নূতন নিয়মসকল স্থাপিত করেন; কিন্তু তাহাঁদের মধ্যে অদ্বিতীয় দর্শনশাস্ত্র-পারদর্শী দুই এক জনকে পিকিনে বাস করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন।

১৭৫৩ অব্দে ইলুথ্ তাতারেরা আমোঁরাসানা নামক এক পরাক্রান্ত বীরপুরুষকে সেনাপতি-পদে বরণ করত সম্রাট্ বিপক্ষে অভ্যুত্থিত হইয়া মহাযুদ্ধ আরম্ভ করে; কিন্তু তাহারা চীনসৈন্য দ্বারা পরাজিত হইলে, আমোঁরাসানা সাইবীরিয়ায় প্রস্থান করত তথায় প্রাণত্যাগ করিলেন। ১৭৭০ অব্দে পঞ্চাশৎ টাগোঁথ্-তাতার-গোষ্ঠী রুসিয়া রাজ্য হইতে চীনরাজ্যের সুশাসন শ্রবণ করত, তথায় উপনীত হইয়া বসবাস করিতে লাগিল। ইহা শুনিয়া সম্রাট্ এতাধিক সন্তুষ্ট হইলেন যে, সেই ব্যাপার চিরস্মরণীয় করণার্থ, তিনি এক স্তম্ভ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তদ্গাত্রে সেই বিষয়ক প্রসঙ্গ চারি ভিন্ন২ ভাষায় খোদিত করিলেন। কিয়েন্‌লিং রাজ্যের বহুল শ্রীসাধন করিয়া যান। চীনের পশ্চিমাংশে যে সকল মুসলমান বাস করিত, ১৭৮৩ অব্দে তাহারা এক ভয়ানক রাজদ্রোহ উপস্থিত করে। সম্রাট্ তদীয় রণদুর্মদ চৈনীয়

চমূচয় দ্বারা তাঁহাদিগকে পরাজিত ও নির্ব্বাসিত করিলেন বটে, কিন্তু যে দুই এক জন গুপ্ত ভাবে ছিল, তাহারা ক্রমশঃ বিদ্রোহ বৃদ্ধি করিয়া সম্রাট্‌কে রাজপদচ্যুত করিবার উপক্রম করিয়াছিল। সম্রাট্ তাহা অবগত হইয়া সমস্ত বিদ্রোহির প্রাণ বিনষ্ট পূর্ব্বক শান্তি লাভ করেন। ১৭৮৪ খ্রীঃ অব্দে এক আমরিক অর্ণবপোত প্রথম চীনে উপস্থিত হয়। ১৭৮৮ অব্দে চীনে এক জলপ্লাবন হয়, কিয়েন্‌লিং তাহা হইতে অতি কষ্টে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন।

১৭৯৩ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডাধীশ্বর চীনসম্রাটের সহিত যথেষ্ট আনুগত্য স্থাপন করিয়া তদ্রাজ্যের সহিত বাণিজ্য প্রচলিত করণাশয়ে, মহানুভব লর্ড্ মেকার্ট্‌নিকে বহু লোক সমভিব্যাহারে তদীয় দূত স্বরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া সম্রাট্ কর্ত্তৃক যথোচিত অভ্যুত্থিত ও সমাদৃত হইলেন বটে, কিন্তু বহুবিধ কারণ নিবন্ধন তিনি তদীয় অভিপ্রেত সিদ্ধির কোন সুরাহা করিতে পারেন নাই। প্রথমতঃ, ইংরাজদের প্রতি চৈনীয়দের সাতিশয় সন্দেহ জন্মিয়াছিল; দ্বিতীয়তঃ, লর্ড্ মেকার্ট্‌নি চীনের প্রথানুসারে

সম্রাট্‌কে প্রথমসন্দর্শন সময়ে প্রণিপাত করেন নাই; তৃতীয়তঃ, যে অবধি চীনে ইউরোপীয়দের দ্বারা জাকোবিন্‌ মত প্রচারিত হয়, তদবধি তাহাদের প্রতি চৈনীয়দের অত্যন্ত ঘৃণা জন্মিয়াছিল; চতুর্থতঃ সম্রাটের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করিতে হইলে, অগ্রে তাঁহাপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাবান্‌ যে হচংটং, অর্থাৎ রাজমন্ত্রীর সহিত আলাপ করিতে হয়, তাহা তিনি সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়াছিলেন। এই সকল কারণ সত্ত্বে যে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির প্রতিবন্ধকতা জন্মিবে তাহার বৈচিত্র্য কি। ফলতঃ ঐ সকল কারণ যথার্থ হউক বা না হউক, ইংরাজদের কার্য্যসিদ্ধি না হইবার এই এক প্রধান কারণ, যে, চৈনীয়রা সাতিশয় অহঙ্কৃত, অতীব সন্দিগ্ধ, ও নিতান্ত বৈদেশিক বিদ্বেষ্টা। ওলন্দাজরাও একবার চীনে এইরূপ দৌত্যকর্ম্মে গমন করে; কিন্তু তাহারা তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধির যথার্থ সুপথ অবলম্বন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

অনন্তর কিয়েন্‌লিং ষষ্টি বৎসর কাল সাম্রাজ্য ভোগ করিয়া ১৭৯৬ খ্রীঃ অব্দে তদীয় চত্বারিংশৎ বর্ষ বয়োবিশিষ্ট সপ্তদশ পুত্র কায়াকিংকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন। বৃদ্ধ সম্রাটের চরি-

ত্রের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয়, যে, তাঁহার চিত্ত-প্রাসাদ প্রভূত বিদ্যালোক-সম্পন্ন, অন্তঃকরণ অনুকম্পাবিশিষ্ট, বুদ্ধি নির্ম্মল ও তীক্ষ্ণ, এবং প্রকৃতি অতীব শান্ত ছিল। ১৮০০ অব্দে তাতারেরা তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া, সৈন্য সামন্ত লইয়া চীন আক্রমণ করিল; এবং তাহাদের কুমন্ত্রণায় চৈনীয়দের মধ্যে ঘোরতর রাজদ্রোহ উপস্থিত হইল। কিন্তু অমিততেজা কায়াকিং সমস্ত তাতারদিগকে নিহত করিয়া বিদ্রোহ দমন করিলেন। ১৮০৪ অব্দে চীনের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে আর এক ভয়ানক বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হয়। তত্রত্য লোকসমূহ এই এক ভবিষ্যদ্বাক্য দ্বারা প্রোৎসাহিত হইয়াছিল, যে, এই বৎসরের মধ্যেই তাতার রাজবংশ ধ্বংস হইবে। কায়াকিং বাণরক্ষিদ্বারা ঐ বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ করিলেন। তদনন্তর তিনি মিসনরিদিগকে তাঁহার রাজধানীর ত্রিংশৎ ক্রোশ দূরে কোন এক স্থানে বাস করিতে আদেশ করিলেন। কথিত আছে, যে, তৎকালে কতিপয় সহস্র বালক বাপ্টাইজিত্ হইয়াছিল। ১৮০৫ অব্দে সেচুয়েন্ প্রদেশে অন্যূন চতুঃষষ্টি মিসনরি সম্বন্ধীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

কিন্তু ১৮০৬ অব্দে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি পুনর্ব্বার অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছিল। পিকিনে রোমান্-কাথোলিকমতাবলম্বী এক জন মিসনরি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কারাবদ্ধ থাকেন। এই সময়ে সার্ জর্জ্ ষ্টণ্টন্, কাণ্টন্স্থ ইংরাজী কুটী সম্বন্ধীয় পিয়ার্ষন্ নামক এক বৈদ্যের সাহায্যে, চীনে গো-বীজে টিকা প্রদানের প্রথা প্রচলিত করেন। উক্ত ভেষক তদ্বিষয়ক যে এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, ষ্টণ্টন্ তাহা চৈনীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া সর্ব্বত্র বিতরণ করেন। এই গ্রন্থ খানিই চীনে সর্ব্ব প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৮০৬ খ্রীঃ অব্দে অক্টোবর মাসে কাণ্টন্ নিবাসী ইংরাজদিগের সহিত চৈনীয়দের এক ঘোর বিবাদ উপস্থিত হয়। ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির অর্ণবপোত সম্বন্ধীয় এক নাবিক লগুড়াঘাতদ্বারা এক চৈনীয়ের প্রাণ বধ করে। ইহা চীন সম্রাটের কর্ণগোচর হইলে, তিনি ইংরাজদিগের অধ্যক্ষকে কহিলেন, যে, চীনের রাজনিয়মানুসারে, হয় সেই হন্তাকে, নতুবা তৎপরিবর্ত্তে অন্য এক জন নাবিককে ঐ হত্যা দোষের যথাযোগ্য দণ্ড গ্রহণার্থ তাঁহার বিচারালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে। কিন্তু

সেই হন্তা এরূপে লুকাইত হইল, যে, কেহই তাহার অন্বেষণ পাইল না; এবং যে সকল নাবিক এই ব্যাপার স্বচক্ষে অবলোকন করিয়াছিল, তাহারাও তাহা স্বীকার করিল না; ইহাতে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। পরন্তু কালক্রমে ঐ বিবাদ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। এই ব্যাপার সম্বন্ধে পাদ্রি রড্রিগো, এবং সমরপোতাধ্যক্ষ ডুরুরির সহিত চৈনীয়দের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহাতে চৈনীয়রা রড্রিগোকে কারাবদ্ধ করে। পরে অনেক কষ্টে তিনি কারামুক্ত হন। সেই অবধি প্রধান২ চৈনীয় মান্দারিন্‌দিগের ইংরাজদের প্রতি বদ্ধমূল কুসংস্কার ও বিদ্বেষ জন্মিয়াছে।

এই সময়ে সমুদ্রোপকূলে কতিপয় কৃতপরাক্রম অর্ণবদস্যুর দৌরাত্ম্য ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া উঠে। ১৮১০ খ্রীঃ অব্দে প্রায় ৪,০০০ দস্যু একত্র হইয়া কাণ্টনের বন্দরে অবরোধ করিয়াছিল।

অনন্তর কায়াকিং, রাজ্যের যে সকল প্রচলিত ব্যবহারাবলিতে অসভ্যতার ও যুক্তি বৈপরীত্যের লেশ মাত্র অবলোকন করিলেন, তৎসমুদায় প্রধান মন্ত্রীর সহিত সুতর্ক করিয়া পরিবর্ত্তন করিলেন।

পরে তিনি ১৮২১ খ্রীঃ অব্দে লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে, তদীয় পুত্র টৌকুয়াং রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

টৌকুয়াঙ্গের রাজত্বাবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত।

[খ্রীঃ অব্দ ১৮২১—১৮৬৪।].

টৌকুয়াং সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া ইউরোপ-প্রস্থত ব্যবহারোপযোগী যন্ত্র ও শিল্প কর্ম্মাদি চীনে প্রচার করিলেন। তিনি সাতিশয় বিচক্ষণ হইয়াও, ইউরোপীয় জাতিদিগের প্রতি অপেক্ষাকৃত অধিকতর বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতেন।

ইউরোপ নিবাসী অপরাপর অর্ণব-প্রিয় জাতি অপেক্ষা ইংরাজদিগের চীনে গতিবিধি অনেক বিলম্বে আরম্ভ হয়। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে ১৬৩৭ খ্রীঃ অব্দে একখানি ইংরাজী পোত প্রথম কাণ্টনে উপস্থিত হয়; তদবধি দ্বিশত বৎসর পর্য্যন্ত

ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি সমস্ত বাণিজ্যের একাধিপত্য সম্ভোগ করিতেছিলেন। ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দে ব্রিটিস্ পার্ল্যেমেণ্ট্ হইতে এই এক রাজাজ্ঞা উপস্থিত হইল, যে, ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি আর চীনের সহিত বাণিজ্য করিতে পারিবেন না; কেবল চীন নিবাসী ব্রিটিস্ প্রজাসমূহদ্বারাই তাহার নির্ব্বাহ হইবে। পরে ১৮৩৪ অব্দে কাণ্টনস্থ ইংরাজদের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের প্রতি এই অনুমতি প্রেরিত হইল যে, তাঁহারা ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির পোতসমূহকে চীন গমনে নিবারণ করিবেন; এবং ইংলণ্ড হইতে এক জন রাজ-কর্ম্মচারী চীনে উপনীত হইয়া ব্রিটিস্ বাণিজ্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।

১৮৩৪ অব্দের জুলাই মাসের পঞ্চদশ দিবসে উইলিয়াম্ জন্ লর্ড্ নেপিয়ার্ নামক রাজকীয় পোতশ্রেণীর, অর্থাৎ রয়াল্ নেবির এক জন অধ্যক্ষ কমিসনর্ রূপে মেকেয়ো দ্বীপে সর্ব্ব প্রথম উপনীত হন। তিনি বহুতর যত্ন এবং ক্লেশ স্বীকার করিয়াও তদীয় প্রভুত্ব স্থাপনে, ও কাণ্টনের চৈনীয় শাসনকর্ত্তাদের সহিত আনুগত্য করিতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অতঃপর

তিনি বিফল চেষ্টায় একান্ত ক্লান্ত হইয়া অক্টোবর মাসের একাদশ দিবসে উক্ত দ্বীপেই প্রাণত্যাগ করেন। তৎপরে যাঁহারা উক্ত পদাভিষিক্ত হইয়া প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে বাণিজ্য নির্ব্বাহ করিয়া যান।

কাপ্তেন্ এলিয়ট্ সাহেব প্রধান কমিসনর পদ প্রাপ্ত হইয়া বহু যত্নেও চৈনীয়দের সহিত সখ্য বিধান করিতে পারেন নাই। চারি বৎসর কাল পর্য্যন্ত বাণিজ্য কার্য্য বিশৃঙ্খলে সমাধা হইয়াছিল। সেই সময়ে টৌকুয়াং এক নিয়ম স্থাপন করিলেন, যে, চীনে আর অহিফেণ আনীত হইবে না; কারণ, তাহা ভক্ষণে চৈনীয়রা যত বুদ্ধিভ্রষ্ট হউক না হউক, তদ্দ্বারা যে তদীয় রাজ্যের অর্থ ক্রমশঃ নিঃশেষিত হইতেছে, তজ্জন্য তিনি সাতিশয় ভীত হইয়াছিলেন। ১৮৩৯ খ্রীঃ অব্দের মার্চ মাসে লিন্ নামে এক জন চৈনীয় কমিসনর্ সম্রাটের অনুমত্যনুসারে কাণ্টনে উপস্থিত হইয়া, যে স্থানে যত অহিফেণ ছিল তৎ সমস্ত বিনষ্ট করিলেন, এবং ১৮৪০ অব্দের জানুয়ারি মাসে রাজাদেশে ইংরাজদিগের বাণিজ্য একেবারে বন্ধ করিলেন।

এই দুঃখজনক ব্যাপার নিরাকরণার্থ ইংলণ্ড হইতে বহু সমরপোত প্রেরিত হইলে, তাহারা কাণ্টন নদীতে প্রবিষ্ট হইয়া মহা যুদ্ধারম্ভ করিল। পরে ইংরাজরা কাণ্টন পরিত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ উত্তরে গমনপূর্ব্বক পূর্ব্বসাগরান্তর্ব্বর্ত্তী কুজান্ দ্বীপ আক্রমণ পুরঃসর তাহা অধিকার করিল। কাপ্তেন এলিয়ট্ আরো উত্তরে গমন করিয়া পীতসাগর দিয়া পীহো নদীতে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং রাজ-মন্ত্রী কিসেনের সহিত কথোপকথনপূর্ব্বক এক সন্ধি স্থাপন করিয়া, ১৮৪১ অব্দের জানুয়ারি মাসে তৎসমভিব্যাহারে কাণ্টনে আগমন করিলেন। যে সকল নিয়মে উক্ত সন্ধি স্থাপিত হয়, এলিয়ট্ ইংরাজদিগকে তাহা অবগত করিলেন; যথা, কুজান্‌দ্বীপের পরিবর্ত্তে হংকং দ্বীপ ইংরাজদিগকে সমর্পিত হইবে; সম্রাট্ যুদ্ধের সমস্ত ব্যয় সাধনার্থ তাহাদিগকে ষষ্টি লক্ষ ডালর প্রদান করিবেন; দশ দিবসের মধ্যে বাণিজ্য পুনরারব্ধ হইবে; এবং দুই রাজ্যের সহিত পরস্পর বিশেষ গতিবিধি প্রচলিত থাকিবে। জানুয়ারি মাসের ষড়্‌বিংশ দিবসে ইংরাজরা হংকং দ্বীপ অধিকার করিল। কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাসের একাদশ দিবসে কিন্

হইতে এক রাজাজ্ঞা উপস্থিত হইল, তদ্দ্বারা কিসেন্ পদচ্যুত হইলেন, এবং তৎস্থাপিত সন্ধিও অগ্রাহ্য হইল। ইহা শ্রবণ করিয়া ইংরাজরা অনতিবিলম্বেই পুনর্যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদের দুর্দ্ধর্ষ সমর-পোতসমূহদ্বারা চৈনীয় বোগ্ দুর্গ সকল অধিকৃত করিল। এই যুদ্ধে চৈনীয়দের ৪৫৯ কামান নষ্ট হয়, এবং তাহাদের সমর-পোতাধ্যক্ষ কোয়ান্ নিহত হন। তদনন্তর ইংরাজরা কাণ্টনে সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে উপনীত হইলে, চৈনীয়রা তথায় যুদ্ধ নিবারণার্থ ষষ্টি লক্ষ ডালর প্রদানে সম্মত হইয়া সন্ধি স্থাপন করিল, এবং তৎপরে বাণিজ্য পুনরারব্ধ হইল।

অগাষ্ট মাসের দশম দিবসে সার্ হেন্রি পটিঞ্জর্ কমিসনর্ পদ প্রাপ্ত হওত কাণ্টনে উত্তীর্ণ হইয়া, তত্রত্য শাসনকর্ত্তাকে কহিলেন, যে, যদবধি তিনি তদীয় দুর্গসমূহ সৈন্য সামন্তে সুসজ্জিত, নিয়মিত বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা প্রদান; ও ইউরোপীয় কুঠীস্থ বণিক্দিগকে বিরক্ত না করিবেন, তদবধি উক্ত সন্ধি অলঙ্ঘ্য থাকিবে।

এক্ষণে বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে লাগিল। এদিকে মেজর্ জেনারল্ সার্ হিউজ্

গাউ ৩,৫০০ সৈনিক পুরুষ, এবং সমরপোতাধ্যক্ষ সার্ উইলিয়েম্ পার্কার কতিপয় যুদ্ধ জাহাজ লইয়া একত্রে উত্তরে রণযাত্রায় গমন করিলেন। তাঁহারা কতিপয় মাসের মধ্যেই আময়, কুজান্ দ্বীপ, চিন্‌হে, নিংপো, ও চাপু প্রভৃতি জয় করিয়া চৈনীয়দের বহু ক্ষতি সাধন করিলেন। এতচ্ছ্রবণে সম্রাট্ সাতিশয় ভীত হইয়া, ইংরাজদিগকে সমূলে বিনাশ করিতে, ও অতীব সতর্কতার সহিত দৃঢ়-রূপে রাজ্যরক্ষা করিতে মান্দারিন্‌দিগকে আদেশ করিলেন।

১৮৪২ খ্রীঃ অব্দের মে মাসে ইংরাজরা ইয়াংছি-কিয়াং নদীতে প্রবিষ্ট হওত, অসংখ্য লোক নিহত করিয়া, উমাং, সাংহে, ও মিমুকিয়াং অধিকার করিল। এপ্রেল্ মাসের অষ্টম দিবসে তাহারা নান্‌কিন্ নগর আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করাতে, সম্রাট্ তদীয় কমিসনর কিইংকে তাহাদের সহিত সন্ধি করিতে তথায় প্রেরণ করিলেন। উক্ত মাসের ঊনত্রিংশত্তম দিবসে নান্‌কিনের সম্মুখে কর্ন্‌ওয়ালিস্ নামক পোতোপরি, ব্রিটিস্ পক্ষীয় সার্ হেন্‌রি পটিঙ্গর্, এবং সম্রাট্ পক্ষীয় কিইং, ইলিপু, ও নিযুকীন্ প্রভৃতিদ্বারা ইংরাজদিগের

ন্যায্য দাওয়ামুআয়িক নিয়মে এক সন্ধি স্থাপিত হইল। এই সন্ধির প্রধান২ নিয়মসকল নিম্নে বর্ণিত হইতেছে; যথা, ইংরাজদের সহিত আর বিবাদ না হইয়া চিরস্থায়ী বন্ধুতার সংস্থান হইবে; সম্রাট্ আগত চারি বৎসরের মধ্যে এক-বিংশতি লক্ষ ডালর প্রদান করিবেন; কাণ্টন, আময়, ফুচু, নিংপো, ও সাংহে নগরে বৈদেশিকগণ বাণিজ্য করিতে পারিবে; এবং হংকং দ্বীপ ইংলণ্ডেশ্বরী ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণকে সমর্পিত হইবে। তদনন্তর ১৮৪৩ অব্দে জুন্ মাসে ইংরাজরা হংকং দ্বীপ অধিকার করিল।

নান্‌কিনের ঐ সন্ধির সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমরিক ও ইউরোপীয় বণিক্ মণ্ডলীর চৈতন্যোদয় হইল, এবং তাহারা পূর্বাঞ্চলে আগমন করিতে সাতিশয় প্রোৎসাহিত হইয়া উঠিল। বেল্‌জিয়াম্, হলণ্ড, প্রসিয়া, স্পেন্, ও পোর্টুগাল্ প্রভৃতি রাজ্য হইতে দূতগণ চীনে প্রেরিত হইয়া, কিইঙ্গের পিকিন্ গমনের পূর্ব্বে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া বাণিজ্যের বন্দোবস্ত করিল। ফ্রান্স্ ও ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ হইতেও চীনে ভিন্ন২ দূত সকল আগমন করিয়া বাণিজ্য সন্ধি স্থাপন করেন।

সেই অবধি সমুদায় চৈনীয় বন্দরে, বিশেষতঃ কাণ্টন ও সাংহে নগরদ্বয়ে নির্ব্বিঘ্নে বাণিজ্য চলিতেছে। চীনের বাণিজ্যদ্রব্য মধ্যে চা ও রেশমই সর্ব্বপ্রধান। এই প্রকারে সমরানল ক্রমশঃ নির্ব্বাণ হইলে, সম্রাট্ নিশ্চিন্ত হইয়া ইংরাজদিগের সহিত বিশেষ আনুগত্য ও বন্ধুতা করিয়া তাহাদের রীতিনীতি তদীয় রাজ্যে প্রচলিত করিতে সচেষ্ট হইলেন। অন্ততঃ টৌকুয়াং-সম্রাট্ ঊনবিংশতি বর্ষ সাম্রাজ্য সম্ভোগ পূর্ব্বক ১৮৫০ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রাণত্যাগ করিলেন।

এই অতি সুবিস্তীর্ণ রাজ্য সুশৃঙ্খলে শাসন করা এক্ষণে দিনং সুকঠিন হইয়া উঠিতেছে। মাঞ্চু-তাতারেরা এক্ষণে চীনের উপর সম্পূর্ণরূপে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া চৈনীয়দের সহিত সম্মিলনেচ্ছায় একেবারে বর্জ্জিত হইয়াছে। তাহারা রাজ্যের সমস্ত প্রধান প্রধান কর্ম্মপদ সকল অধিকার করিয়াছে। এবং সর্ব্বত্র রাজাজ্ঞানুসারে মাঞ্চুভাষা প্রচলিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। রাজবংশীয়গণ যদিও বহুকালাবধি চীনে বাস করিতেছেন, তথাপি তাঁহারা স্বদেশের রীতি নীতি ও আচারব্যবহার

সকল পরিত্যাগ করেন নাই। এক্ষণে তাতারগণ বিজিত চৈনীয়দের প্রতি অসদ্ব্যবহার এবং অতীব ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিয়াছে; এবং ইহারাও তাতারদিগের প্রতি যৎপরোনাস্তি বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিতেছে। এই মাঞ্চুবংশীয় তাতার সম্রাট্‌গণের রাজত্বাধীনে চৈনীয়দের উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, তাহাদের যে যৎকিঞ্চিৎ সভ্যতা ছিল তাহাও ক্রমশঃ অবনত হইতেছে; এবং রাজ্যের সর্ব্বত্রেই শাসনের মহা বিশৃঙ্খল ঘটিতেছে।

মাঞ্চুবংশারম্ভাবধি সমস্ত চৈনীয়গণ একত্র হইয়া এক চৈনীয় রাজবংশ পুনঃ স্থাপন করিতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেছিল। কতিপয় স্বদেশ-হিতৈষী চৈনীয়ের মন্ত্রণানুসারে স্থানে স্থানে অতি গোপনীয় সভাসমূহ স্থাপিত হইয়াছিল। ১৭৯৪ খ্রীঃ অব্দে তাঁহারা মাঞ্চুদিগকে উচ্ছিন্ন করিতে ভীষণ বল প্রকাশপূর্ব্বক চেষ্টা করিয়াছিলেন; এবং ১৮০২ অব্দ পর্য্যন্ত তাঁহাদের কোনরূপ দমন হয় নাই। ইহার পরও সময়ে সময়ে ঘোরতর বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইত, কিন্তু উক্ত সভাস্থ লোকেরা ঈদৃশ সতর্কতা পূর্ব্বক তাঁহাদের কার্য্যসাধন করিতেন যে, সম্রাট কোন

ক্রমেই তাঁহাদের অধ্যক্ষের অন্বেষণ পাইতেন না। চৈনীয়রা এই সকল সভার প্রোৎসাহিনী শক্তি দ্বারা সাতিশয় উত্তেজিত, এবং তাতারদিগের অসদ্ব্যবহারে ও কুশাসনে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া তাতার শাসন কর্ত্তাগণের উপর ঈদৃশ জাতক্রোধ, এবং দেশীয় কুব্যবহার ও কুসংস্কার সমূহের প্রতি এতাধিক ঘৃণাযুক্ত হইয়াছিল যে, তাহারা বিদ্রোহ উপস্থিত করিতে কেবল এক মাত্র সামান্য সুযোগের অপেক্ষা করিত।

ছিন্ নামক মাঞ্চু বংশীয় ষষ্ঠ সম্রাট্ টৌকুয়াঙ্গের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র ইঃচু, হ্যাংফুঁ উপাধি ধারণপূর্ব্বক, রাজ্যাধিকার করিলেন। ইনি সাতিশয় অবিবেচক, হীনবুদ্ধি, ও নীচ প্রকৃতি ছিলেন। তাঁহার পিতা শেষ দশায় রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করণাশয়ে যে সকল আধুনিকবিদ্যালয়শিক্ষিত সুসভ্য ও সুবিদ্বান ব্যক্তিগণকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের সকলকে পদচ্যুত করিয়া, প্রাচীন মতাবলম্বী, কুসংস্কারাবিষ্ট, পরিবর্ত্তন-বিমুখ মান্দারিন্‌দিগকে তত্তৎ পদে নিযোজিত করিলেন। কোন রূপ নূতন প্রথা প্রচলিতের প্রতিরোধক বা নিষেধ-সূচক রাজাজ্ঞা সর্ব্বত্র

ঘোষিত হইল; এবং সমস্ত বৈদেশিকগণের, বিশেষতঃ ইংরাজদিগের প্রভুত্ব উচ্ছেদ করিতে উক্ত মান্দারিন্‌গণ অতীব যত্নশীল হইলেন।

প্রত্যুত ইহাতে চৈনীয়দের অন্তঃকরণে যে সমাজোন্নতি ও অভ্যুদয়াশা ক্রমশঃ প্রবল হইতে ছিল, তাহা, তাহারা তাতার শাসনকর্ত্তাগণের বিপক্ষে অচিরকালমধ্যে অভ্যুত্থিত হওয়াতেই, স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। ১৮৫০ খ্রীঃ অব্দের অগাষ্ট মাসে কুয়াংসী প্রদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে এক ভয়ানক বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হয়। প্রথমে ঐ বিদ্রোহের কোন কারণই প্রকাশ পায় নাই। বিদ্রোহিগণ রাজ্যের অধিকাংশ জয় ও লুণ্ঠন করিয়া, তাহারা যে তাতারদিগকে নির্ব্বাসিত ও উচ্ছিন্ন করিতে, এবং চৈনীয় কর্ম্মকারকদিগের হস্তে সমস্ত রাজস্ব ও রাজকার্য্যের ভারার্পণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে, তদভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। কিন্তু তখনও যে মিং বংশোদ্ভূত কোন মহাজন রাজসিংহাসনারোহণ করিবেন, তাহার লেশ মাত্রও প্রকাশ পাইল না। ১৮৫১ অব্দের মার্চ মাসে ঐ বার্ত্তা সর্ব্বত্র ব্যপ্ত হইল, এবং রাজ্যকামুক ছদ্মবেশী যে সীণ্টে নাম ধারণ করিয়াছিলেন, তৎশব্দ

সমস্ত রাজ্যে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সম্রাট্ তিন বৎসর কাল বহুতর চেষ্টা করিয়াও বিদ্রোহ দমন করিতে পারিলেন না। তিনি যতবার সৈন্য প্রেরণ করিলেন, ততবার তাহারা প্রজ্বলিত হুতাশনে পতঙ্গরাশির ভস্মাবশেষীকৃতের ন্যায়, দুর্দ্ধর্ষ অমিত-পরাক্রম বিদ্রোহিগণকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইল। বিদ্রোহি-গণ ক্রমে২ প্রভূত বলবিক্রম ধারণপূর্ব্বক নান্‌কিন্, কাঞ্চিং, ভূচাংফু প্রভৃতি বৃহন্নগরসকল অধিকার করিয়া অসংখ্য তাতার নিহত করিল, এবং তাহা-দের প্রাসাদ, দেবালয়, ও বিচারালয় প্রভৃতি নিপাতিত করিয়া সমভূমি করিল।

তাহারা যে কেবল তাতার রাজ্য ধ্বংস করণার্থই সাতিশয় যত্নশীল হইয়াছিল, এমন নহে, তাহারা কহিত যে, তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের এই আদেশ হইয়াছে, বুদ্ধ ও টেও দেবের ভণ্ড যাজকগণকে উচ্ছিন্ন করিতে, এবং তাহাদের কৃত্রিম দেবমূর্ত্তি সকল বিনষ্ট করিয়া অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম স্থাপন ও তাহার রীতিনীতি সমূহ সর্ব্বত্র প্রচারিত করিতে হইবে। তদনুসারে তাহারা চীনের প্রাচীন ধর্ম্মমত সকলের পুনরুদ্ধার করিয়া, তন্মধ্যে যীশুখ্রীষ্টের ধর্ম্মনীতি ও উপদেশ সকল সন্নিবেশিত করিল।

এই অভিনব ধর্ম্মমতের প্রকৃত প্রস্তাবক যে কে, তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই। পূর্ব্বে জনসাধারণ এই-রূপ বিশ্বাস করিয়াছিল, যে, তিনি যে হাংসীঞ্চু, সীণ্টে, ও টেপিংবাং নামত্রয়ে খ্যাত হন, তদ্দ্বারা তিন জন ভিন্ন২ ব্যক্তিকে বুঝাইত। কিন্তু ঐ নামত্রয় যে একজনবাচক, তাহা সম্পূর্ণ উপলব্ধি হইতেছে; প্রথমটি তাঁহার প্রকৃত নাম, এবং অপর দুইটি তাঁহার উপাধি। ইনি কুয়াংসী প্রদেশে এক সামান্য বংশে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তিনি যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার প্রভূত বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার নিকট মূষালিখিত পঞ্চগ্রন্থের এবং নূতন টেষ্টামেণ্টের চৈনীয় ভাষায় অনুবাদ ছিল; এবং তিনি তাহাদিগকে বিশেষরূপে অভ্যাস করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুচরগণ তাঁহাকে ঈশ্বরাদিষ্ট জ্ঞান করিত। তাহারা ছলপূর্ব্বক কহিত, যে, একদা তিনি স্বর্গীয় দূতকর্ত্তৃক স্বর্গে ঈশ্বর সমীপে নীত হইলে, তিনি তাঁহাকে স্বর্গরাজ্যের বিষয়ে নানা সদুপদেশ ও সুনীতির গ্রন্থসকল প্রদান করেন; এবং তৎপরে হাংসীঞ্চু যীশু খ্রীষ্টের সহিত কথোপকথন করিয়া পুনর্ব্বার সেই দূতকর্ত্তৃক

পৃথ্বীতলে অবতীর্ণ হন। তিনি বাইবল্ হইতে সমূহ ধর্ম্মনীতি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার স্বকৃত বলিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কি রূপে দেশ হইতে প্রতিমা পূজার প্রথা উন্মূলিত হইবে, তন্নিমিত্ত তিনি সর্ব্বদাই তদ্বিপক্ষে উপদেশ এবং বক্তৃতা প্রদান করিতেন। তিনি বাইবল অন্তর্গত দশাজ্ঞার ভূয়সী প্রশংসা বাদন করিতেন; এবং কখন কখন যীশু খ্রীষ্টকে মনুষ্যের ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

কেহ কেহ কহেন যে, পূর্ব্বোক্ত গুপ্ত সভাসমূহের-উৎসাহেই এইসকল ব্যাপার সম্ভূত হইয়া থাকিবে; আবার কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে, যে সকল মিসনরিগণ চীনে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচলিত করণার্থ কত শত বৎসর চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের পরামর্শেই এই সকল ঘটিয়াছে।

এইরূপে বিদ্রোহিগণ বিবিধ প্রকারে রাজ্য লণ্ড ভণ্ড করিয়া ফেলিল। সম্রাট্ কোন ক্রমেই তাহাদিগকে দমন করিতে পারিলেন না। এদিকে কাণ্টনে ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দে ইংরাজদিগের সহিত ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইল। চৈনীয়েরা কাণ্টন নদীতে এক জন ব্রিটিস্ কর্ম্মাধ্যক্ষ [illegible] এক

ইংরাজী পোত আক্রমণ করে, তাহাতে ইংরাজরা সাতিশয় কুপিত হইয়া চৈনীয়দের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। এই সংবাদ ইংলণ্ডে প্রেরিত হইলে তত্রত্য অধ্যক্ষগণ ১৮৫৭ অব্দে লর্ড এল্‌গিন্‌কে এই উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক চীনে প্রেরণ করিলেন, যে. তিনি তথায় উপনীত হইয়া, চৈনীয়দের সহিত যথেষ্ট লাভজনক এক সন্ধি স্থাপন করিবেন, এবং তাহা না হইলে সাহসপূর্ব্বক বলবীর্য্য প্রকাশ করিয়া যুদ্ধ করিবেন। তিনি চীনে উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন ভারতবর্ষে ঘোরতর বিদ্রোহ উপস্থিত। চৈনীয়দের বিপক্ষে যে সকল সৈন্য নিযোজিত হইয়াছিল, তাহাদের কিয়দংশ কলিকাতায় প্রেরিত হইল; এবং স্বয়ং এল্‌গিন্‌কে হংকং পরিত্যাগপূর্ব্বক লর্ড্ ক্যানিঙ্গের সাহায্যার্থ এতদ্দেশে আগমন করিতে হইল। অনন্তর সেই বৎসরের শেষেই, তিনি চীনে প্রতিগমন করিয়া ইংরাজদের যে সকল ক্ষতি হইয়াছিল, তৎপূরণার্থ চৈনীয়দের নিকট দাওয়া করিলেন। কমিসনর ইয়ে তাহা অস্বীকার করিলে, এল্‌গিন্ কাণ্টন আক্রমণ পূর্ব্বক অধিকার করিলেন। তদনন্তর তিনি বেরন্ গ্রস্ নামক ফরাসি রাজদূতের সহিত সম্মিলিত হইয়া, এক দল সু-

সজ্জিত সৈন্য সমভিব্যাহারে পিকিঙ্গের নিকটে গমন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এবং পীহো নদীর সাগর সংগমে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, নদী তীরদ্বয়ে ব্যূহসমূহ দ্বারা দৃঢ়রূপে রক্ষিত রহিয়াছে। সমরপোতাধ্যক্ষ সার্ এম্ সেম্মার্ ঐ সকল দুর্গ জয় করিলে ব্রিটিস্ সৈন্য টীঙ্কিনে উপনীত হইল। তথায় চৈনীয় কমিসনরগণ আগমন করত ইংরাজী অধিনায়ক গণের সহিত সাক্ষাৎ করিল, এবং ইংরাজদের দাওয়ানুসারে সন্ধির প্রসঙ্গ করিলে, ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দের ২৬ সে জুন্ মাসে তাহা টীঙ্কিনে সংস্থাপিত হইল।

এই উনবিংশ শতাব্দীতে টীঙ্কিনের সন্ধি এক প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা। ইহাদ্বারা চীনরাজ্য মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলের ইউরোপীয় সভ্যতা প্রবেশের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে। এই সন্ধিতে যে সকল নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়, তদ্দ্বারা ইংরাজদের অনেক উপকার দর্শিয়াছে। তাহাদের মধ্যে প্রধান২ নিয়মগুলি নিম্নে প্রকটিত হইল; ১ম, বাণিজ্যের নিমিত্ত নূতন বন্দরসকল মুক্ত থাকিবে; ২য়, খ্রীষ্টধর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে উপাসিত, ও চৈনীয় খ্রীষ্টিয়ানরা সুরক্ষিত হইবে; ৩য়, এক জন ব্রিটিস্ কর্ম্মাধ্যক্ষ রাজপ্রতি-

নিধি স্বরূপে পিকিনে বাস করিবেন। এক্ষণে চীনরাজ্য যে ক্রমশঃ সভ্য হইবে, তাহার উপক্রম হইয়াছে; এবং তথায় বাষ্পীয় যন্ত্রাদি, ও তড়িৎ-বার্ত্তাবহেরই ব্যবহারও অতি স্বরায়ই প্রচলিত হইবে।

১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দে চৈনীয়রা হাংফুর অনুমত্যনুসারে টীঙ্কিনের সন্ধি বিশিষ্ট করিয়া ইংরাজদিগের বিপক্ষে অভ্যুত্থিত হইল। ইংরাজরা ফরাসিদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া সম্রাটের প্রতিপক্ষে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। সার্ হোপ্ গ্র্যাণ্ট্ ক্রমে চৈনীয়-দের অসংখ্য সৈন্য নিহত করিয়া টাকু দুর্গ আক্রমণ করিলেন; তাহাতে সম্রাট্ সাতিশয় ভীত হইয়া অগত্যা সন্ধির প্রসঙ্গ করিলে, তাহা ১৮৬০ অব্দে এই নিয়মে পিকিনে স্থাপিত হইল, যে, বৈদেশিক বণিকেরা যদিচ্ছাক্রমে চীনের নগর সকলে প্রবিষ্ট হইয়া পণ্যাদি ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিবে, এবং চৈনীয়রাও স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে বিদেশে গমনাগমন করিতে পাইবে। ঐ সন্ধি স্থাপনের পর ইংরাজরা চৈনীয়দের অধ্যক্ষ ইয়েকে কলিকাতায় আনয়ন করিয়াছিল।

অনন্তর ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে অগাষ্ট মাসের দ্বাবিংশ দিবসে হাংফুং ত্রিংশত্তম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তদীয় যেহল্ নামক উদ্যানে প্রাণত্যাগ করিলেন। তৎকালে তাঁহার পুত্র টুংছি সাতিশয় বালক ছিলেন; কিন্তু, সে যাহা হউক, টুংছি ছেচুন্ উপাধি ধারণ করিয়া রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। তিনি নাবালক বলিয়া, তাঁহার খুল্লতাত যুবরাজ কং স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণপূর্ব্বক রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন। ইনি এক জন অতি বিচক্ষণ ও সুচতুর পুরুষ। তিনি, বিদ্রোহিদিগকে সময়ে সময়ে প্রভূত পরাক্রম ধারণ করিতে দেখিয়া, ইংরাজদিগকে তদীয় প্রণয়পাশে আবদ্ধ করত, তাহাদের সৈনিক পুরুষদ্বারা চীন সৈন্যগণকে রণশিক্ষা দিয়া থাকেন। দুই বৎসর কাল বিদ্রোহিগণ অধিক অনিষ্ট করিতে পারে নাই।

১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে তাহারা নান্কিনের অভ্যন্তরে একত্র হইয়া সম্রাট্ বিপক্ষে অভ্যুত্থিত হয়। সম্রাট্ তদীয় সেনাপতি ছেংক্যোচানুকে বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে তাহাদের বিপক্ষে প্রেরণ করিলে, তিনি অতি শীঘ্র আগমন করিয়া নান্কিন্ অবরোধ করিলেন;

এবং বিপক্ষের সহিত ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রায় এক পক্ষ পর্য্যন্ত ভয়ানক যুদ্ধ হয়; পরিশেষে সম্রাটসৈন্য জুলাই মাসের ত্রয়োবিংশ দিবসে বিদ্রোহিদিগকে সম্পূর্ণ পরাভূত করিয়া নান্‌কিন্ অধিকার করিল। এই যুদ্ধে বিপক্ষের প্রায় এক লক্ষ লোক বিনষ্ট হয়। বিদ্রোহি-প্রধান চাং বাং পলায়ন করিলেন, কি নিহত হইলেন, তাহার নিশ্চয় হয় নাই।

এক্ষণে আর কুত্রাপি বিদ্রোহ দৃষ্ট হয় না। যে নান্‌কিন্ নগর পূর্ব্বে বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী ছিল, এক্ষণে তাহা অরণ্য সদৃশ হইয়াছে। যে সকল বীরপুরুষ এই সংগ্রামে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, সম্রাট্ তাঁহাদিগকে উচ্চ২ পদসকল প্রদান করিয়া, তাঁহাদের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

তৃতীয় প্রকরণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চীনের শাসনপ্রণালী।

রাজপ্রভুত্ব।

মহীমণ্ডল মধ্যে এমন কোন নৃপতি নাই, যিনি চীন সম্রাট্ সদৃশ স্বকীয় সাম্রাজ্যোপরি অমিত পরাক্রম, ও অতুল প্রভুশক্তি বিস্তার করেন। ইঁহার ক্ষমতার ইয়ত্তা নাই; ইনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, কাহারও তন্মতের বিপক্ষতাচরণে সামর্থ্য হয় না। এতন্নিবন্ধন চীন রাজ্য বিলক্ষণ নায়কতন্ত্র হইয়া রহিয়াছে।

রাজ্য সংক্রান্ত কোন কার্য্যই তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে সম্পাদিত হয় না। চৈনীয়রা সম্রাট্কে 'তীন্-ছাই' অর্থাৎ স্বর্গ-পুত্র বলিয়া দেবভক্তি সহকারে তাঁহাকে পূজা করে। সমস্ত রাজ্য মধ্যে তাঁহার আজ্ঞা ঈশ্বর-প্রেরিত বোধে মুহূর্ত্তকাল

মধ্যে প্রচারিত ও প্রতিপালিত হয়। চীন রাজ্যের সংস্থাপনাবধি সম্রাট্‌গণ এই রূপ অসীম ক্ষমতা ধারণ করিয়া আসিতেছেন ; এবং সময়ে সময়ে যে সকল রাজদ্রোহ ও রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়াছিল, তদ্দ্বারা ক্ষমতার হ্রাস না হইয়া, বরং বৃদ্ধি হওত ক্রমশঃ দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে।

সম্রাট্‌ই রাজকর্ম্মচারিদিগকে নিযুক্ত ও বিযুক্ত করিয়া থাকেন, তৎকার্য্যে অপর কাহারও হস্তক্ষেপের ক্ষমতা নাই। ইউরোপীয় প্রথানুসারে চীনে কোন কর্ম্মপদ বা সম্মান পণ্য দ্রব্যের ন্যায় বিক্রীত হয় না ; বিদ্যা বা উপযুক্ত্যই সম্মান লাভের একমাত্র সুপন্থা। এই রীত্যনুসারে সম্রাট্, তাঁহার উত্তরাধিকারির নিমিত্ত, তদীয় সন্তানগণের মধ্য হইতেই হউক, অথবা তদীয় অসংখ্য প্রজাপুঞ্জের মধ্য হইতেই হউক যে কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করিতে পারেন।

কিন্তু এই সম্রাট্ নির্ব্বাচিত উত্তরাধিকারী উত্তর কালে স্বীয় চিত্তদৌর্ব্বল্য, কিম্বা রাজনামের কোন রূপ অযোগ্যতা প্রদর্শন করিলে, তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত হন; এবং অপর একজন অপেক্ষাকৃত যোগ্যতর পুরুষ তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন।

চৈনীয়রা কুলীন, ও সামান্য, এই দুই পদে বিভক্ত; ফলতঃ কুলীন পদ পুরুষানুক্রমিক নহে। এই পদবীস্থ লোকসকল মান্দারিন্ নামে খ্যাত। ঐ সকল মান্দারিন্ আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, পণ্ডিত মান্দারিন্, ও সাংগ্রামিক মান্দারিন্। রাজ্যের শাসনসম্পর্কীয় সমুদয় কার্য্য উক্ত পণ্ডিত মান্দারিন্সমূহ দ্বারাই নিষ্পাদিত হয়; এবং সাংগ্রামিক মান্দারিন্গণ সর্ব্বদা সংগ্রামাদি কার্য্যেই বিরত থাকেন। এই সকল মান্দারিন্গণই সময়ে সময়ে আবশ্যকমত সম্রাটের সহিত তর্ক-বিতর্ক, ও তন্মতের প্রতিবাদ করিতে পারেন।

চৈনীয়রা তাহাদের রাজ্যকে একটী সুবৃহৎ পরিবার স্বরূপ জ্ঞান করে; এবং কহে যে, সম্রাট্ এই পরিবারের পতিস্বরূপ, তাঁহাকে অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন, এবং পিতৃস্নেহ সহকারে রাজ্য শাসন করা কর্ত্তব্য। রাজপুত্র বিদ্যাভ্যাস কালীন এই সকল সুনীতি উত্তম রূপে শিক্ষা করেন। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, ঈদৃশ সুশিক্ষিত রাজপুত্র যখন সম্রাট্ পদাভিষিক্ত হইয়া রাজ্যভার ধারণ করিবেন, তখন যে তিনি সুশৃঙ্খলে রাজ্যশাসন করিয়া, তদীয় প্রজাপুঞ্জের যথেষ্ট

প্রীতিভাজন হইবেন, তাহার সন্দেহ কি ? বস্তুতঃ চীনে যতগুলি সম্রাট্ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেকেই সুবিদ্বান, এবং সদাচারী ছিলেন।

সৈন্য, সাংগ্রামিক শিক্ষানৈপুণ্য, সেনা সমূহের অস্ত্র শস্ত্র, বিবিধ দুর্গ, ইত্যাদি।

চীনরাজ্যের সৈন্যদলের সঠীক সংখ্যা বর্ণন করা অতীব সুকঠিন। ব্যারো সাহেব কহেন, যে, তথায় সর্ব্বসমেত দশ লক্ষ পদাতিক, ও অষ্ট লক্ষ অশ্বারোহী প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রাজ্যের উৎকৃষ্ট সেনাসকল উদীচ্য প্রদেশত্রয় হইতেই সংগৃহীত হয়, এবং ইহারাই সর্ব্বদা সুসজ্জিত হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। অন্যান্য প্রদেশসমূহ হইতে যে সকল সৈন্য নির্ব্বাচিত হয়, তাহারা এক প্রকার মিলীসিয়া, অর্থাৎ তাহারা সর্ব্বদা রণ-সজ্জায় সজ্জিত না থাকিয়া নিজ নিজ পরিবার সহ সামান্য প্রজার ন্যায় বসবাস করে। ইহারা প্রত্যেকে জায়গীর স্বরূপ

এক এক নিষ্কর ভূমি প্রাপ্ত হয়; যাহারা দারপরিগ্রহ করে, তাহারা কখন স্থানান্তরিত হয় না। ইহারা কদাচিৎ সাধারণ সৈন্যদলে সম্মিলিত হইয়া থাকে; রাজ্য মধ্যে কখন কোন ভয়ানক বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, যখন উপর্য্যুক্ত উৎকৃষ্ট সৈন্যগণ দ্বারা তাহার দমন না হয়, তখনই কেবল ইহাদিগকে রণ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া বিদ্রোহানল নির্ব্বাণার্থ গমন করিতে হয়। নতুবা অন্যান্য সময়ে তাহারা সেনা বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।

সৈন্যগণের পরিচ্ছদ সকল প্রদেশে সমান নয়। অশ্বারোহী সৈন্যর মস্তকে চর্ম্মনির্ম্মিত শিরস্ত্রাণ, বক্ষঃস্থলে সাঁজোয়া, হস্তে দীর্ঘ শূল, এবং কটিদেশে বৃহদসিবদ্ধ দৃঢ় কটিবন্ধ ব্যবহার করে। পদাতিক সৈন্যগণের মধ্যে কেহ কেহ বর্শা ও খড়্গ ধারণ করে; এবং কেহ কেহ বন্দুক ও ধনুর্ব্বাণ ব্যবহার করিয়া থাকে।

চীনে অতি পূর্ব্বকালাবধি কামানের ব্যবহার প্রচলিত আছে; কিন্তু মধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীতে তাহা একেবারে লুপ্ত হইয়াছিল। পরে ইউরোপীয়েরা চীনে আগমন করিয়া তথায় কামানের ব্যবহার পুনরুদ্ভাবিত করিয়াছেন।

চৈনীয়রা এক্ষণে ইহাদের নিকট হইতে প্রাসাদাদি নির্ম্মাণের আধুনিক প্রণালী অনুসারে দুষ্প্রবেশ্য নগর ও দুর্ভেদ্য দুর্গসকল নির্ম্মাণ করিতে শিক্ষা করিয়াছে। দুর্গসকল অসংখ্য সৈন্যদ্বারা রক্ষিত হয়; এবং তাহারা স্থান বিশেষে সন্নিবেশিত হওয়াতে বিলক্ষণ দুক্ক্রম্য ও সবল রহিয়াছে।

চীন রাজ্য স্বভাবতই দুষ্প্রবেশ্য; দক্ষিণ ও পূর্ব্বপার্শ্বে রত্নাকর রক্ষা করিতেছেন; পশ্চিম পার্শ্ব পর্ব্বতাদিদ্বারা পরিবেষ্টিত; এবং উত্তরদিকে এক দুর্লঙ্ঘ্য অদ্ভুত প্রাচীর নির্ম্মিত রহিয়াছে। এই প্রাচীর চৈনীয়দের এক অবিনশ্বর শিল্প-কীর্ত্তি। অধিক কি বলিব, মিসর দেশীয় পিরামিড্‌সকলও ইহার সহিত তুলনা করিলে অতীব সামান্য বোধ হয়।

রাজ্যমধ্যে সামান্য বংশে যে সকল তাতার জন্ম গ্রহণ করে, তাহারা সকলেই সৈন্যদলে সন্নিবেশিত হয়। সম্রাট্‌কে ও প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত তাতারকে বাল্যকালাবধি অশ্বারোহণ, ধনুর্ব্বাণ ধারণ, এবং অসি ও শূলসমূহ সঞ্চালন করিতে শিক্ষা করিতে হয়।

রাজকীয় ব্যবস্থাবলী।

চীনের রাজকীয় ব্যবস্থাসকল অতিশয় প্রাচীন; এরূপ কিম্বদন্তী আছে, যে, তাহারা সাধারিণ জল-প্লাবনেরও পুর্ব্বে সংস্থাপিত হইয়াছে। চীন রাজ্য প্রণেতা ফোহির উত্তরাধিকারী সিন্নং রাজ্যশাসনের নিয়মসকল প্রথম প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন; এবং প্রসিদ্ধ ইয়াও ফৌজদারি ব্যবস্থাসকল সংস্থাপনের সূত্রপাত করিয়া যান। অতঃপর তৎপরবর্ত্তী ভিন্ন২ বংশীয় সম্রাট্‌গণ রাজ্য শাসনের নূতন নূতন নিয়মসকল সংস্থাপনে কেহ সমধিক, ও কেহবা স্বল্প পারদর্শিতা ও বিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন; এতন্নিবন্ধন চীনের শাসনকর্ত্তাদিগকে এক প্রকার ব্যবস্থাপকের জাতি বলিলেও বলা যায়। এই বিষয়ে ইউরোপের সহিত চীনের তুলনা করিলে এই প্রতীতি হয়, যে, চীনে কত শত শত জাষ্টিনিয়ান্ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইউরোপে কেবল এক জন।

চৈনীয়রা অধিকাংশ দেওয়ানি ব্যবস্থা সকল তাহাদের প্রাচীন নীতি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া লইয়াছে।

বিবাহ ব্যাপারের নিয়ম সকল অতীব বিস্তীর্ণ। চৈনীয়রা একটী মাত্র স্ত্রীকে ব্যবস্থানুসারে বিবাহ করিতে পারে; কিন্তু সেই স্ত্রী পতির সহিত সমবংশোদ্ভূত না হইলে বিবাহ সম্পন্ন হয় না। তদ্ভিন্ন চৈনীয়রা অনেক উপস্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে। ঐ সকল উপস্ত্রী উক্ত প্রধানা স্ত্রীর অধীনে থাকিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট মান্য ও ভক্তি করে; এবং তাহাদের সন্তান সন্ততিসকল তাঁহারই সন্তান বলিয়া পরিচিত হয়।

কি পতিহীন, কি পত্নীহীন, উভয়ই পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু ঐ পুনর্বিবাহের সময়ে তাহাদিগকে অধিক নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয় না। পুত্রবতী বিধবার উপর কাহারও কর্ত্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা নাই, তিনি যথেষ্ট স্বেচ্ছাচারিণী; কিন্তু পুত্রবিহীনা বিধবাদিগের বিশেষ প্রতিপত্তি নাই।

চৈনীয়রা স্ত্রীর ভ্রষ্টাচারিত্বে, সাতিশয় অবাধ্যতায়, বন্ধ্যাত্বে, কোন পৈতৃক রোগ সত্ত্বে, কিম্বা পরস্পর প্রীতিভঙ্গে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারে। স্ত্রী যদি স্বামিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরিবার হইতে প্রস্থান করে, তাহা হইলে স্বামী তন্নামে অভিযোগ করিলে স্ত্রীর দণ্ড বিধান হয়; এবং তদবধি স্বামী

তাহাকে আর স্ত্রী বলিয়া সম্বোধন করেন না, ক্রীতদাসীর ন্যায় তাহার প্রতি ব্যবহার করেন।

স্বামী বিনাকারণে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলে দণ্ডনীয় হন; এবং তিনি যদি তিন বৎসর কাল স্ত্রী-বিরহিত হইয়া কালযাপন করেন, তাহা হইলে সেই স্ত্রী মান্দারিন্‌গণকে তদ্বিষয় পরিজ্ঞাত করিয়া, অন্য এক স্বামী গ্রহণ করিতে পারে।

যদি কোন যুবাপুরুষের সহিত কোন স্ত্রীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া, পরস্পর উপঢৌকনাদি প্রদান ও গ্রহণ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই স্ত্রী পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে না; যদি করে, তাহা হইলে রাজনিয়মানুসারে সে উদ্বাহক্রিয়া বৃথা ও নিষ্ফল হয়।

পণ্ডিত মান্দারিন্‌গণ তাঁহাদের শাসনাধীন প্রদেশীয় কোন কন্যাকে বিবাহ করিতে পারেন না; যদি করেন, তাহা হইলে সে বিবাহ নিষ্ফল হয়, ও তাঁহারা দণ্ড প্রাপ্ত হন।

প্রত্যেক বাটীর কর্ত্তাকে তদীয় পুত্র কলত্রাদির চরিত্রের নিমিত্ত দায়ী হইতে হয়। পিতার মৃত্যু পর্য্যন্ত পুত্র নাবালক থাকে। মাতার দান-পত্র করিবার ক্ষমতা নাই। রাজনিয়মানুসারে পোষ্য-

পুত্র গ্রহণের অনুমতি আছে। সন্তানেরা পিতার বিষয়াধিকারী হয় বটে, কিন্তু তাঁহার ন্যায় সম্ভ্রমাদির অধিকারী হইতে পারে না।

চীনে দাস দাসী ক্রয় বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত আছে; পরন্তু স্বামী কেবল তাঁহার সেবার নিমিত্তই উহাদের উপর প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে পারেন। কৃষকগণ কখন চাষের সময় রাজকর প্রদানের নিমিত্ত কষ্ট প্রাপ্ত হয় না।

চীনের দেওয়ানি ব্যবস্থা সকল এই প্রকার। ফৌজদারি বিচারালয়ের অধ্যক্ষগণ সাতিশয় দীর্ঘসূত্র; অল্পকাল মধ্যে তাঁহারা বিচার নিষ্পত্তি করেন না। ফলতঃ ইহাতে এই এক উপকার দর্শে, যে, তদ্দ্বারা নিরপরাধী ব্যক্তি মিথ্যাপবাদিত হইয়া বিচারালয়ে আনীত হইলে, সে পরিত্রাণ পাইতে পারে; কারণ সময় সত্যকে প্রকাশ করিয়া দেন।

প্রত্যেক অপরাধী ব্যক্তি পাঁচ ছয়টি বিচার সভায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষিত হয়; এবং বিচারপতিগণ কেবল অপরাধির পরীক্ষা লইয়া ক্ষান্ত হন না, বাদী ও সাক্ষিগণকেও তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করেন।

চৈনীয় কারাগার সকল নিতান্ত অন্ধকূপ সদৃশ নহে, তাহারা যথেষ্ট বিস্তীর্ণ ও পরিষ্কার ; এবং তথায় আহার নিদ্রার বিলক্ষণ সুবিধা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারাগারসমূহের পর্য্যবেক্ষণ, ও বন্দিব্যূহের তত্ত্বাবধারণের নিমিত্ত এক জন মান্দারিন্ নিযুক্ত আছেন।

অপরাধির দোষানুসারে দণ্ডবিধান হয়। কিন্তু কোন কোন স্থলে লঘু দোষে গুরুদণ্ডও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সকল দণ্ডের মধ্যে অপরাধির পদতলে প্রহার করা রূপ দণ্ডই সর্ব্বাপেক্ষা লঘু-তর ; ইহা স্বল্প দোষ সংশোধনার্থই ব্যবহৃত হয়। ইহাতে যে যষ্টির ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা এক গাছা পাত্‌লা বাখারী, তাহার অধোভাগ প্রশস্ত, এবং অগ্রভাগ মার্জ্জিত।

কাষ্ঠ-গলাসী রূপ এক প্রকার দণ্ডের ব্যবহার আছে, তাহা সাতিশয় ক্লেশদায়ক। এই গলাসী দুইখানি কাষ্ঠ ফলকে প্রস্তুত হয়। ইহাদের প্রত্যেকের এক ধারের মধ্যভাগ এরূপে ছেদিত, যে, সেই দিকে দুই খানি একত্র করিলে ঈদৃশ এক ছিদ্র হয়, যে, তাহাতে মনুষ্যের গলদেশ সংস্থা-পনোপযোগী যথেষ্ট স্থান থাকে। ঐ ফলকদ্বয়

অপরাধির স্কন্ধদ্বয়ে স্থিত হইয়া, এরূপে সংযোজিত হয় যে, সে ব্যক্তি পদদ্বয় অবলোকন ও মুখ দেশে হস্ত প্রদান করিতে পারে না। তখন অপর লোকের সাহায্য ব্যতিরেকে স্বয়ং আহার করিবার সামর্থ্য থাকেনা। ঐ গলাসী স্কন্ধে করিয়া শয়ন করা, ও তাহার ভারপ্রযুক্ত অধিকক্ষণ দণ্ডায়মান থাকা যায় না। ইহা অপরাধ বিশেষে পঞ্চবিংশতি সের অবধি একশত সের পর্য্যন্ত গুরু হয়; এবং অপরাধিকে অহর্নিশি এই ভার বহন করিতে হয়। দস্যুবৃত্তি, শান্তিভঙ্গ, কোন পরিবারের বিরক্তি সাধন, জুয়া খেলন ইত্যাদির পক্ষে এই শাস্তির স্থায়িত্ব তিন মাস।

অপর যে সকল অপরাধ নরহত্যাপেক্ষা লঘুতর, তাহা তাতার দেশে বহিষ্করণ, রাজকীয় পোত সমূহ বহন, জ্বলনোত্তপ্ত লৌহ দ্বারা গণ্ডদেশ অঙ্কিত করণ ইত্যাদি দ্বারা দণ্ডিত হইয়া থাকে।

যদি কেহ স্বীয় পিতৃব্যের মিথ্যাপবাদ ঘোষণা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি শ্বাস বন্ধ দ্বারা হত হয়; আর যথার্থ অপবাদ করিলে বাখারী দ্বারা শতাঘাত প্রাপ্ত হয়, এবং তিন বৎসরের নিমিত্ত নির্ব্বাসিত হয়।

পরদার রূপ মহাপাপের দণ্ড অতীব গুরুতর। এই অপরাধিদ্বয়ের মধ্যে সম্পর্কের নৈকট্য ও আন্তর্য্যানুসারে তাহারা শাস্তি প্রাপ্ত হয়।

গুরুজনের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্মানুষ্ঠানের ত্রুটি হইলে, বাখারী দ্বারা শতাঘাত রূপ তাহার দণ্ড নিরূপতি আছে। তাঁহাদের প্রতি দুর্ব্বাক্যপ্রয়োগ করিলে, শ্বাসবন্ধদ্বারা অপরাধির প্রাণবধ হয়; তাঁহাদের প্রতি হস্তোত্তোলন করিলে, মস্তকচ্ছেদিত হয়; এবং আঘাত অথবা অঙ্গহীন করিলে, অগ্ন্যুত্তপ্ত রক্তবর্ণ সন্দংশিকা দ্বারা অপরাধির মাংস সকল অস্থি হইতে বিভক্ত, ও তাহার সমস্ত শরীর সহস্র খণ্ডে ছেদিত হইয়া থাকে।

সমাধি মন্দির পবিত্র বলিয়া তদ্রক্ষার্থ বহুল নিয়ম প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে দণ্ডনীয় হইতে হয়।

কোন ব্যক্তি কলহ করিতে করিতে দৈবাৎ তাহার বিপক্ষের প্রাণহত্যা করিলে, সে শ্বাস রোধ দ্বারা হত হইয়া থাকে। প্রথমে চারি পাঁচ হস্ত দীর্ঘ একগাছা ফাঁসযুক্ত রজ্জু আনীত হইয়া অপরাধির গলদেশে স্থাপিত হয়; পরে বিচারালয় সম্বন্ধীয় দুই জন লোক সেই রজ্জু ভিন্ন ভিন্ন দিকে বল

পূর্ব্বক আকর্ষণ করত অকস্মাৎ তাহা পরিত্যাগ করে; এবং কিঞ্চিৎ পরে পুনর্ব্বার সেই রূপ করিলেই কার্য্য শেষ হয়।

চীনের কোন কোন প্রদেশে এই ব্যাপার এক প্রকার ধনুদ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। অপরাধী ক্ষিতিন্যস্ত জানু হইয়া উপবিষ্ট হইলে, তাহার গলদেশ ঐ ধনুর্গুণ দ্বারা আকৃষ্ট হয়; এবং ধনুর স্থিতিস্থাপকতা দ্বারা তাহা দৃঢ়রূপে বিমর্দ্দিত হইলে, শ্বাস রোধ ঘটিয়া তাহার প্রাণত্যাগ হয়।

চৈনীয়রা মস্তকচ্ছেদনরূপ দণ্ডকে সাতিশয় অপমানজনক জ্ঞান করে। যে সকল নরহন্তা হননেচ্ছায় একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠে, এবং নরহত্যা তুল্য দোষে দোষী এমন দুরাত্মারা এই দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অপরাধিকে সহস্রখণ্ডে ছেদন করা, চীন ব্যতীত অন্যত্রে দৃষ্ট হয় না। বিদ্রোহি প্রজা ও পিত্রঙ্গ হন্তা ব্যক্তিবর্গই এই বিষম দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, অপরাধী এক স্তম্ভে আবদ্ধ হইলে, জল্লাদ একখান সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা তাহার মস্তকের ত্বক্ ছাড়াইয়া চক্ষুর্দ্বয় পর্য্যন্ত আকর্ষণ করে; তৎপরে তাহার সর্ব্ব শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন

করিতে থাকে; এবং যদবধি ঐ ঘাতক ক্লান্ত না হয়, তদবধি সে এই ভয়ঙ্কর কার্য্য হইতে নিরস্ত হয় না।

চীনে অপরাধিগণ সামান্য সামান্য দোষে যে-রূপ নিদারুণ শাস্তিসকল প্রাপ্ত হয়, এমন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কারাবদ্ধ করা একেবারে দণ্ড বলিয়াই বিবেচিত হয় না; যদবধি বিচারপতি অপরাধির প্রতি দণ্ডাজ্ঞা প্রচার না করেন, তদবধি তাঁহাকে কারাবদ্ধ থাকিতে হয়।

কেহ কাহারও রক্তপাত করিলে গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত হয়। ডাইন, ও হননেচ্ছায় বিষপ্রয়োক্তা-দিগের প্রতি বধ-দণ্ডের বিধান হইয়া থাকে। সাতিশয় সুরাপায়ী, ও কলহেপ্সু লোকসকলও সমুচিত শাস্তি প্রাপ্ত হয়।

রাজ-প্রতিকূলাচারী, ও ষড়যন্ত্রকারী ব্যক্তিগণ তাহাদের সঙ্গিগণকে প্রকাশ করণার্থ যাদৃশ দুঃসহ বিষম যন্ত্রণাসকল প্রাপ্ত হয়, তাহা ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য।

অবলাগণ নরহত্যা অথবা ব্যভিচার দোষে দূষিত না হইলে, কখনই কারাবদ্ধ হয় না।

চীনে জুরিদ্বারা ফৌজদারি বিচারালয়ের বিচার

হয় না, বিচারপতি দ্বারাই তাহা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। সম্রাটের অনুমতি ব্যতিরেকে অপরাধির প্রাণদণ্ড হয় না; তিনি ইচ্ছা করিলে তাহাকে ক্ষমা করিতে পারেন, কিন্তু সর্ব্বদা তাহা করেন না। বধদণ্ডোপযুক্ত অপরাধী যদি কোন প্রাচীন বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী হয়, তাহা হইলে সে রাজনিয়ম অথবা দেশীয় ব্যবহারানুসারে প্রাণদান পায়।

কারারক্ষক বন্দিগণের প্রতি অত্যাচার বা নৃশংস ব্যবহার করিলে; কোন সামান্য বিচার-পতি অপরাধির প্রতি নিয়মের অতিরিক্ত দণ্ডের বিধান করিলে; কোন প্রধান বিচারপতি চলিত নিয়মসমূহের কাঠিন্য বৃদ্ধি করণার্থ ক্ষমতা প্রকাশ করিলে, তাঁহারা সকলেই সাতিশয় গুরুতর দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; এবং তাঁহাদের দণ্ডের মধ্যে পদচ্যুতরূপ দণ্ডই সর্ব্বাপেক্ষা লঘুতর।

নগর রক্ষার্থ শাসন।

চীনের প্রত্যেক নগর ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশেই এক এক জন কর্ম্ম-

চারী নিযুক্ত আছে; সেই স্থানে কোনরূপ বিঘ্নোপস্থিত হইলে, তাঁহাকে তাহার দায়ী হইতে হয়। কোন অবিহিতাচার ঘটিলে যথাযোগ্য তত্ত্বানুসন্ধানপূর্ব্বক তাহার প্রতিকার করা, অথবা মান্দারিণ্ শাসনকর্ত্তাদিগকে তাহা অবগত করা, এই সকল বিষয়ে তাঁহার অনবধানতা সপ্রমাণ হইলে, তিনি দণ্ডনীয় হন।

পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, প্রত্যেক বাটীর কর্ত্তাকে তদীয় সন্তানাদি ও পরিচারকবর্গের চরিত্রের নিমিত্ত দায়ী হইতে হয়; কারণ প্রাণদান ও প্রাণ-দণ্ড ব্যতিরেকে তাহাদের উপর তাঁহার অপর সর্ব্বপ্রকার প্রভুত্ব প্রকাশের ক্ষমতা আছে।

ডাকাইতি ও গৃহদাহ সময়ে সকল প্রতিবাসি-কেই পরস্পরকে যথাসাধ্য সাহায্য ও আশ্রয় প্রদান করিতে হয়।

প্রত্যেক নগরের চতুষ্পার্শ্বে সমূহ তোরণ নির্ম্মিত আছে। রাজপথ সকল অতিশয় প্রশস্ত; দক্ষিণ ও উত্তর প্রদেশের পথ সকল প্রস্তর মণ্ডিত। যে সকল উচ্চ পথদ্বারা রাজ্যের এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে গমনাগমন করা যায়, তাহারা প্রায় সকল স্থানেই সমতল। ইহাদের পার্শ্বদ্বয়ে প্রভূত

পর্ণ-পূর্ণ অত্যুচ্চ পাদপশ্রেণী সন্নিবেশিত আছে। শীত বাত্তাতপের আতিশয্য হইতে পান্থদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত পথিমধ্যে স্থানে স্থানে চাঁদনী নির্ম্মিত আছে। প্রধান প্রধান মার্গে অসংখ্য সুবিস্তীর্ণ পান্থ নিবাস দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু তথায় খাদ্য দ্রব্যের সাতিশয় অপ্রতুল। চীনে যান বাহনাদির সাতিশয় সুবিধা; পর্য্যটকেরা দ্রব্য সামগ্রী স্থানান্তর করিতে অণুমাত্রও কষ্ট প্রাপ্ত হয় না।

রজনী আগতা হইলে রাজপথ সকল অবরুদ্ধ হয়। নিশি ভ্রমণ নিবারণ জন্য স্থানে স্থানে প্রহরী সকল নিযুক্ত আছে। নগরের বহির্ভাগে প্রহরিগণ অশ্ব পৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করে। এই রূপ নিয়ম সকল প্রচলিত থাকাতে নগর সমস্ত সুশাসিত রহিয়াছে। কদাচিৎ কোন ব্যক্তিকে শাসন কর্ত্তাদের হস্তে পতিত হইতে দেখা যায়। চৈনীয় শাসনকর্ত্তারা কহেন, যে "রজনীযোগে রাজপথে নির্গত হইবার কোন কারণ বা আবশ্যকতা নাই, কারণ সমস্ত দিবস পরিশ্রম করিয়া রাত্রিকাল বিশ্রামেই অতিবাহিত করিবে"।

প্রত্যেক নগরস্থ তোরণে যে সকল প্রহরী

নিযুক্ত থাকে, তাহারা দিবস কালীন নগর প্রবেশ-কারী পান্থদিগকে সতর্কতা পূর্ব্বক পরীক্ষা করে; তন্মধ্যে কেহ বৈদেশিক সপ্রমাণ হইলে, সে তৎক্ষণাৎ কোন শাসন কর্ত্তার নিকটে নীত হয়; এবং তাঁহার কোন রূপ অনুমতি ব্যতিরেকে সে নিষ্কৃতি পায় না।

চৈনীয়রা যে কি নিমিত্ত বিদেশীয়গণকে চীনে প্রবেশ করিতে দেয় না, তাহার কারণ এই, তাহারা মনে করে, যে, বিদেশিদের সহিত গতিবিধি রাখিলে কালক্রমে চৈনীয় আচার ব্যবহার ও পর্ব্বোৎসব সকল পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে; সর্ব্বদাই বিবাদ, বিসম্বাদ, কলহ, দলাদলি, ও রাজদ্রোহ প্রভৃতি উপস্থিত হইবে; এবং ক্রমশঃ রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া উৎসন্ন প্রাপ্ত হইবে।

কেবল সৈনিক পুরুষেরাই সংগ্রাম সময়ে অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া সর্ব্ব সমক্ষে বহির্গত হইতে পারে; এবং যখন তাহারা পরীক্ষা দেয়, কিম্বা প্রহরি-কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, অথবা কোন মান্দারিনের অনুবর্ত্তী হয়, তখনও সে সকল ব্যবহার করিয়া থাকে। অপরাপর সময়ে তাহাদিগকে সামান্য নাগরিকের বেশ ধারণ করিতে হয়।

নগর মধ্যে বেশ্যাগণের বাস করিবার অনুমতি নাই; তাহারা কেবল নগরের বহির্ভাগেই বাস করিতে পারে। কিন্তু তথায় তাহারা যে বাটীসকল নিজ২ ব্যয়ে নির্ম্মাণ, অথবা তাহা ক্রয় করিয়া তন্মধ্যে বসবাস করিবে, তাহার নিয়ম নাই। কোন কোন লোক তাহাদের বাসের নিমিত্ত বাটী ভাড়া দিয়া থাকে। উহাদিগকে সর্ব্বদাই বেশ্যাগণের তত্ত্বাবধারণ করিতে হয়, এবং যদি কখন ঐ সকল বাটীতে কোন গোলমাল বা কলহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহারা তন্নিমিত্ত দায়ী ও দণ্ডনীয় হয়।

চীনের প্রত্যেক নগরেই 'টাংপৌ' নামক এক প্রকার ধনাগার সংস্থাপিত আছে। তথায় দ্রব্যাদি বন্ধক রাখিলে, মুদ্রা কর্জ্জ পাওয়া যায়। তত্রত্য কর্ম্মচারিগণ অধমর্ণের নাম ধাম কিছুই লিখিয়া লয় না, কেবল তাহার অবয়বের যথার্থ বর্ণনাটী লিখিয়া লয়। চীনে সচরাচর অর্থের কুশীদ শতকরা ত্রিংশৎ টাকার ন্যূন নয়; ইহাতে তথায় মুদ্রার যথেষ্ট অপ্রতুল সপ্রমাণ হইতেছে।

অল্প বয়স্ক যুবকেরা কখন আলস্যজনক আমোদ প্রমোদে কালাতিপাত করিতে পায় না।

বিদ্যাভ্যাসেই তাহাদের সমস্ত কাল অতিবাহিত হয়। এরূপে বিদ্যোপার্জ্জন করা যে অস্মদ্দেশীয় যুবকদিগের পক্ষে সাতিশয় কষ্টজনক, ও ঘৃণাকর, তাহা বলা বাহুল্য। যদি ঘটনাক্রমে এদেশে ঐ রূপ প্রথা প্রচলিত হয়, তাহা হইলে, বোধ হয়, তাঁহারা তাদৃশ দুঃসহ ক্লেশ স্বীকারপূর্ব্বক বিদ্যা ও জ্ঞানোপার্জ্জন করা অপেক্ষা যাবজ্জীবন মূর্খাবস্থাতেও কালযাপন করা শ্রেয়স্কর জ্ঞান করেন। কিন্তু যে দেশে বিদ্যাই সম্মান লাভের এক মাত্র উপায়, এবং যে স্থানে মূর্খতা সাতিশয় ঘৃণিত ও তুচ্ছীকৃত হইয়া থাকে, তথায় উৎসাহই সেই সকল কষ্ট, ও বিরক্তি দূরীকরণ করে।

রাজস্ব।

চৈনীয়রা মুদ্রা ভিন্ন অন্যান্য উপায়েও রাজকর প্রদান করে। গুটিকীট পালকেরা কর-মূল্য পরিমাণে রেশম, কৃষকগণ শস্য, ও উদ্যান রক্ষকেরা ফল মূল দিয়া থাকে।

এই প্রকার করগ্রহণে রাজ্যের কোন ক্ষতি বোধ হয় না; কারণ প্রত্যেক প্রদেশে যে সকল [illegible]রিন্, নগর-রক্ষক, প্রহরী, ও সৈন্যসামন্ত

প্রভৃতি বাস করে, তাহাদিগকে সর্ব্ব প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী প্রদান করিতে হইলে, সেই সেই প্রদেশে কর স্বরূপে যে সকল দ্রব্যসামগ্রী সংগৃহীত হয়, তৎসমুদায়ই ঐ সকল কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এবং যাহা উদ্বৃত্ত হয়, তাহা বিক্রীত হইয়া যে অর্থোৎপন্ন হয়, তাহা সম্রাটের ব্যবহারার্থ তদীয় ধনাগারে সঞ্চিত থাকে।

কর-স্বরূপে যে অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে, তাহার অধিকাংশ লবণের শুল্ক হইতে উৎপন্ন হয়। কোন বন্দরে পোতাদি প্রবেশ কালীন যে শুল্ক গৃহীত হয়, বিবিধ প্রকার বাণিজ্য ও শিল্প কার্য্যোৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রীর উপর যে শুল্ক নিরূপিত আছে, তৎ সমুদয় হইতে অর্থই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

রাজ্যের প্রয়োজনীয় ব্যয়াবশিষ্ট দ্রব্য সামগ্রীর কিঞ্চিদংশ ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ সঞ্চিত থাকে। রাজস্ব সম্বন্ধীয় প্রধান সভার অধ্যক্ষ প্রত্যেক প্রদেশ-প্রাপ্য কর, ভিন্ন ভিন্ন নগর-সঞ্চিত দ্রব্যাদি, ও সম্রাটের প্রধান প্রধান ধনাগারসকল বৎসরান্তে একবার পরিদর্শন করেন।

চীন সম্রাট্ কখন কর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করেন না। প্রজাগণ যে অবাধে ও নির্ব্বিঘ্নে স্ব স্ব ধন

সম্পত্তি সম্ভোগ করিবে, এবং কররৃদ্ধিরূপ বিষাদ জনক কদর্য্য উপায় অবলম্বন না করিয়া, কোন সুখকর উপায় দ্বারা রাজ্যের দুঃসময়ের অভাব সকল দূরীকৃত হইবে, ইহা তিনি রাজ্যের ও রাজার সাতিশয় গৌরব বলিয়া বিবেচনা করেন।

রাজ্যের সাম্বৎসরিক ব্যয় বড় অল্প নয়; সম্রাট্ আপন ইচ্ছায় এই সকল ব্যয়সাধন করেন। ব্যয়ের নিয়মসকল ঈদৃশ বুদ্ধি কৌশলসহকারে প্রতিষ্ঠিত, যে, দুঃসময় ব্যতিরেকে কখনই ব্যয় বৃদ্ধি হয় না।

চীনে যে মুদ্রা প্রচলিত আছে, তাহা একই প্রকার। ইহা তাম্র নির্ম্মিত, ও গোলাকার; এবং ইহার মধ্যদেশে একটী চতুষ্কোণ ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। ইহার এক পার্শ্বে কতকগুলি চৈনীয় শব্দ, ও অপর পার্শ্বে কতিপয় তাতার শব্দ লিখিত থাকে। পূর্ব্বে যে শ্বেতবর্ণ তাম্রের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, কোন২ প্রদেশের মুদ্রা সেই তাম্রে নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

চীন সম্রাট্ কখন এরূপ বিবেচনা করেন না, যে, রাজ্য মধ্যে স্বর্ণ অথবা রৌপ্য-মুদ্রাসকল প্রচলিত থাকিলে, রাজ্যের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয়। তথায় যে সকল স্বর্ণ এবং রৌপ্যের খনি আছে,

তন্মধ্য হইতে অত্যল্প মাত্রই ধাতু উত্তোলিত হয়। কিন্তু লৌহ, তাম্র, টিন, সীস প্রভৃতির যে সকল আকর আছে, তাহা হইতে সর্ব্বদাই ঐ সকল ধাতু উত্তোলিত হইয়া থাকে, কারণ তাহারাই অতীব প্রয়োজনীয় এবং ব্যবহার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

রাজ্যান্তরীয় অন্যান্য বিষয়িণী প্রস্তাবনা।

এই সুবিস্তীর্ণ রাজ্যের প্রতি প্রদেশের রাজধানীতে এক একটী রাজভবন আছে, তথায় তত্তৎ প্রদেশের রাজপ্রতিনিধি বাস করেন।

চীনে অতি পূর্ব্বকালাবধি বৃহদ্বৃহৎ পরিখা প্রচলিত হইতেছে। তদ্দ্বারা তত্রত্য কৃষিকার্য্যের সাতিশয় উপকার সাধন হয়; প্রত্যেক পরিখাতেই সুন্দর সুন্দর সেতু সকল নির্ম্মিত থাকাতে, স্থলপথে গমনাগমনের কিঞ্চিন্মাত্র ক্লেশ অনুভূত হয় না।

চৈনীয়রা কৃষিকার্য্যকে যে কতদূর সমাদর করে, তাহা ব্যক্ত করা যায় না। তাহারা এরূপ বিবেচনা করে যে, কৃষিকার্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক

সম্ভ্রমপ্রদ। তাহারা শস্যের অত্যল্পাংশ হইতেই মদ্য প্রস্তুত করিতে পারে; কিন্তু যদি কখন ফসলের কোন অমঙ্গল ঘটে, তাহা হইলে মদ্য চোয়ান একেবারে প্রতিরুদ্ধ হয়।

চীন সম্রাট্ বৎসরান্তে এক দিবস স্বহস্তে হল চালনদ্বারা কৃষকগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। এই ব্যাপারোপলক্ষে প্রতিবৎসর বসন্ত ঋতুর প্রারম্ভে এক মহোৎসব হয়। ঐ পর্ব্বাহের পূর্ব্ব তিন দিবস সম্রাট্, ও তাঁহার আনুষঙ্গিক কুলীনগণ অনশন থাকেন; এবং পর্ব্বারম্ভের প্রাক্কালে সম্রাট্ রাজধানীর অনতিদূরে এক উন্নত ভূমির উপরিভাগে ঈশ্বরোদ্দেশে বলি প্রদান করেন, এবং "ধরা শস্য পূর্ণা হউক" বলিয়া ঐকান্তিক চিত্তে প্রার্থনা করেন। তৎপরে তিনি রাজ্যের মহামহা কুলীনগণ সমভিব্যাহারে উক্ত উন্নত ভূমির পার্শ্ববর্ত্তী এক ক্ষেত্রে কর্ষণার্থ গমন করেন। নির্ব্বাচিত চল্লিশ জন কৃষক রাজলাঙ্গলে বলীবর্দ্দ যোজনা, ও সম্রাট্ ব্যবহার্য্য বীজসমূহ প্রস্তুতার্থ নিযুক্ত থাকে। সম্রাট্ স্বহস্তে লাঙ্গল ধারণপূর্ব্বক কিঞ্চিদ্দূর কর্ষণ করিলে, তদীয় অনুচর বর্গ তাঁহার দৃষ্টান্তানুগামী হয়েন। অনন্তর তিনি

সেই কৃষ্ট ভূমিতে সমূহ বীজ বপন করত উক্ত কৃষকদিগকে উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি বিতরণপূর্ব্বক বাটী প্রত্যাগমন করেন। এই ব্যাপার দ্বারা লোক সাধারণ যে কৃষিকার্য্যে যথেষ্ট প্রোৎসাহিত হয়, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

চীনের প্রতি প্রদেশেই অসংখ্য দাতব্য বিদ্যালয় স্থাপিত আছে। তথায় কি ধনহীন, কি ধনবান সকলেরই পুত্র সমতুল্যরূপে বিদ্যা শিক্ষা পায়; এবং অতীব নীচ বংশীয় যুবাসকল এতাধিক বিদ্যা বুদ্ধি লাভ করে, যে উত্তরকালে তাহারা এক এক জন মহল্লোক হইয়া উঠে। চীনে সর্ব্বদাই এইরূপ ঘটিয়া থাকে, যে, যে দেশে এক অতি সামান্য কৃষক অত্যল্প মাত্র ভূমিকর্ষণপূর্ব্বক তদুৎপন্ন ফসলেই যথাকথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাহার পুত্রকে সেই প্রদেশেরই শাসনকর্ত্তার পদে অধিরূঢ় হইতে দৃষ্টিগোচর হয়।

চৈনীয়রা যে তাহাদের শিশু-সন্তানদিগকে অনর্থক বধ করে, এইটী তাহাদের এক ভয়ানক দোষ, ও সাতিশয় ঘৃণাকর কুপ্রথা। ফলতঃ ইতর লোকদের মধ্যেই এই কুপ্রথার যথেষ্ট প্রাবল্য লক্ষিত হয়। এই নৃশংস ব্যবহার যে

চৈনীয়দের পৌত্তলিক ধর্ম্ম সংক্রান্ত কুসংস্কার হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য।

রাজ্যের সহিত যে কোন বিষয় কার্য্যের সম্বন্ধ আছে, তাহা সমাধা করিতে চৈনীয়রা কখনই অবহেলা করে না। পিকিনে "পিকিন গেজেট্" নামে এক উৎকৃষ্ট প্রাত্যহিক বার্ত্তাবহ প্রচলিত আছে, চৈনীয়রা তাহাকে সাতিশয় যত্ন করে। চীনের সর্ব্বত্রেই ইহা প্রেরিত ও গৃহীত হইয়া থাকে। সম্রাটের অনুমতি ব্যতিরেকে ইহাতে কিছুই লিখিত হয় না; এবং যদি কেহ এই রাজকীয় পত্রিকাতে কোন অলীক সংবাদ বর্ণনা করে, তাহা হইলে সে বধদণ্ড প্রাপ্ত হয়।

সমস্ত রাজকর্ম্মচারির চরিত্র ও কার্য্যদক্ষতা পরিদর্শনার্থ প্রতি প্রদেশেই এক এক জন পরিদর্শক নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা রাজপ্রতিনিধি, শাসনকর্ত্তা, বিচারপতি, ও অপরাপর রাজপুরুষের কর্ত্তব্যানুষ্ঠান বিষয়ে পর্য্যবেক্ষণ করেন; এবং কাহারও কোন বিষয়ে দোষ সন্দর্শন করিলে, সম্রাট্কে তদ্বিষয় জ্ঞাত করিয়া, তাহার প্রতিবিধান করেন। সময়ে সময়ে সম্রাট্ও, কখন ছদ্মবেশে, কখন রাজবেশে, এই পরম হিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন।

প্রত্যেক প্রদেশের রাজপ্রতিনিধি "ছংটো" নামে খ্যাত। তিনি তদীয় অধীনস্থ প্রদেশে অসীম ক্ষমতা ধারণ করেন, এবং তিনি এক প্রকার সম্রা-টের ন্যায় সুখৈশ্বর্য্যে কালযাপন করিয়া থাকেন।

এইরূপে চীন রাজ্যের শাসনপ্রণালীর বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইল। এই প্রণালী বহুকালাবধি অবাধে চলিয়া আসিতেছে; কারণ মধ্যে মধ্যে যে সকল বিদেশীয় নূতন সম্রাট্ রাজ্যাক্রমণপূর্ব্বক রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা উক্ত প্রণালীর পরিবর্ত্তন না করিয়া, রাজ্যের প্রাচীন নিয়ম সকল অবলম্বন করিয়াছিলেন; এবং এখনও সেই সকল নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে। যে সকল তাতার সম্রাট্ সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া সাম্রাজ্য করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই রাজ্যশাসন ও রাজকার্য্য-পর্য্যালোচনা বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। তবে তদ্বিষয়ে তাঁহাদের যে সকল দোষ সন্দর্শিত হইয়া থাকে, সে সকল তাঁহাদের অবিবেকিতার ফল নহে, শাসন প্রণালীর ব্যবহার-গত নিয়মই তাহার কারণ; ফলতঃ ঐ নিয়ম যে কোন অংশে উৎকৃষ্ট নহে, তাহা সকলেই স্বীকার করেন, যেহেতু সাধারণ-তন্ত্র শাসনপ্রণালী

অবলম্বন ব্যতিরেকে সকল রাজ্যেরই ঐ দুরবস্থা অবশ্যম্ভাবী, ও অপরিহার্য্য। সম্রাট্‌গণ তাতার প্রজাদিগকে অবহেলনপূর্ব্বক চৈনীয়দিগের যথেষ্ট তত্ত্বাবধারণ করেন। তাতার মান্দারিন্‌গণ স্বল্প দোষে দোষী হইলে গুরুদণ্ড প্রাপ্ত হয়; কিন্তু অপরাধী যদি চৈনীয় হয়, তাহা হইলে তাহার লঘু শাস্তিরই বিধান হইয়া থাকে। রাজ-কর্ম্ম-চারিগণকে সর্ব্বদা সাতিশয় সতর্কতার সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়; কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান সময়ে তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই এইটী স্মরণ রাখিতে হয়, যে, তাঁহাদের মস্তকোপরি একখানি শাণিত খড়্গ অতি সূক্ষ্ম সূত্রে দোলায়মান রহিয়াছে। বিদ্বজ্জনেরা সর্ব্বদা সাতিশয় সম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এবং রাজ্য মধ্যে যথেষ্ট প্রতিপত্তিও ভোগ করেন; প্রত্যুত রাজা তাঁহাদের অহঙ্কারের বৃদ্ধি হইতে দেন না, কিন্তু তাঁহাদের পরিশ্রমের যথোচিত পুরস্কার করিয়া থাকেন। পরীক্ষার কাঠিন্য প্রযুক্ত তাঁহাদের সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি হয় না; চীন সম্রাটের মতে ইঁহাদের সংখ্যা অল্প হইবে, কিন্তু ইঁহারা সাতিশয় প্রাজ্ঞ ও কর্ম্মোপযুক্ত হইবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।
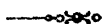
চীনের ধর্ম্মপ্রণালী।

চীনের পূর্ব্বতন ঈশ্বরোপাসনা।

ইউরোপীয় পুরাণবিৎ পণ্ডিতেরা কহেন, যে, যে ঔপনিবেশিক সমূহ দ্বারা চীনদেশ প্রথম অধিবসিত হয়, তাঁহারা নিঃসন্দেহ নোহার পুত্র পৌত্রাদি হইবেন। আর তাঁহারা ঐ মহাত্মার নিকট যে সকল ধর্ম্মনীতি শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাই একাল পর্য্যন্ত প্রচলিত রহিয়াছে। চৈনীয়দের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে একেশ্বরোপাসনাই প্রকটিত আছে; এবং তিনিই যে সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, এবং সংহারকর্ত্তা, ইহা স্পষ্টাভিধানে ব্যক্ত আছে। তাহারা ঈশ্বরকে "সীন্" অর্থাৎ স্বর্গ, "চাংসীন" অর্থাৎ প্রধান বা শ্রেষ্ঠ স্বর্গ, "চাংটি" অর্থাৎ পরমেশ্বর ইত্যাদি সংজ্ঞাসমূহে কহে। আমাদের ধর্ম্ম শাস্ত্রে যেরূপে জগদীশ্ব-

রের গুণ সকল কীর্ত্তিত আছে, তাহাদের শাস্ত্রেও তদ্রূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

যদি কখন অতিবৃষ্টি দ্বারা সমস্ত বর্দ্ধনমুখী শস্য বিনষ্ট হইয়া যায়, কোন পরম ধার্ম্মিক সম্রাট্ সাংঘাতিক পীড়াগ্রস্ত হন, অথবা অন্য কোন প্রকার অনপেক্ষিত দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ বলি উপহার প্রস্তুত হইয়া তাহা সীন্‌কে নিবেদিত হইয়া থাকে, এবং সাতিশয় গাম্ভীর্য্যের সহিত ঐকান্তিকচিত্তে তাঁহার স্তুতি ও জপ আরব্ধ হয়। কোন দুরাচার নরপতি বজ্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিলে, ঐ দণ্ড আকস্মিক বলিয়া বিবেচিত হয় না, ঈশ্বরের কোপ ও ন্যায়-পরতাই যে তাহার কারণ, ইহাই প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

বিপদকালে চীনের প্রাথমিক সম্রাট্‌গণ যেরূপ ধর্ম্মাচরণ করিতেন, তদ্দ্বারা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে, যে, তাঁহারা ঈশ্বরের ন্যায়পরতা এবং পবিত্রতার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। অপর সাধারণও যে ঈদৃশ সম্রাট্‌সমূহের সম্পূর্ণ মতানু-গামী ছিল, তাহার কোন সন্দেহ নাই; এবং ইহাতেই স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে, যে, প্রাচীন

চৈনীয়রা একেশ্বর আরাধনায়ই নিরত ছিল। বস্তুতঃ চৈনীয়দের মূলশাস্ত্রসকল অবলোকন করিলে, তাহাতে পৌত্তলিক ধর্ম্মের লেশ মাত্রও প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এবং কুসংস্কারজনিত অমূলক ধর্ম্মকর্ম্মের বিধি ব্যবস্থাও তাহাতে বর্ণিত নাই।

অতি পূর্ব্বকালাবধি চীনে পর্ব্বোৎসব ও ধর্ম্ম-কর্ম্মাদির অনুশাসন জন্য যে এক সমাজ স্থাপিত আছে, তদ্দ্বারা চীনের প্রাচীন মূল ধর্ম্মমত এবং তাহার রীতিনীতি সকল পরিরক্ষিত হইতেছে। ধর্ম্মোপাসনার সহিত যে কোন বিষয়ের সম্বন্ধ আছে, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করাই এই সমাজের প্রধান কার্য্য। ইহা কোন নূতন রীতি স্থাপন করিতে দেয় না; সাধারণ প্রচলিত কুসংস্কার সকল বিলুপ্ত করিতে সতত সতর্ক থাকে: এবং ঈশ্বর-নিন্দুক, ও পাষণ্ড নাস্তিকদিগকে বিধিপূর্ব্বক দণ্ড প্রদান করে।

যৎকালে চৈনীয়রা ঈশ্বরোদ্দেশে প্রথম বলি প্রদানের নিয়মারম্ভ করে, তৎকালে তাহা কোন পর্ব্বতোপরিস্থ এক বেদীর উপরে নিবেদিত হইত। তাহারা অগ্রে ঈশ্বরকে বলি-প্রদান করিয়া, তৎপরক্ষণেই তাহাদের ধার্ম্মিকতম পিতৃ-

পুরুষদিগকে পূজা করিত। সম্রাট্ই পৌরোহিত্য কার্য্য সম্পাদন করিতেন, এবং এখনও করেন; কারণ চীন রাজ্য সংস্থাপনাবধি সম্রাট্ই রাজ্যের সর্ব্ব প্রধান যাজক বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছেন।

এক্ষণে বলি-প্রদানের নিমিত্ত চীন রাজ্য মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পাঁচটী পর্ব্বত প্রতিষ্ঠিত আছে। পূর্ব্বে সম্রাট্কে প্রতি পর্ব্বতেই পূজা করিতে যাইতে হইত, কিন্তু তিনি দেখিলেন, যে, ইহাতে নানাবিধ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়া মহা অনিষ্টপাত হয়; এতন্নিবন্ধন তিনি তদীয় রাজভবনের নিকটে এক দেবালয় নির্ম্মাণ করত, তথায় ঐ সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ঐ মন্দিরের একাংশে ঈশ্বরারাধনা, অপরাংশে পিতৃপুরুষদিগের শ্রাদ্ধাদি হইয়া থাকে। এই সকল কাণ্ড চীনের প্রাথমিক সম্রাট্গণের সময়ে আরব্ধ হয়।

এক্ষণে পিকিনে উক্ত প্রকার দুইটী মন্দির আছে, "সীণ্টান" এবং "টীটান"। চৈনীয়েরা ইহাদিগকে নির্ম্মাণ করিতে সাধ্যানুসারে তাহাদের শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে ক্রটি করে নাই। এই মন্দিরদ্বয়ের মধ্যে সীণ্টানই প্রধান; সম্রাট্

যখন এই মন্দিরে পূজা করিতে যান, তখন নগরে সমারোহের এক শেষ হয়।

কংফূচীর ধর্ম্মমত।

মহাদার্শনিক কংফূচীর স্বকপোল-কল্পিত ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মনীতিসকল যে একবারে ভ্রম-বিবর্জ্জিত, তাহা কখনই বলা যাইতে পারে না; কারণ তিনি যে সময়ে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া স্বীয় কান্তি-কলাপ দ্বারা জগন্মান্য হয়েন, সে সময় অতীব প্রাচীন বলিয়া খ্যাত। তৎকালে মানব জাতির অধিকাংশই, বিশেষতঃ চৈনীয়রা অসভ্যাবস্থায় কালযাপন করিত, এবং ঘোরতর অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল। তখন যে, কোন ব্যক্তি প্রভূত বিদ্যাবুদ্ধিজনিত জ্ঞানালোক দ্বারা স্বীয় চিত্ত প্রাসাদ হইতে কুসংস্কাররূপ তিমিররাশি সম্পূর্ণ দূরীভূত করিতে পারিবেন, তাহা নিতান্ত অসম্ভব। কংফূচী তৎসাময়িক মনুষ্যের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ ছিলেন; তিনি কখনই সম্পূর্ণরূপে কুসংস্কারসকল পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই; কিন্তু তিনি যে তাৎকালিক

অপরাপর দার্শনিকগণাপেক্ষা অত্যল্প ভ্রান্ত ছিলেন, তাহা নিতান্ত অবাস্তবিক নহে।

তাঁহার মতে এই বিশ্ব এক জীবৎ ও ভৌতিক পদার্থ-সংঘটিত; এবং জীবগণ উক্ত পদার্থদ্বয় হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়া পুনরায় তাহাতেই লীন হয়। এই মত বিশুদ্ধই হউক, বা ভ্রান্তই হউক, প্রসিদ্ধ পিথাগোরাস্ ও আরিষ্টটল্ প্রভৃতি গ্রীক দার্শনিকগণের মতের সহিত তাহার ঐক্যমত্য লক্ষিত হয়। কংফুচী পিতৃ পুরুষদিগের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ক্রিয়ার বিশেষ২ বিধি প্রদর্শনপূর্ব্বক তদনুষ্ঠানে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেন, এবং সর্ব্বদা কহিতেন, যে এবিষয়ে কোনরূপ ত্রুটি হইলে মহা পাপে লিপ্ত হইতে হয়।

তাঁহার শিষ্যগণ তদীয় ধর্ম্মনীতিসকল ঈশ্বরদত্ত বলিয়া গ্রাহ্য করিত বটে, কিন্তু কখন তাঁহাকে কোন ঈশ্বরোপযোগী সম্মান প্রদান করে নাই। কি কংফুচী, কি তাঁহার শিষ্যগণ কেহই জগৎ-কারণ জগদীশ্বরকে কখন কোন প্রতিরূপে ব্যক্ত অথবা প্রকাশ করিতে মানস করেন নাই। তাঁহার শিষ্যগণ চন্দ্র, সূর্য্য, ও গ্রহ-নক্ষত্রাদি, এবং পঞ্চ-ভূতকে বিশ্বস্রষ্টা, ও ঈশ্বরের কর্ম্মকর্ত্তা বলিয়া

বিবেচনা করিত ; এবং সেই কারণে তাহা-দিগকে 'সীন্', অর্থাৎ স্বর্গ এই এক শব্দে ব্যক্ত করিয়া তাহাদের পূজার্চ্চনা করিত।

কংফূচীর ধর্ম্মনীতিসকল সাতিশয় কঠিন, তাহা প্রতিপালন করা অল্পবুদ্ধি জনের সাহজিক নহে উপাস্য দেবতা অতীন্দ্রিয় ও আনুমানিক হইলে, অশিক্ষিত অজ্ঞান-তিমিরাবৃত-চিত্ত মানবমণ্ডলী দ্বারা কিরূপে তাহার পূজা ও ধ্যানাদি সম্ভবে। দেবতা প্রত্যক্ষ স্বরূপা না হইলে, কখনই তাহারা মনঃসংযোগ পূর্ব্বক তাহার ধ্যান ও অর্চ্চনাদি করিতে পারে না ; এতন্নিবন্ধন চীনে দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তির প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। চৈনীয়েরা যেরূপে কংফূচীর মান রক্ষা ও পূজা করে, তাহা ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে।

টেওছির মত ও সমাজ।

খ্রীষ্ট শকের ৬০৩ বৎসর পূর্ব্বে লেওকাং নামে এক জন দার্শনিক চীনে জন্মগ্রহণ করেন ; তিনিই এই সমাজ স্থাপন করিয়া যান। তাঁহার পিতা অতীব দরিদ্র ছিলেন। লেওকাওের জন্ম বৃত্তান্ত অদ্ভুত ও অলীক উপাখ্যানে পরিপূর্ণ। তাঁহার

কেশসকল সাতিশয় শুভ্র ছিল, তন্নিবন্ধন তিনি 'লেওছি', অর্থাৎ শুভ্রকেশ বলিয়া আখ্যাত হন।

তিনি প্রথমতঃ চু-বংশীয় এক সম্রাটের পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ হয়েন। এই স্থানে তাঁহার বিদ্যা শিক্ষার সুযোগ হওয়াতে, তিনি তদুপার্জ্জনে কৃতসংকল্প হইয়া, সদা সর্ব্বক্ষণ তদনুশীলনেই কালযাপন করিতেন, এবং সাতিশয় যত্ন ও অভিনিবেশ সহকারে পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করেন। অনন্তর তাঁহার খ্যাতি ক্রমশঃ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে, তিনি এক জন সামান্য মান্দারিণের পদে অভিষিক্ত হন, এবং অসাধারণ কার্য্যদক্ষতা ও ধীপ্রখরতা প্রকাশ পূর্ব্বক স্বীয় যশঃশশধরের বিমল কিরণে দেশ বিদেশ প্রোদ্ভাসিত করেন। তিনি তিব্বত দেশ পর্য্যটন করিয়া লামা নামক বৌদ্ধ-যাজকদিগের ধর্ম্মের কিঞ্চিৎ শিক্ষা করেন, এবং স্বনাম চিরস্মরণীয় করণার্থ 'টেওছি,' অর্থাৎ অমরপুত্র নামক এক সম্প্রদায় স্থাপন করিয়া অতীব বৃদ্ধকালে ঐ নগরে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে টেওটি নামক গ্রন্থ খানিই সমাদৃত।

এই দার্শনিকের নীতি বিষয়ক মতের সহিত প্রসিদ্ধ গ্রীক পণ্ডিত এপিকিউরাষের মতের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। তাঁহার মতে উগ্রস্বভাবসুলভ দুরন্ত কামনাসকল বর্জ্জনপূর্ব্বক, চিত্তের শান্তি বিনাশক দুর্দ্দম ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করাই মানব ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য ; এবং সদাসর্ব্বক্ষণ আত্মা ও মনকে যে কোন প্রকারে সুখী করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তিনি লোক সাধারণকে এই বলিয়া উপদেশ দিতেন, যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা কখন তাঁহাদের চিত্ত প্রাসাদে শোক রূপ মূষিককে স্থানদান করেন না। তাঁহারা চিন্তা পরিত্যক্ত হইয়া সর্ব্বদা সানন্দ চিত্তে কালযাপন করেন।

তাঁহার শিষ্যগণ উত্তরকালে তদীয় নীতির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়াছে। তাহারা দেখিল, যে, ভয়াবহ মৃত্যু স্মৃতিপথারূঢ় হইলে, অন্তঃকরণ অস্থির ও সর্ব্বসুখে বঞ্চিত হয় ; অতএব তাহা নিবারণার্থ তাহারা এই স্থির করিল, যে নানাবিধ দ্রব্যদ্বারা এক প্রকার অমৃতরস প্রস্তুত করা যাউক, যাহা পান করিলে অমরত্ব লাভ হইবে, এবং তাহা হইলে আর কোন ভয় থাকিবে না। এই দুরভিলাষ দ্বারা প্রচালিত হইয়া তাহারা রসায়ন,

অর্থাৎ পদার্থ-গুণ-নির্ণায়ক যে বিদ্যা, তাহা শিক্ষার্থে যত্নবান হইল।

অমৃতরস পান করিয়া অমর হইব, এই প্রত্যাশায় লোক সাধারণ তাহাদের মত গ্রহণ করিলে, ক্রমে টেওছিদের দল বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কি ধনবান, কি ধনহীন; কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই তাহাদের নীতিসকল শিক্ষা করিতে অতীব ব্যগ্র হইল। রাজ্যের সকল প্রদেশেই ইন্দ্রজাল, প্রেতাধিষ্ঠান, ভবিষ্যদ্বাণী ইত্যাদির প্রাবল্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল; এবং লোক সাধারণ টেওছিদের দ্বারা বিলক্ষণ প্রতারিত হইয়া একে একে তাহাদের ভ্রমকূপে নিপতিত হইতে লাগিল। তৎকালে কতিপয় সম্রাট্ তাহাদিগকে বিশ্বাস করত আশ্রয় দান করাতে, তাহারা বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করে। ইতিহাসে এই বিষয় সম্বন্ধে এক সম্রাটের আশ্চর্য্য উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে।

তদনন্তর টেওছিরা স্থানে স্থানে দেব মন্দির নির্ম্মাণ করত, তন্মধ্যে কৃত্রিম দেবমূর্ত্তি সকল স্থাপন পূর্ব্বক তাহাদের পূজা, বলি, হোম ইত্যাদি আরম্ভ করিল। রাজ্যের সুবিদ্বান, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা তাহাদের মতের অসঙ্গতি

সপ্রমাণপূর্ব্বক তাহাদিগকে দমন করিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু তাঁহারা অসাধারণ বুদ্ধি ও চাতুরী বলে সকলং লোকেরই মোহ, ভয়, ও চমৎকারিতা উদ্ভাবিত করাতে, তাহাদের সম্প্রদায় বৃদ্ধি বই হ্রাস হয় নাই।

ঐ সকল টেওছিদের সহিত এতদ্দেশীয় পিশাচ সিদ্ধের অনেক সমতা আছে। এক্ষণে টেওছিগণ তাহাদের উপাস্য দেবতার নিকট একটী শূকর, একটী পক্ষি, এবং একটী মৎস্য বলিদান করে। বর্ত্তমান কালে ইহাদের অনেকে দৈবজ্ঞ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

কত শত বৎসর অতীত হইল টেওছিদের সম্প্রদায় স্থাপিত হইয়াছে, এবং তাহাদের মতের অসঙ্গতি ও তাহাদের প্রতারণাসকলও ক্রমশঃ বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, তথাপি লোকসকল একাল পর্য্যন্ত স্ব স্ব কুসংস্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞানরূপ সোপান দ্বারা টেওছিদের ভ্রমকূপ হইতে উত্থিত হইতে পারে নাই।

টেওছিদের প্রধান অধ্যক্ষ চীনরাজ্যের এক প্রধান মান্দারিণের সম্পদ সম্ভোগ করেন। তিনি কিয়াংসী প্রদেশের এক নগরীতে পরম রমণীয়

এক রাজভবনে অধিবাস করেন। রাজ্যের সর্ব্বস্থান হইতে অসংখ্য লোক ভিন্ন ভিন্ন অভি- প্রায়ে তাঁহার নিকট প্রত্যহ আগমন করে, তিনি স্বীয় দুর্ভেদ্য চাতুরীজাল বিস্তার পূর্ব্বক তাহাদিগকে মুগ্ধ করত বিদায় করেন।

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম।

চৈনীয়রা বুদ্ধকে 'ফো' বলিয়া কহিয়া থাকে। এই প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-ধর্ম্ম চীনের সর্ব্বত্রে, জাপানে, তাতারের অধিকাংশ প্রদেশে, সমুদয় পূর্ব্ব উপ- দ্বীপে, এবং তিব্বতে প্রচলিত আছে। এই মত যে ভারতবর্ষ হইতেই অন্যত্রে নীত হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। টেওছিরা হান্ বংশীয় মিংটি সম্রাটের নিকট এই অঙ্গীকার করিয়াছিল, যে তাহারা তাঁহার সহিত দেবতাগণের সাক্ষাৎ করিয়া দিবে। কুসংস্কারাবিষ্ট ভূপাল তাহাদের বাক্যে সম্পূর্ণ প্রত্যয় করিলেন; এবং ভারতবর্ষে যে প্রসিদ্ধ ও অতীব জাগ্রৎ বুদ্ধদেব আছেন, তদ্বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তৎসমীপে কতিপয় দূত প্রেরণ করিলেন। ইহারা ভারতবর্ষে উপনীত

হইয়া দুইজন বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী তপস্বীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, ৬৫ খ্রীঃ অব্দে তাহাদিগকে চীনে আনয়ন করিল। এবং সেই সঙ্গে বুদ্ধদেবের নানাবিধ প্রতিমূর্ত্তি, ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের বিয়াল্লিশ অধ্যায় চীনে আনীত হয়। এই প্রকারে চীনে বৌদ্ধমত প্রচলিত হইয়া অত্যল্প কাল মধ্যে সাতিশয় প্রবল হইয়া উঠে।

দেশ, কাল, পাত্র-ভেদে বৌদ্ধ ধর্ম্মোপাসনার পদ্ধতি সর্ব্বত্র সমান নয়। এক্ষণে চৈনীয়রা যে প্রকারে বুদ্ধের উপাসনা করে, তাহাই বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

স্যাম নিবাসিরা বুদ্ধের যাজকগণকে ‘তালাপৈঁ,’ তাতারেরা ‘লামা,’ চৈনীয়রা ‘হোচাং,’ এবং জাপান দেশীয়রা ‘বঞ্জ’ নামে কহিয়া থাকে। তাহারা সর্ব্বদা পীত বসন পরিধান করে, এবং টেওছিদের ন্যায় দারপরিগ্রহ না করিয়া, ধর্ম্মশালায় কিম্বা দেবালয়ে অধিবাস করে। তাহাদের নানা প্রকার পর্ব্বোৎসব ও অসংখ্য বৃহদ্বৃহৎ দেবমূর্ত্তির বিষয় বর্ণন করিতে লেখনী বিচলিত হয়। দেবমূর্ত্তির মধ্যে চতুর্মুখী ও পঞ্চাশদ্ভুজা এক দেবী আছেন, তিনিই সর্ব্বপ্রধান ও অতিশয় প্রকাণ্ড। ইনি

প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী, চারিমুখে চারিটী দিক অবলোকন পূর্ব্বক প্রতিহস্তে মানব প্রয়োজনীয় কোন নিসর্গোৎপন্ন সামগ্রী ধারণ করত দণ্ডায়মান আছেন; পরন্তু প্রকৃতি দেবী ভগবতীর ন্যায় নানা প্রকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। ব্রায়র্চী নামে আর একটী শতহস্ত বিশিষ্ট প্রতিমা আছে, তাহাও অতিশয় বৃহদাকার; তাহার উচ্চতা সচরাচর বিংশতি বা পঞ্চবিংশতি হস্ত, এবং কখন কখন পঞ্চাশৎ হস্তও দৃষ্ট হয়।

আত্মা যে দেহান্তর গমন করে, বৌদ্ধমতে এই বিশ্বাসটী সাতিশয় প্রবল; এতৎপ্রযুক্ত বৌদ্ধেরা পশু, পক্ষী, জীব সকলের পূজা করে; কারণ তাহাদের এরূপ বিশ্বাস, যে বুদ্ধদেব কখন কখন এই সকল দেহে বাস করিয়া থাকেন।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের মতে "শূন্যই সৃষ্টির আদি ও অন্ত; শূন্য হইতে সকল বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে, এবং শূন্যতেই তাহারা প্রবেশ করিবে। শূন্য হইতেই আমাদের আদি পিতা মাতা উৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন, এবং মৃত্যুর পর শূন্যতেই প্রতিগমন করিয়াছেন। এই সাধারণ উপাদান অতিশয় পবিত্র, অকৃত্রিম, ও নির্ব্বিকল্প। ইহা ধর্ম্ম, শক্তি, ও বুদ্ধি

বিহীন হইয়া সর্ব্বদাই স্থির ভাবে অবস্থিতি করে; কর্ম্ম-নির্ব্বন্ধ-মুক্তি, নিষ্কাম, ও অজ্ঞানই ইহার সার তাৎপর্য্য। চির-সুখ লাভ করিতে হইলে; নিরবচ্ছিন্ন যোগ ও ইন্দ্রিয়দমন দ্বারা উক্ত কারণের সাদৃশ্যাবলম্বন করিতে হইবে; এবং তৎসদৃশ হইবার নিমিত্ত আমরা কোন কর্ম্মে আসক্ত হইব না। অস্তিত্ব হইতে নিবৃত্ত, অর্থাৎ শূন্যে লীন হইলেই সকল পবিত্রতা লাভ হয়; মনুষ্য যত শীঘ্র প্রস্তর বা কাষ্ঠের স্বভাব প্রাপ্ত হয়, ততই সে পূর্ণাবস্থার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে; বস্তুতঃ অচৈতন্য ও সর্ব্ববৃত্তি নিবৃত্তিতেই সকল পুণ্য ও সুখ জন্মে। যে মুহূর্ত্তে মনুষ্য এই পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তদবধি তাহার আর পরকাল, পর জন্ম, পরিবর্ত্তন কিছুরই ভয় থাকে না; কারণ তাঁহার অস্তিত্বের শেষ হইয়াছে, এবং তিনি বুদ্ধদেবের স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন"।

এই মত যত অসঙ্গত হউক না কেন, চীনে ইহা বিলক্ষণ সমাদৃত হইয়াছে। ইহা একবারে নীতিশাস্ত্রের বিনাশ, সমাজের ধ্বংস, এবং যে পরস্পর সম্বন্ধ দ্বারা মনুষ্যগণ একত্রে আবদ্ধ আছে, তাহার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিতেছে।

বুদ্ধ তদীয় মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ঐ মত প্রকাশ করিয়া যান। ইত্যি পূর্ব্বে তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে যে মতে উপদেশ দিতেন, তাহা কতক পরিমাণে যুক্তিসিদ্ধ ও সঙ্গত। তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তির পর তদীয় শিষ্যগণ দুই দলে বিভক্ত হয়; এক দল পূর্ব্বোক্ত মত অবলম্বনপূর্ব্বক ঘোরতর নাস্তিক হইয়া উঠে; অপর দল এই নিয়ম স্থাপন করে, যে বুদ্ধ দেবের প্রাথমিক উপদেশ সকল প্রতি-পালন না করিলে, তাঁহার নাস্তিক মতের অধি-কারী হওয়া যায় না, কারণ তাহা মূঢ় অল্পবুদ্ধি জনের হৃদয়ঙ্গম হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। এতন্নিবন্ধন এই দলই বৃদ্ধি হইয়া ক্রমশঃ উন্নত হইয়াছে, এবং ইহাদের মতই এক্ষণে চীনে সাতিশয় প্রবল। ঐ দলের বৌদ্ধ-যাজকেরা লোক সাধারণকে এই মতে উপদেশ দেয়, যে, মৃত্যুর পর পাপ পুণ্যের বিচার হইয়া, তাহার দণ্ড ও পুরস্কার হইয়া থাকে; বুদ্ধদেব মুক্তি-পথ-ভ্রান্ত মূঢ় লোকদিগকে মুক্তির পথে আনয়ন করিতে ত্রাণকর্ত্তা রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তাঁহার দ্বারাই মনুষ্যের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, এবং তিনিই তাহাকে পরজন্মে পরম সুখকর অবস্থা প্রদান করেন।

তাহারা নিম্ন লিখিত নীতিপঞ্চ পালন করিতে যথেষ্ট অনুরোধ করে ; যথা, কোন জীবের হিংসা করিবে না, পরদ্রব্য গ্রহণ করিবে না, পরস্ত্রী হরণ করিবে না, কখন মিথ্যা কথা কহিবে না, এবং কখন মদ্য-পান করিবে না। যাজকদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করা, তাঁহাদের বাসোপযোগী ধর্ম্মমঠসকল নির্ম্মাণ করা, এবং তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদান করা পরম ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয় ; কারণ চৈনীয়রা এমত বিশ্বাস করে, যে যাজকদিগের স্বস্ত্যয়ন ও তপস্যাবলে পাপের মার্জ্জনা, ও তাহার ধ্বংস হইতে পারে।

এই সকল যাজকেরা সাতিশয় ধূর্ত্ত, প্রতারক, অলস, ও বিলক্ষণ ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র। তাহারা অর্থো-পার্জ্জনের নিমিত্ত সকল কর্ম্মই করিতে পারে ; আর তাহারাই চৈনীয়দিগকে যৎপরোনাস্তি ভ্রমা-ত্মক ও কুসংস্কার-সঙ্কুল উপদেশসমূহ প্রদান পূর্ব্বক, তাহাদের উন্নতির পথ একবারে অবরোধ করিয়াছে।

চৈনীয়রা অসংখ্য দেবদেবীর প্রতিমা পূজা করে বটে, কিন্তু সর্ব্বদা তাহাদিগকে প্রকৃত রূপে ভক্তি করে না। যখন তাহাদের মনস্কামনা সিদ্ধির

কোন ব্যাঘাত ঘটে, তখন তাহারা ঐ সকল প্রতি-মূর্ত্তিকে অকর্ম্মণ্য বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করত পদাঘাত, ও তৎপ্রতি দুর্ব্বাক্যসকল প্রয়োগ করে। কখন কখন প্রতিমাকে পাশে আবদ্ধ করিয়া অপরিষ্কার পয়ঃপ্রণালী দিয়া টানিয়া লইয়া যায়। এই সকল মূর্খতা প্রকাশের সময়ে যদি তাহাদের অভীষ্টসিদ্ধির কোন উপায় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে প্রতিমাকে উত্তোলনপূর্ব্বক তাহাকে ধৌত করত মহা সমারোহে মন্দিরে লইয়া যায়, ও বেদীতে পুনঃ স্থাপনপূর্ব্বক তাহার পূজার্চ্চনাদি করে; এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণতি পুরঃসর বিগত গর্হিত ব্যাপারের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে।

চৈনীয়দের উপবাস বড় চমৎকার; মৎস্য, মাংস, মদ্য, পলাণ্ডু, লশুন প্রভৃতি উষ্ণ দ্রব্যাহারে বিরত হইলেই উপবাস করা হয়। রাজ্যের স্থানেং যে সকল বুদ্ধদেবের প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত আছে, তন্মধ্যে কোন কোনটী জাগ্রৎ বলিয়া তৎপ্রদেশ মহাতীর্থ নামে খ্যাত হইয়াছে, এবং তথায় সময়ে সময়ে অতিশয় জনতা হইয়া থাকে।

য়িহুদি, ও মুসলমান।

খ্রীঃ শকের ২০৬ বৎসর পূর্ব্বে যে হান্ বংশ আরম্ভ হয়, সেই বংশীয় সম্রাট্‌গণের রাজত্ব কালীন য়িহুদীয় ঔপনিবেশিকগণ প্রথম চীনে উপনীত হয়। তাহাদের বংশাবলি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত চীনে অধিবাস করিতেছে। কিন্তু এক্ষণে ইহাদের সংখ্যা অতি অল্প, এবং ইহাদের সকলেই হোনান্ প্রদেশের রাজধানী কেছং নগরে বসবাস করিতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, তাহাদের প্রাচীন রীতিনীতি, এবং ধর্ম্মকর্ম্মসকল কিছুই পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

তাহারা যে অতি প্রাচীন কালে চীনে প্রবেশ করে, তাহার কোন সন্দেহ নাই, কারণ তাহারা যীশু খ্রীষ্টের জন্ম বৃত্তান্ত ও খ্রীষ্টধর্ম্ম সংস্থাপনের বিষয় কিছুই অবগত নহে। এক্ষণে কেহ কেহ ইউরোপীয় মিসনরিগণ প্রমুখাৎ তদ্বিষয় অবগত হইয়াছে; কিন্তু তাহা সম্যক বিশ্বাস করে না। কেছং নগরে য়িহুদিদের একটী পরম সুন্দর ও অতিবৃহৎ ধর্ম্মমন্দির আছে। ইহার এক সুপ্রশস্ত গৃহে কাষ্ঠনির্ম্মিত বেদীসমূহের উপরিভাগে তেরটী

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিবির স্থাপিত আছে, এবং প্রত্যেক শিবির মধ্যে এক এক খানি মূষা লিখিত পঞ্চ-গ্রন্থ সন্নিবেশিত থাকে। উক্ত শিবির সমূহের মধ্যে দ্বাদশটী শিবির ইস্রায়েলের দ্বাদশবংশের নামে, এবং অবশিষ্টটী মহানুভব মূষার নামে প্রতিষ্ঠিত।

ধর্ম্মালয়ের মধ্যস্থলে এক উৎকৃষ্ট বেদীর উপরিভাগে একখানি মনোহর কেদেরা সংস্থাপিত আছে; কেদেরা খানি বিবিধ অলঙ্কারে পরিভূষিত, এবং অতীব রমণীয়, চিত্র বিচিত্র, ও সুকোমল গদি দ্বারা মণ্ডিত। ইহা মূষার কেদেরা বলিয়া খ্যাত; বিশ্রাম দিবসে এবং অপর কোন পর্ব্বোৎসবের সময় য়িহুদিরা ইহার উপর পঞ্চগ্রন্থ খানি রক্ষা করত পাঠ করে।

চৈনীয়রা য়িহুদিদিগকে 'টিঔকিন্‌কিঔ' নামে কহে। ওল্ড্ টেষ্টামেণ্টে যে সকল পর্ব্বোৎসবের বিধি নিবদ্ধ আছে, চৈনীয় য়িহুদিরা তাহার প্রায় সকলই প্রতিপালন করে। শনিবারে ইহারা অগ্নি প্রজ্বলিত ও খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করে না, ঐ দিনে যাহা আবশ্যক তাহা শুক্রবারে প্রস্তুত করিয়া রাখে।

চীনে মুসলমানদের সংখ্যা, য়িহুদিদের সংখ্যাপেক্ষা, অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। সপ্ত শত বৎসরের অধিক হইল ইহারা চীনে প্রবিষ্ট হইয়া বসবাস করিতেছে। তাহারা তথায় এক চমৎকার উপায় দ্বারা তাহাদের ধর্ম্ম প্রচার করে; প্রথমতঃ, তাহারা অতীব দীনহীন পিতা মাতার নিকট হইতে বহুল সন্তান অধিক মূল্যে ক্রয় করিয়া আনে, পরে তাহাদের ত্বক্‌ছেদ করত তাহাদিগকে মুসলমান ধর্ম্ম শিক্ষা দেয়। কোন সময় চীনে এক ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হওয়ায় চাংটং প্রদেশ একেবারে উচ্ছিন্ন হয়, তৎকালে তাহারা ঐ প্রকার এক লক্ষ সন্তান ক্রয় করিয়াছিল; এবং ইহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ইহাদের বিবাহ প্রদান, বাসোপযোগী বাটী সকল নির্ম্মাণ, এবং ইহাদের অপরাপর সকল কার্য্যেরই বিধান করিয়াছিল। ক্রমে ইহাদের দ্বারা অসংখ্য গ্রাম স্থাপিত হয়। তাহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ এত বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং তাহারা ঈদৃশ প্রভূত পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছে, যে, তাহারা যে স্থানে বাস করে, তত্রত্য লোক সকল যদি তাহাদের ভবিষ্যদ্বক্তার প্রতি বিশ্বাস ও তাহাদের ধর্ম্মালয়ে গমনাগমন না

করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়া দেয়।

এক্ষণে আমরা খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে ইউরোপীয় মিসনরিদের পরিশ্রমের বিষয় বর্ণন করিব না, কারণ তাহা ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চৈনীয়দের ব্যবহারগত রীতি নীতি।

উদ্বাহ ক্রিয়া।

পৃথিবীস্থ অপর কোন প্রসিদ্ধ জাতির আচার ব্যবহার, ও রীতি নীতির সহিত চৈনীয়দের রীতি নীতির কোন প্রকার সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয় না এবং এই এক সাতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়, যে, তাহারা চিরকাল এক রূপ অবস্থায় কালযাপন করিতেছে। অতি প্রাচীন কালের ব্যবহারসকল বর্ত্তমানে সেই এক প্রকার নিয়মে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। চীনে সাধারণ-সমক্ষে, অর্থাৎ সমাজ স্থলে সভ্যতা প্রকাশ করা সাতিশয় মর্য্যাদার কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়। পরিণয়-কার্য্যের বিধি ব্যবস্থা সকল রাজনিয়মের অধীন, তাহারা বিশেষ রূপে রক্ষিত হইয়া থাকে। পর স্ত্রী হরণ রূপ অপরাধের বধদণ্ডই সমুচিত শাস্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

চৈনীয়রা বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রীকে দেখিতে পায় না, কেবল কোন ঘটকী প্রমুখাৎ কন্যার বয়ঃক্রম, অবয়ব, ও রূপলাবণ্যাদির সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া থাকে। কিন্তু যদ্যপি কোন চৈনীয় এই সকল বিষয়ে প্রতারিত হয়, তাহা হইলে সে রাজনিয়মানুসারে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারে। এইরূপে দেশীয় ব্যবহারের দোষ সকল রাজ-নিয়মদ্বারাই সংশোধিত হয়।

স্বামী বিবাহ কালীন কন্যার পিতা মাতাকে কত মুদ্রা প্রদান করিবেন, তাহা ঘটক দ্বারাই স্থির হয়। পিতা কন্যাকে স্ত্রীধন স্বরূপ কিছুই দেন না; স্বামীই সকল প্রদান করেন। তিনি এক প্রকার স্ত্রীকে তদীয় পিতা মাতার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লন বলিলেই হয়।

কন্যার পিতা মাতা বিবাহের দিনস্থির করেন; এবং পাছে ভবিষ্যতে কোন অমঙ্গল ঘটে, এই আশঙ্কায় একটী শুভ দিনই নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। ইতোমধ্যে উভয়ে পরস্পরকে উপঢৌকনাদি প্রদান করে, এবং স্বামী স্ত্রীর নিমিত্ত নানাবিধ অলঙ্কার ক্রয় করিয়া রাখেন। তৎকালে স্ত্রী পুরুষে পরস্পর

পত্রাদি লিখা লিখি হয়; কিন্তু কেহ কাহাকে দেখিতে পায় না।

অনন্তর বিবাহের দিন উপস্থিত হইলে, কন্যা একখানি ঘনাবৃত শিবিকায় আরোহণ করে। তাহার দ্রব্য সামগ্রী লইয়া কতক লোক তাহার অগ্রে, কতক পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে; এবং কতক লোক মধ্যাহ্ন সময়েও চতুর্দ্দিকে মসাল ধরিয়া যায়। এক দল বাদ্যকর ভেরী, তূরী, দামামা প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র লইয়া বাদ্য করিতে করিতে সর্ব্বাগ্রসর হয়; এবং কন্যার পরিবারবর্গ সর্ব্ব পশ্চাৎ গমন করে। শিবিকা আবদ্ধ হইয়া তাহার চাবী এক জন অতি বিশ্বাসী লোকের নিকট গচ্ছিত থাকে, তাহা কেবল স্বামির হস্তেই সমর্পিত হইবে। স্বামী তখন নানা প্রকার মনোহর পরিচ্ছদাদি পরিধান পূর্ব্বক ইহাদের আগমন প্রতীক্ষায় তদীয় দ্বারে দণ্ডায়মান থাকেন। পরে তাহারা তথায় উপস্থিত হইলে, স্বামির হস্তে সেই চাবীটী সমর্পিত হয়। তিনি তখন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া অগ্রে শিবিকা উদ্ঘাটন করেন, এবং দৃষ্টিমাত্রেই স্বীয় [illegible] ফল অবগত হন। কখন এমনও ঘটে, যে স্বামী

কন্যার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া, তৎক্ষণাৎ শিবিকা আবদ্ধ করত, কন্যাকে তাহার বাটীতে পুনঃ প্রেরণ করেন; ফলতঃ ইহাতে বিস্তর অর্থ ব্যয় হয়।

স্বামী সন্তুষ্ট হইলে, কন্যা, শিবিকা হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার বাটীতে প্রবেশ করে; এবং উভয় পক্ষীয় জ্ঞাতি কুটুম্ব সকল তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে। পরে দম্পতি দালানে উঠিয়া চারিবার সীনের, অর্থাৎ ঈশ্বরের আরাধনা করে, তৎপরে স্বামির পিতা মাতাকে অভিবাদন করে। অনন্তর ঐ নবোঢ়া স্ত্রী নিমন্ত্রিত রমণী-গণের হস্তে সমর্পিত হইলে, সকলে মহা সমা-রোহে আহারাদিতে প্রবৃত্ত হয় এবং সমস্ত দিন বাটী আনন্দোৎসবে পরিপূর্ণ থাকে। এদিকে স্বামী নিমন্ত্রিত পুরুষগণকে অভ্যর্থনাদি মহা সমাদর করেন। চীনে সকল উৎসবের সময়ই এই এক প্রকার প্রথা প্রচলিত আছে; অন্তঃপুর মধ্যে স্ত্রীগণ, এবং বহির্দ্দেশে পুরুষগণ পৃথক্‌ পৃথক্‌ আমোদ প্রমোদাদি করে। উভয় পক্ষের সম্মান ও অবস্থানুসারে উৎসবের হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, চৈনীয়রা, কেবল

একটী স্ত্রী রীতিমত বিবাহ করে, কিন্তু পরে অনেক উপপত্নী গ্রহণ করিতে পারে। যদি বিবাহিতা প্রধানা স্ত্রী ইহাতে বিরক্ত হন, তাহা হইলে তিনি এই রূপে প্রবোধিত হইয়া থাকেন, যে তাঁহার সেবা, শুশ্রূষার নিমিত্তই উপপত্নীরা প্রযোজিত হইয়াছে।

কাহারও বিবাহিতা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে, সে রীতি-পূর্ব্বক তাহার প্রিয়তমা উপপত্নীর পাণিগ্রহণ করে ; কিন্তু এবার আর প্রথম বারের ন্যায় বিবাহের নিয়ম সকল প্রতিপালন করিতে হয় না। এতদ্দে-শীয় স্ত্রীগণের ন্যায়, চৈনীয় স্ত্রীগণ চিরকাল অন্তঃপুরকারাগারে আবদ্ধ থাকে, কখনই বহি-র্দ্দেশে গমন করিতে পায় না ; কোন কোন সময়ে বাটীর কর্ত্তাও সহসা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পান না।

সন্তানগণের শিক্ষা।

চীনে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র তাহার শিক্ষা আরম্ভ হয় ; কিন্তু তৎকালে শারীরিক শিক্ষা ব্যতিরেকে আর কি হইতে পারে ?

ষষ্ঠ বৎসর বয়সে পুত্র সন্তান একাদি অঙ্ক গণনা, ও পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রসিদ্ধ দেশের নাম সকল শিক্ষা করে। অষ্টম বৎসরে সভ্যতা, সৌজন্য, শিষ্টাচার ইত্যাদির ব্যবস্থা সকলের শিক্ষা পায়; নবমবর্ষে পঞ্জিকা অভ্যাস করে; এবং দশম বৎসর বয়ঃক্রমে এক বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইয়া তথায় লিখন, পঠন, ও গণিত শাস্ত্র শিক্ষা করে। একাদশ বৎসরাবধি পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত পুত্রগণ সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করে, কিন্তু তখন নীতি বিষয়ক গীত ব্যতীত অপর গীতাদি অভ্যাস করে না।

বালকেরা পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইলে ধনুর্ব্বাণ ও অশ্বারোহণ শিক্ষা করে। বিংশ বৎসর বয়ঃক্রমে যদি যোগ্য বিবেচিত হয়, তাহা হইলে প্রথম টুপি ব্যবহার করিতে অনুমতি পায়, এবং তখন তাহারা রেশম নির্ম্মিত পরিচ্ছদাদি পরিধান করিতে পারে; ইতিপূর্ব্বে কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্রাদি ব্যতিরেকে অপর কোন বস্ত্র পরিধানের অনুমতি নাই।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, চৈনীয়দের রীতিমত কোনরূপ বর্ণমালা নাই, যদ্দ্বারা বালকদিগের

অনায়াসে বর্ণপরিচয় হয়। এতন্নিবন্ধন বালক-দিগের তাহা শীঘ্র শিক্ষা হয় না; তাহাদের প্রথম শিক্ষার্থ পুস্তকে সরল সরল প্রস্তাবসকল পয়ারচ্ছন্দে রচিত। এই পুস্তক খানির অধ্যয়ন শেষ হইলে, ইহার পর যে গ্রন্থ পাঠ করে, তাহাতে কেবল কংফূচীর, ও মেংচীর নীতিসকল প্রকটিত আছে। বালকেরা ইহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, কেবল প্রস্তাব গুলি অভ্যাস করত কণ্ঠস্থ করিয়া রাখে। তাহারা বর্ণ বা শব্দসকল শিক্ষা করিতে করিতে, তাহা লিখিতেও শিক্ষা করে। তথায় উত্তম পরিষ্কার লেখার সাতিশয় আদর, তন্নিমিত্ত বালকেরা অতি যত্নে লিখন অভ্যাস করে।

ছাত্রেরা অসংখ্য শব্দ ও তাহার অর্থ সকল শিক্ষা করিলে, রচনা করিতে আদিষ্ট হয়; ইহার উৎসাহের নিমিত্ত অসংখ্য প্রতিযোগিতা আছে। নগরে নগরে যে সকল বিদ্যালয় স্থাপিত আছে, তথায় বালকেরা যে রূপ বিদ্যা শিক্ষা পায়, তাহা এদেশের সহিত তুলনা করিলে অতি সামান্য বোধ হয়।

চীনে স্ত্রীশিক্ষাও অতি সামান্য। স্ত্রীগণ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া বহু জ্ঞান প্রাপ্ত হউক না হউক, তাহারা

নিভৃতাবাস-প্রিয়তা, লজ্জাশীলতা ও নিঃশব্দতা অভ্যাস করিতেই অধিক উপদেশ পায়। কিন্তু কোনং ঐশ্বর্য্যশালী চৈনীয়ের কন্যাগণ বিদ্যা শিক্ষার্থও সাতিশয় যত্নবতী হইয়া থাকে।

স্ত্রী পুরুষের বেশভূষা।

নগরবাসী সকলপদস্থ স্ত্রী পুরুষের পরিচ্ছদ প্রায় একই প্রকার; কিন্তু সম্ভ্রান্ত উচ্চপদবিশিষ্ট লোকের অঙ্গে সম্মানসূচক চিহ্ন স্বরূপ কতকগুলি অলঙ্কার থাকে, তাহা অপরে ব্যবহার করিলে দণ্ডিত হয়।

চৈনীয়েরা সচরাচর যে অঙ্গরাখা পরিধান করে, তাহা যথেষ্ট লম্বমান, এবং তাহা চারিটী কিম্বা পাঁচটী স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্ম্মিত বোতামদ্বারা আবদ্ধ থাকে। ইহার আস্তীন স্কন্ধের নিকট সাতিশয় প্রশস্ত, এবং যত মণিবন্ধের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই তাহার প্রশস্ততার হ্রাস হয়। [illegible] "শেরডাম" অবমানাহূতি; ইহাতে [illegible] হস্তদ্বয় "দিনদশ" আচ্ছাদিত থাকে; কেবল

অঙ্গুলীর অগ্রভাগ গুলি দেখা যায়। চৈনীয়রা কটিদেশে রেশম নির্ম্মিত এক বৃহৎ কটিবন্ধ পরিধান করে, তাহার অগ্রভাগ জানু পর্য্যন্ত লম্বমান। এই কটিবন্ধ হইতে কোষ ঝুলিতে থাকে, তন্মধ্যে একখানি ছুরিকা, ও সেই দুইটী কাটী থাকে, যদ্দ্বারা তাহারা আহার করে।

এই পরিচ্ছদের অভ্যন্তরে যে জামা থাকে, তাহা গ্রীষ্মকালে মসিনার সূত্র নির্ম্মিত বস্ত্রে, এবং শীতকালে রেশম, বিশেষতঃ উদীচ্য প্রদেশে চর্ম্মাদিতে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে চৈনীয়দের গলদেশ অনাবৃত থাকে; শীতকালে তাহারা রেশম অথবা সেব্ল-চর্ম্ম নির্ম্মিত গলাবন্ধ ব্যবহার করে। তাহারা পরিচ্ছদের উপরিভাগে প্রশস্ত আস্তীন সংযুক্ত এক প্রকার অনতিদীর্ঘ জামা পরিধান করিয়া থাকে।

এই সকল পরিচ্ছদ যে প্রকার নিয়মাবদ্ধ আছে, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার লোকদিগকে পৃথক্ করণার্থ তাহাদের পরিচ্ছদের বর্ণও সেই নিয়মে ভিন্নং রূপে স্থিরীকৃত আছে। সম্রাট্ ও রাজবংশীয়গণই পীতবর্ণ ব্যবহার করিতে পান; কোন কোন ম্যাণ্ডারিন্ পর্ব্বোৎসবের সময় রক্তবর্ণ [illegible]

নির্ম্মিত পরিচ্ছদ পরিধান করেন; কিন্তু সচরাচর কৃষ্ণ অথবা নীল বর্ণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। সামান্য লোকেরা কেবল কৃষ্ণ এবং নীলবর্ণ পরিচ্ছদই পরিধান করিতে পায়, এবং সেই সকল বস্ত্র কার্পাস ভিন্ন অপর দ্রব্যে নির্ম্মিত হয় না।

চৈনীয়রা সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করিয়া কেবল তাহার মধ্যদেশে কতকগুলি কেশ রাখে; এই কেশগুলি সচরাচর সুদীর্ঘ, চৈনীয়রা ইহাকে বিনাইয়া এক বৃহৎ বেণী প্রস্তুত করে। পূর্ব্বকালে চৈনীয়দের এরূপ অভ্যাস ছিল না, কারণ প্রাচীন চৈনীয়রা আধুনিক কোরীয় এবং কোচীন চৈনীয়দের ন্যায় কেশ বন্ধন করিত। তাতারেরা চীনরাজ্য জয় করিয়া, বলপূর্ব্বক চৈনীয়দিগকে এই পদ্ধতি গ্রহণ করাইয়াছে। এই প্রথা প্রচলিত হইতে অনেক রক্তপাত হইয়াছে বটে, কিন্তু এক্ষণে ঐ অলঙ্কার এতাধিক আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছে যে, ঐ বেণী ছেদন করা সাতিশয় অপমানসূচক মহদ্দণ্ড বলিয়া বিবেচিত হয়; বিখ্যাত তস্কর ও দস্যুরাই এই শাস্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পিতামাতার কিম্বা কোন গুরুজনের মৃত্যু হইলে চৈনীয়েরা অশৌচ গ্রহণ করে; তখন তাহারা কেশাদি

ছেদন করে না, ও বেণীর কেশ সকল মুক্ত রাখে।

তাহারা গ্রীষ্মকালে বেত্রাচ্ছাদিত এক প্রকার টুপি ব্যবহার করে, ইহার অভ্যন্তর সাটিনে মণ্ডিত; টুপির উপরিভাগে এক গোচা রক্তবর্ণ কেশ স্থাপিত থাকে, উহা ঝুলিয়া পড়িয়া সমস্ত টুপি আচ্ছাদিত করে। অনেকে গ্রীষ্মকালে হস্তস্থিত ব্যজনদ্বারা রৌদ্র নিবারণ করিয়া অনাবৃত মস্তকেই গমন করে।

চৈনীয় মান্দারিন্ ও বিজ্ঞজনেরা যে এক প্রকার মস্তকাবরণ ব্যবহার করেন, তাহা অপরের পরিধানের অধিকার নাই। ইহা গঠনে উক্ত বেত্রাচ্ছাদিত টুপির ন্যায়, কিন্তু ইহাতে নানা প্রকার অলঙ্কার আছে। অশ্বারোহণ সময়ে ও বর্ষাকালে ইঁহারা সামান্য বেত্র-নির্ম্মিত টুপিই ব্যবহার করিয়া থাকেন, কারণ ইহাদ্বারা মস্তক বৃষ্টি ও রৌদ্র হইতে রক্ষা পায়। চৈনীয়রা শীতকালে যে টুপি ব্যবহার করে তাহা নাতিশয় উষ্ণ; সেবল্ অথবা আর্মিণের চর্ম্মদ্বারা ইহার ধার সমস্ত মণ্ডিত, এবং উপরিভাগে এক গোচা রেশম দ্বারা অলঙ্কৃত।

সঙ্গতিপন্ন লোকেরা ইতস্ততঃ ভ্রমণ কালীন বিচিত্র রেশম, কিম্বা সাটিন, অথবা কার্পাস-নির্ম্মিত পাদুকা পরিধান করেন; এবং গো অথবা অশ্ব-চর্ম্মনির্ম্মিত পাদুকা পরিধান করিয়া অশ্বারোহণ করেন। তাঁহারা শীতকালে যে মোজা পরিধান করেন, তাহার অভ্যন্তর তুলা অথবা পশম পরিপূর্ণ, তন্নিবন্ধন তাহা সাতিশয় স্থূল। গ্রীষ্মকালের মোজা অপেক্ষাকৃত শীতল। চৈনীয়রা বাটীতে সচরাচর রেশম নির্ম্মিত চটিজুতা পরিধান করিয়া থাকে। সামান্য লোকে কৃষ্ণবর্ণ কার্পাস বস্ত্র নির্ম্মিত মোটা তলাবিশিষ্ট কদাকার জুতা পরিধান করিয়াই তুষ্টি লাভ করে। এক জন চৈনীয় বিধিক্রমে সুচারুরূপে মনোহর পরিচ্ছদাদি পরিধান করিয়া যদি একখানি রুমাল গ্রহণ করিতে বিস্মৃত হয়, তাহা হইলে সকলই ব্যর্থ হয়। কিন্তু সে যাহা হউক, চৈনীয়দের বেশভূষা বড় সুশ্রী নয়। যাঁহারা উৎকৃষ্ট রাজবেশ পরিধান করিয়া প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় স্পন্দ রহিত হইয়া দণ্ডায়মান থাকেন, তৎকালে তাঁহাকে সাতিশয় গম্ভীর দেখায় বটে, কিন্তু সুশ্রী দেখায় না।

চৈনীয়দের মধ্যে হস্তে বৃহদ্বৃহৎ নখ রাখা মহা সম্মান ও ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত হয়। যে সকল ঐশ্বর্য্যশালী লোকদিগকে স্বয়ং কোন কর্ম্ম করিতে হয় না, অসংখ্য সেবক দ্বারাই তাহার নির্ব্বাহ হয়, তাঁহারা ব্যতীত অপর লোকে নখ রাখিতে পারে না; কারণ কর্ম্ম করিতে হইলেই নখ সকল ভগ্ন হইয়া যায়। রাজ্য মধ্যে সম্রাটের মানই অধিক, এবং তাঁহার নখসকলও বিলক্ষণ দীর্ঘাকার।

চৈনীয় স্ত্রীগণের পরিচ্ছদ অবলোকন করিলে, বোধ হয়, যেন তাহারা ঈর্ষ্যা ও লজ্জাশীলতা দ্বারা আদিষ্টা হইয়াই এরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছে। তাহাদের পরিচ্ছদ সাতিশয় লম্বমান; আর তাহাদের যে বর্ণ ইচ্ছা হয়, তাহাই ব্যবহার করে; কিন্তু বৃদ্ধা স্ত্রীগণেরা সচরাচর কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদই পরিধান করেন।

স্ত্রীগণ কখন অবগুণ্ঠন ধারণ করে না; প্রত্যুত ভ্রূ, গণ্ডদেশ, ও ওষ্ঠদ্বয় চিত্র করে। চৈনীয়েরা ইহাদের পাংশুবর্ণ বয়ানের সাতিশয় আদর করিয়া থাকে; যুবতীগণ কেশ সকল কোঁকড়াইয়া চাঁচর করে, এবং তাহা স্বর্ণ অথবা রজত নির্ম্মিত পুষ্পা-

সমূহ দ্বারা ভূষিত করে। তাহারা যে মস্তকাবরণ ব্যবহার করে, তাহা মণিমুক্ত খচিত, ও অতীব রমণীয়। ইহারাও ব্যজন ব্যবহার করিয়া থাকে।

চৈনীয়দের যে সকল কুপ্রথা আছে তন্মধ্যে লৌহ পাদুকাদ্বারা অবলাগণের পদদ্বয় সংকোচ করা রূপ কুপ্রথাই সর্ব্ব প্রধান। অনেকেরই এইরূপ সংস্কার আছে, যে, চৈনীয়রা কামিনীগণের ক্ষুদ্র পদকে সৌন্দর্য্যের এক প্রধান চিহ্ন জ্ঞান করিয়াই তৎ কর্ম্মে এত অনুরক্ত; কিন্তু কোন কোন গ্রন্থ-কার ইহার এই কারণ দর্শান, যে, চৈনীয়রা স্ত্রী-গণকে তাহাদের অধীনস্থ করিয়া যাবজ্জীবন অন্তঃপুরে আবদ্ধ রাখিবার নিমিত্ত, এই উপায় অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু, সে যাহা হউক, এই প্রথারম্ভের কাল নিরূপণ করা সাতিশয় দুঃসাধ্য; ফলতঃ ইহা যে অতীব প্রাচীনকালাবধি চলিয়া আসিতেছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। পরন্তু এক্ষণে এই কুপ্রথা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে।

তাতার স্ত্রীগণের পরিচ্ছদের সহিত চৈনীয় স্ত্রী-গণের পরিচ্ছদের অনেক সাদৃশ্য আছে, কেবল এই মাত্র প্রভেদ, যে, তাতার-পরিচ্ছদ অতি [illegible]

নয়, ও তাতার স্ত্রীগণ বক্ষঃস্থলে এক প্রকার বন্ধনী পরিধান করে।

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া।

চৈনীয়রা মৃত্যুকে যাদৃশ ভয় করে, এমন আর কিছুতেই হয় না। মৃত্যু হইলেই একেবারে তাহাদের সমস্ত আশা ভরসার শেষ হয়; তাহাদের মতে মৃত্যুর পর ক্ষুধার্ত্ত ভূত যোনি প্রাপ্ত হইয়া হা হা করিয়া বেড়াইতে হয়। প্রাণ বিয়োগের সময় তাহাদিগকে ভয়ানক যন্ত্রণা পাইতে দেখা যায়, পরকালে যে অনন্ত সুখ লাভ করা যায়, সে ভরসাতেও তাহারা আশ্বস্ত হয় না; এবং অকস্মাৎ দেহপরিত্যাগ করিয়া, কোথায় যাইব, কি করিব, এই আশঙ্কায় তাহাদের যাতনার আরো বৃদ্ধি হয়। চৈনীয় শাস্ত্রকারেরা যে নির্দ্দিষ্ট মৃতব্যক্তিকে দেবতা তুল্য জ্ঞান করিতে, ও মহা সমারোহে তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি সম্পাদন করিতে বিশেষ বিধি দিয়াছেন, তাহার কারণ এই, যে, তাহা হইলে উত্তরজীবিদিগের মৃত্যুতে বড় ভয় থাকিবে

না, ও তদ্দ্বারা তাহাদের শোকেরও অনেক হ্রাস হইতে পারিবে।

যে দিনে কোন চৈনীয়ের মৃত্যু হয়, সে দিন মহোৎসবে অতিবাহিত হইয়া থাকে; এবং ঐ সময় সে ব্যক্তি যত সম্মান ও মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়, তেমন তাহার জীবদ্দশায় কখন অনুভূত হয় নাই।

কোন লোকের মৃত্যুর মুহূর্ত্তৈক পরে, সে তাহার সম্মান সূচক চিহ্নবিশিষ্ট নানাবিধ উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ, ও বেশ ভূষায় ভূষিত হয়। অনন্তর একটী শব-সিন্দুক আনীত হইলে, তাহার তলায় কিঞ্চিৎ চূর্ণ প্রক্ষেপিত হয়; পরে সকলে শবদেহ ধারণ করত, তাহার মস্তক একটী উপধানের উপর রক্ষা করিয়া, সমস্ত দেহ সিন্দুক মধ্যে সন্নিবেশিত করে, এবং পাছে সেই দেহ ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়, তন্নিবারণার্থ তাহার চতুষ্পার্শ্বে তুলা দিয়া, তাহাকে অটল করিয়া রাখে। দেহ হইতে রস ক্লেদাদি নির্গত হইলে, উক্ত চূর্ণ ও তুলাদ্বারাই তাহা শোষিত হইয়া যায়।

এই প্রকারে সেই মৃতদেহ তিন দিবস অথবা কত দিবস বহিঃপ্রকাশিত থাকে। ইত্যোমধ্যে

সেই মৃত ব্যক্তির বন্ধু বান্ধব, জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলে আসিয়া, তাহাকে সম্মান প্রদান করে, এবং তাহার নিকট-সম্পর্কীয় লোকসকল সে কয় দিবস তাহার বাটীতেই অবস্থিতি করে। যে দালানের অভ্যন্তরে শবসিন্দুক রক্ষিত হয়, তাহা সমূহ শ্বেত বস্ত্রদ্বারা শোভিত হইয়া থাকে; কারণ শ্বেত-বর্ণই চৈনীয়দের শোক-চিহ্ন। শবসিন্দুকের সম্মুখে, এক মেজের উপর, মৃত ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি, এবং ঐ মূর্ত্তির চতুষ্পার্শ্বে কতিপয় প্রজ্বলিত বর্ত্তিকা, নানাবিধ পুষ্প, ও সুগন্ধি দ্রব্যজাত স্থাপিত থাকে।

যে সকল লোক সেই দালানে প্রবিষ্ট হয়, তাহারা অগ্রে সেই শবসিন্দুককে এরূপে নমস্কার করে, যেন সে ব্যক্তি জীবিত আছে; এবং সেই মেজের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত হইয়া ভূমিতে মস্তকাঘাত করে। তৎপরে, তাহারা যে সকল সুগন্ধি দ্রব্য, ও কতিপয় মধুস্থবর্ত্তিকা অতি যত্নে আনয়ন করিয়াছে, তাহা সেই মেজের উপর রক্ষা করে। মৃতব্যক্তির আত্মীয় বন্ধুগণ সাতিশয় শোকসন্তপ্ত হইয়া এই সকল ব্যাপারে নিরত থাকে।

যাহারা মৃতব্যক্তিকে সম্মান প্রদানার্থ আগমন করে, তাহারা পরে অপর গৃহে নীত হইয়া তথায় চা, এবং ফল ও মিষ্টান্নাদি আহার করে।

সমাধির দিবসে মৃতব্যক্তির বন্ধুবান্ধব, ও জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলেই নিমন্ত্রিত হয়, এবং সকলেই শবের সঙ্গে সমাধি স্থানে গমন করে।

সকলে সমাধি স্থানে উপস্থিত হইলে, শব-সিন্দুক সমাধি মন্দিরের অভ্যন্তরে নিহিত বা প্রোথিত হয়। তৎপরে সমাধির অনতিদূরবর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন গৃহান্তরস্থ সুসজ্জিত মেজোপরি মহা সমারোহে আহারাদি আরম্ভ হয়।

চীনে সমাধি স্থানসকল নগরের কিঞ্চিদ্দূরে স্থিত হয়, এবং তাহারা সচরাচর চতুর্দ্দিকে বৃহদ্বৃহৎ বৃক্ষদ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে।

কোন কোন চৈনীয়ের স্নেহ ও অনুরাগ এত অধিক, যে, তাহারা মৃত পিতৃব্যের শবদেহ অতি যত্নপূর্ব্বক তিন চারি বৎসর বাটীতেই রক্ষা করে। তিন বৎসর পর্য্যন্ত চৈনীয়দের শোক থাকে; এবং এই কয় বৎসরই তাহারা তচ্চিহ্ন ব্যবহার করে, মদ্য মাংস স্পর্শ করে না, এবং সকল প্রকার আমোদ প্রমোদে বিরত থাকে।

কোন চৈনীয়ের বিদেশে প্রাণ বিয়োগ হইলে, তাহার সন্তানদিগকে ঐ শবদেহ স্বদেশে আনয়ন করিয়া পৈতৃক সমাধি স্থানে নিহিত করিতে হয়; তাহা না করিলে সন্তানদের সাতিশয় অপযশ ও কলঙ্ক হয়।

চৈনীয়দের ব্যবসা বাণিজ্য, ও অপরাপর আচার ব্যবহার।

চীনের আভ্যন্তরিক বাণিজ্য যাদৃশ বিস্তীর্ণ, অপরাপর দেশের সহিতও তদ্রূপ।

দেশের মধ্যে যে সকল সংখ্যাতীত বৃহদ্বৃহৎ পরিখা ও নদী আছে, তদ্দ্বারা বাণিজ্য দ্রব্যসমূহ গতায়াতের সাতিশয় সুবিধা হইয়াছে; এবং তথায় যাদৃশ অসংখ্য লোক বাস করে, তাহাতে যে দ্রব্যসকল অতি শীঘ্র বিক্রয় হইয়া যায়, তাহার কোন সন্দেহ নাই। যদ্যপি কোন ব্যক্তি দুইটী টাকা লইয়া, একটা সামান্য ব্যবসায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে কালক্রমে সে এক জন মহদ্বণিক্ হইয়া উঠে, ও বহুল অর্থ সংগ্রহ করে।

চৈনীয়রা স্বভাবতঃ সাতিশয় শঠ ও প্রতারক, বিশেষতঃ বণিক্‌দিগের প্রবঞ্চনা ও বিশ্বাসঘাতকতার তুলনা নাই। তাহারা যে প্রকারে হউক ক্রেতাকে প্রতারণা করিয়া, তাহার নিকট হইতে অধিক না লইয়া ক্ষান্ত হয় না।

এতদ্দেশীয় বৃহদ্বৃহৎ হট্টসকল যেরূপ সময়ে সময়ে অসংখ্য লোকে পরিপূর্ণ হয়, চীনের বৃহন্নগর সকল সর্ব্বদাই সেইরূপ ক্রেতা ও বিক্রেতাগণে পরিপূর্ণ থাকে। বৈদেশিকেরাই চৈনীয় বণিক্‌দিগের নিকট অতিশয় প্রবঞ্চিত হয়; ইহাদের নিকট বণিক্‌রা একবারে উন্মত্ত হইয়া স্ব স্ব দুর্নিবার্য্য অর্থ-গৃধ্নুতা প্রকাশ করে।

নীচ লোকেরাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রবঞ্চক; তাহারা ঈদৃশ শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া কৃত্রিম দ্রব্যসকল প্রস্তুত করত বিক্রয় করে, যে, তাহাদের প্রতারণার অনুসন্ধান করা সাতিশয় দুঃসাধ্য। চীনের কৃত্রিম শূকর-জঙ্ঘা অতীব প্রসিদ্ধ। চৈনীয়রা প্রথমে একখানি কাষ্ঠ লইয়া তাহাকে উক্ত জঙ্ঘাকারে ছেদন করত, তাহাতে এক প্রকার মৃত্তিকা লেপন করে; পরে তাহা শূকরচর্ম্মাবৃত করিয়া ঈদৃশ আশ্চর্য্যরূপে চিত্রিত করে, যে,

ছুরিকা ব্যতিরেকে কোন ক্রমে তাহার কৃত্রিমতা প্রকাশ করা যায় না।

চৈনীয়রা অর্ণব-বাণিজ্য বিষয়ে সাতিশয় অনভিজ্ঞ, এবং অনুপযুক্ত; তাহাদের পোতসকল সাণ্ডা-প্রণালী পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে; কখন কখন তাহারা বাটেভিয়া দিয়া আচেনে বাণিজ্য করিতে আইসে। জাপানের সহিত তাহাদের যে বাণিজ্য প্রচলিত আছে, তাহাতে তাহাদের যথেষ্ট লাভ হয়।

চৈনীয়দের অর্ণববাণিজ্যোন্নতির এই ঘোর প্রতিবন্ধক রহিয়াছে, যে তাহারা ইহাতে একান্ত মনোযোগ করে না, এবং তাহাদের পোতসকলও তাদৃশ সুন্দররূপে নির্ম্মিত নয়। চৈনীয়রা যে এই বিষয়ে অতিশয় ন্যূন, তাহা তাহারা স্বীকার করিয়া থাকে; কিন্তু দেশের ও রাজ নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করা হয় বলিয়া, তাহারা ইহার উন্নতির চেষ্টা পায় না।

চৈনীয়রা অতিশয় মৃগয়াসক্ত নহে। ধনশালী ব্যক্তিরা তাহাদের উদ্যানের একপার্শ্বে কৃত্রিম অরণ্য প্রস্তুত করত, তন্মধ্যে বন্য জন্তুসকল ছাড়িয়া

রাখে, এবং কদাচিৎ ইচ্ছাক্রমে তাহার দুই একটা শিকার করে। চৈনীয়রা মৎস্য ধরাকে আমোদ জ্ঞান না করিয়া, বরং তাহাকে পরিশ্রম, ও বাণিজ্যের অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে।

চৈনীয়রা স্বভাবতঃ গম্ভীর। তাহাদিগকে সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদে কালযাপন করিতে দেখা যায় না; তাহারা অত্যল্পকালই নৃত্য গীতাদিতে ক্ষেপণ করিয়া থাকে। তাহাদের শাস্ত্রে যে সকল পর্ব্বোৎসবের বিধি আছে, তাহাদের নিয়মসকল সাতিশয় কঠিন। সকল উৎসবের মধ্যে 'দীপোৎসব' নামক পর্ব্বই সর্ব্বপ্রধান, এবং ইহা অসাধারণ সমারোহে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। চীন রাজ্যের সকল স্থানেই এই মহোৎসব হয়; এক দিন সন্ধ্যার সময় সমস্ত চীন এককালে আলোকিত হয়। প্রত্যেক নগর, গ্রাম, এবং সমুদ্র ও নদীতীরসকলে নানাপ্রকার লাণ্টনে দীপ প্রজ্বলিত হইয়া থাকে। ভূমণ্ডলে যে চৈনীয় অগ্নিক্রীড়া সাতিশয় প্রসিদ্ধ, তাহা এই পর্ব্বাহে সুসম্পন্ন হয়। পর্ব্বোৎসবের সময় চৈনীয়রা মহা সমারোহে ভোজ প্রদান করিয়া থাকে। তাহারা ইউরোপীয় জাতিসমূহের ন্যায় কেদেরায়

উপবেশনপূর্ব্বক, মেজের উপরে আহার্য্য লইয়া ভোজন করে। কিন্তু তাহাদের আহার বড় উত্তম নয়; শূকর, মেষ, এবং ছাগ মাংসই সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অশ্ব, কুক্কুর, বিড়াল, ও মূষিক মাংসও সচরাচর বাজারে বিক্রীত হয়।

চৈনীয়দের নিমন্ত্রণ করা একবারে স্থিরনিশ্চয় হয় না, তিন চারিবারে তাহা স্থির হয়। চীনে এই প্রকার এক প্রথা আছে, যে মার্চ মাসের প্রথম* দিবসাবধি রাজ্যের ভিন্ন২ নগরের প্রধান প্রধান রাজপথে, নাট্য মঞ্চোপরি নানাবিধ নাটকের অভিনয়ারম্ভ হয়, এবং দীন দরিদ্র লোক সকলে নির্ব্বিঘ্নে ও মহানন্দে তাহা অবলোকন করে। এই প্রকার কতিপয় দিবস প্রাতঃকালাবধি সন্ধ্যাপর্য্যন্ত নৃত্য গীতাদি হয়। সম্রাট্ এই সকলের ব্যয়সাধন করত, দীনহীনের ভূরি ভূরি আশীর্ব্বাদ লাভ করেন।

চৈনীয়রা বৃদ্ধ লোককে সাতিশয় মান্য করে, এবং তাঁহার সকল কথাই গ্রাহ্য করে। চীনে অত্যল্পমাত্র মদিরা ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সকলেই তাম্রকুট ব্যবহার করিয়া থাকে। অন্যান্য দেশে যাদৃশ সুরাপানের আতিশয্য নিবন্ধন লোকসমূহ

একবারে উৎসন্ন প্রাপ্ত হইতেছে, চীনে কখনই তাদৃশ মানব-দুর্দ্দশা অবলোকিত হয় না। তথায় অতিশয় তেজস্কর সুরাপান রাজনিয়মদ্বারা নিষিদ্ধ। চৈনীয়রা যে মদ্য ব্যবহার করে, তাহা দ্রাক্ষাফল হইতে উৎপন্ন হয় না, একপ্রকার তণ্ডুল হইতে তাহারা মদ্য প্রস্তুত করিয়া, তাহাই কোন পর্ব্বোৎসবের সময় অল্প পরিমাণে পান করে। চীনে অহিফেণের ব্যবহার সাতিশয় প্রবল। চৈনীয়রা অহিফেণদ্বারা চণ্ডু প্রস্তুত করত তাহার ধূম পান করিয়া থাকে; ইহা একটী ভয়ানক কুপ্রথা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চৈনীয়দের সাহিত্য, শিল্প, ও দর্শনশাস্ত্র।

ভাষা।

অতীব প্রাচীনকালে যে সকল ভাষা মনুষ্য সমাজে কথোপকথনে ব্যবহৃত হইত, তন্মধ্যে চৈনীয় ভাষাই একালপর্য্যন্ত বাক্যে প্রচলিত রহিয়াছে। প্রিমাড়্ এবং আবি গ্রোষিয়ার্ কহেন, যে চীন রাজ্য সংস্থাপনাবধি বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত ইহার কোন অংশই অধিক পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

চীন-ভাষা একবর্ণাত্মক, অর্থাৎ এক এক অক্ষর এক এক শব্দের প্রতিরূপ। ইহাতে ক্রিয়া, গুণ, ও দ্রব্যবাচক এই তিন প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন শব্দ নাই, ইহার সকল শব্দই দ্রব্যবাচক। ঐ শব্দ সকল উচ্চারণ ভেদে কখন ক্রিয়াবাচক, এবং কখন বা গুণবাচক হইয়া থাকে। এই ভাষায় অশীতি সহস্র বর্ণ, সুতরাং অশীতি সহস্র শব্দ আছে।

সাতিশয় যত্নশীল ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বহু কষ্টে এই ভাষা অভ্যাস করিয়া, তাহাতে বিবিধ প্রকার অভিধান ও ব্যাকরণ প্রস্তুত করিয়াছেন। ফলতঃ এ ব্যাপার বড় সহজ নহে; বৈদেশিক ভাষায় সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করা যে কত কষ্ট, তাহা কাহারো অবিদিত নাই। বিশেষতঃ চৈনীয় ভাষা অন্যান্য ভাষাপেক্ষা সাতিশয় দুরূহ, এবং ঐ ভাষা-শিক্ষারও কোন উত্তম নিয়ম নির্দ্দিষ্ট নাই। কিন্তু পরিশ্রমী ইউরোপীয় মিসনরিগণ ঐ সকল ক্লেশ অতিক্রম করিয়া, সুললিত সরল চৈনীয় ভাষায় যে সকল বাইবল্ অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা অতি সামান্য চৈনীয়েরও হৃদয়ঙ্গম হয়।

খ্রীঃ শকের ১১০০ বৎসর পূর্ব্বে পৌসি নামে এক চৈনীয় সর্ব্ব প্রথম 'লুসু' নামক একখানি চৈনীয় অভিধান প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সে গ্রন্থ খানি একালপর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। পৌসির পর অন্যান্য লোকেও নানা প্রকার অভিধান রচনা করিয়াছেন। কাঙ্গি সম্রাট্ তদীয় রাজত্বের মহা মহা পণ্ডিতগণ দ্বারা, সংস্কৃত অভিধানের অনুকরণে, 'কিটিসু' নামক একখানি উৎকৃষ্ট অভিধান

প্রস্তুত করেন, তাহা দ্বাত্রিংশৎ খণ্ডে পরিশিষ্ট। চৈনীয় পণ্ডিতগণের অনেকে ভাষা বিষয়ে অনেক প্রকার গ্রন্থ লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু কেহই এক খানি রীতিমত ব্যাকরণ রচনা করেন নাই।

এক্ষণে চৈনীয় ভাষা চারিভাগে বিভক্ত; প্রথম, "কৌয়েন্," অর্থাৎ রাজভাষা। এই ভাষায় চুকিং, চিকিং প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থসকল বিরচিত। ইহা এক্ষণে কথোপকথনে প্রচলিত নাই; কিন্তু পূর্ব্বকালে যে তাহা বাক্যে ব্যবহৃত হইত, তাহা উক্ত গ্রন্থসমূহ দ্বারাই প্রকাশ পাইতেছে। ইহা সাতিশয় সুললিত, এবং ইহাতে যাদৃশ গুরুতর মহদ্ভাব সকল অত্যল্প কথায় প্রকাশ করা যায়, এমন অপর তিনটী ভাষায় হয় না।

দ্বিতীয়, "ঔয়েঞ্চাং"; ইহা কখনই বাক্যে প্রচলিত নাই। ইহার রচনার ধারা সাতিশয় উচ্চ, কিন্তু ইহাতে বিজ্ঞান, ও দর্শনশাস্ত্রের প্রসঙ্গ সকল রচনা করা যায় না।

তৃতীয়, "কৌয়ান্‌হোয়া"; এই ভাষা বিচারালয়ে, এবং পণ্ডিতমণ্ডলীতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাই এক্ষণে রাজ্যমধ্যে কথোপকথনে প্রচলিত আছে। ইহা পিকিন্ ও কিয়াংনান্ নিবাসী

চৈনীয় দ্বারাই পরিশুদ্ধ ও সুচারুরূপে উচ্চারিত হয়।

চতুর্থ, "হায়াংটান্"; চীনের নীচ লোক ও পল্লিগ্রাম বাসিরাই এই ভাষা সচরাচর ব্যবহার করে। স্থানভেদে ইহার ঈদৃশ উচ্চারণ ভেদ ঘটিয়া থাকে, যে সহসা ইহার বাক্যার্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না।

প্রাচীন চৈনীয়রা ছেদ-চিহ্নসকলে অনভিজ্ঞ ছিল। আধুনিক চৈনীয়রাও তাহাদের মান রক্ষার নিমিত্ত গুরুতর রচনাদিতে, অথবা সম্রাটের নিকট যে রচনা প্রেরিত হইবে, তাহাতে ছেদ চিহ্নের প্রতি কখনই মনোযোগ করে না। কেবল ছাত্রদের বোধ-সৌকর্য্যার্থে, কোন কোন গ্রন্থে, দুই একটা দৃষ্টিগোচর হয়।

কাব্য।

চীনে কবিতার সমাদর সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং চৈনীয় গ্রন্থকারগণের মধ্যে অতি অল্প লোকই কবিতা-দেবীর উপাসনা করেন নাই।

শব্দার্থ বা প্রকৃতি হইতে যে সকল নিয়ম উদ্ধৃত

হইয়াছে, তাহা যে সর্ব্বত্র সমান হইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই; যেহেতু প্রকৃতি সর্ব্বত্রই এক রূপ। চৈনীয়-কবিতা রচনার নিয়ম হইতে, বাল্মীকির ও হুরেষের নিয়মের অল্প প্রভেদই লক্ষিত হয়; কারণ সিংছিং নামক এক খানি চৈনীয় পুস্তকে যেরূপ কবিতা রচনার নিয়ম সকল বর্ণিত আছে, তদ্দ্বারাই উহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

সর্ব্বসাধারণের উপকার ও সুবিধার্থে, চৈনীয় পণ্ডিতগণ সর্ব্বপ্রকার নীতিই সরল সরল কবিতা ও গীতচ্ছন্দে রচনা করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন; কারণ, তাহা হইলে সকলেই ঐ সকল অধ্যয়ন করিতে সমুৎসুক হয়।

এতদ্দেশে যে নিয়মে নাটক সকল রচিত হইয়া থাকে, তাহা চৈনীয়রা অবগত নহে। তাহারা নাটকে নায়কের কোন একটা প্রসিদ্ধ ক্রিয়া বর্ণন করে না, তাঁহার সমস্ত জীবন বৃত্তান্তটাই একবারে বর্ণন করে। এইরূপে নাটকে ক্রমান্বয় চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের ঘটনা সকল নিবিষ্ট হইয়া থাকে।

তাহারা করুণা-রস-প্রধান নাটক হইতে হাস্য-রস-প্রধান নাটকের কোন প্রভেদ করে না, এবং

তন্নিবন্ধন ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ নিয়মও নির্দ্ধারিত নাই। প্রত্যেক নাটক বিবিধ অঙ্কে বিভক্ত, ও তাহার প্রথমে এক সুদীর্ঘ উপক্রমণিকা সংযুক্ত থাকে। প্রত্যেক অভিনায়ক দর্শকগণসম্মুখে উপস্থিত হইয়া, স্বীয় নাম ও অভিনেতব্য বিষয়সকল সূচনানন্তর অভিনয়ারম্ভ করেন; এবং এক জন অভিনায়কই ভিন্ন২ পাত্রে পরিবর্ত্তিত হইয়া অভিনয় করিয়া থাকেন।

নাটকে যে সকল সঙ্গীত থাকে, তাহা এক এক জনে এক একটী করিয়া গান করে, কখন বহু লোক মিলিয়া একত্রে গায় না। যখন নাট্যোল্লিখিত কোন ব্যক্তি সাতিশয় ক্রোধযুক্ত, অথবা স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগে উদ্যত হয়, তখনই সে গীত আরম্ভ করে, এবং কবিতাতেই সমস্ত বক্তব্য কথা ব্যক্ত করে। চৈনীয়রা যেমন রহস্যাদি রঙ্গ ভঙ্গে সাতিশয় প্রিয় নহে, তাহাদের নাটকেও সে সকল ব্যাপার বড় দৃষ্টিগোচর হয় না।

জ্যোতিঃশাস্ত্র।

চৈনীয়েরা এই শাস্ত্রে কি পর্য্যন্ত পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে অনেকে অনেক প্রকার কহিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, যে, অতীব প্রাচীন কালাবধি তাহাদের ঐ শাস্ত্রে সমীচীন ব্যুৎপত্তি আছে; আবার কোন কোন লোক কহেন, যে তাহারা একাল পর্য্যন্তও উক্ত শাস্ত্রে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। কিন্তু, বস্তুতঃ চৈনীয়রা যে অপরাপর বিদ্যোৎসাহী জাতিসমূহের ন্যায় জ্যোতিঃশাস্ত্রে একপ্রকার বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কারণ চৈনীয়দের চুকিং নামক প্রাচীন ইতিহাসের এক স্থানে এরূপ বর্ণিত আছে, যে, ইয়াও সম্রাট্ সাবকাশক্রমে তাঁহার দুই জন প্রধান মান্দারিন্‌কে ঐ শাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিতেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, যে, ইয়াওর জ্যোতির্বিদ্যাতে কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি ছিল, এবং তিনি তাহার উন্নতির নিমিত্তও সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু একণে এইটী বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, যে কালে ইয়াও চীনে রাজত্ব করিতেন, সে অতীব প্রাচীন কাল, তৎকালে

কোন শাস্ত্রের সম্যগুন্নতি হওয়া নিতান্ত অসম্ভব; তখন জ্যোতিশ্চর্চার আরম্ভ হইয়াছে বলিলেই হয়। কিন্তু ইয়াওর পর অনেকানেক বিদ্যোৎসাহী সম্রাট্ চীনে রাজত্ব করিয়াগিয়াছেন, তাঁহারা যে এই অতীব প্রয়োজনীয় শাস্ত্র অবহেলন পূর্ব্বক তাহার উন্নতির নিমিত্ত যত্নশীল হন নাই, ইহা কখনই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

চৈনীয়রা বহুকালাবধি চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহগণ ও নক্ষত্রবৃন্দের গতিবিধির বিষয় বিশেষ রূপে অবগত আছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যে রূপে মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, ও শনি এই গ্রহপঞ্চের ভ্রমণ নিরূপণ করেন, তাহারাও সেই রূপে তাহাদের গতির স্থির করিয়াছে। কিন্তু গ্রহগণ আকাশ-মণ্ডলের কোন্ কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিতেছে, এবং কখনই তাহারা অগ্রসর, ও কখন পশ্চাদ্গামী হয়, তদ্বিষয়ে তাহারা সম্যক্ অবগত নহে; ফলতঃ ঐ শাস্ত্রের অন্যান্য অংশ তাহাদের অবিদিত নাই।

গণিত-শাস্ত্র-বিশারদ জেসুট্ মিসনরিগণ চৈনীয় জ্যোতিষের অনেক উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। পিকিনে জ্যোতিষ্ নিরূপণের যে এক মানমন্দির

আছে, তথায় জ্যোতিঃসম্বন্ধীয় অনেক যন্ত্রাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়; মিসনরিগণ ইহাদিগের পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক, যে সকল যন্ত্র ভগ্ন ও অকর্ম্মণ্য হইয়াছিল, তাহাদের জীর্ণসংস্কার, এবং অন্যান্য নূতন যন্ত্রসকল নির্ম্মাণ পুরঃসর চৈনীয়দের যথেষ্ট উপকার করিয়া গিয়াছেন।

ইউরোপীয় প্রধান২ প্রদেশের রাজধানীতে জ্যোতিঃশাস্ত্রের যাদৃশী আলোচনা হইয়া থাকে, বর্ত্তমানকালে পিকিনেও সেইরূপ দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার নিমিত্ত তথায় একটা প্রসিদ্ধ সমাজ সংস্থাপিত আছে; গ্রহণ গণনা করাই এই সমাজের প্রধান কর্ম্ম। সমাজস্থ পণ্ডিতগণকে যথা নিয়মে গ্রহণ গণনা করত, অগ্রে সম্রাট্‌কে তাহার দিন, মুহূর্ত্ত, স্থিতি প্রভৃতি তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যাপার অবগত করাইতে হয়। তৎপরে তাঁহারা ঐ সকল বৃত্তান্ত বৃহদ্বৃহৎ অক্ষরে লিখিয়া, পিকিনের কোন প্রকাশ্য স্থানে স্থাপিত করেন।

গ্রহণ কাল উপস্থিত হইলে, মান্দারিন্‌গণকে ঐ সমাজে উপনীত হইয়া, চৈনীয় শাস্ত্রসম্মত গ্রহণসময়োচিত ধর্ম্মকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিতে হয়। এখনও যাদৃশ অস্মদ্দেশীয় অনেক লোকের এরূপ

ভ্রম আছে, যে, রাহু আসিয়া চন্দ্র অথবা সূর্য্যকে গ্রাস করিলে গ্রহণ হয়, চীনের অধিকাংশ লোকই এই ভ্রান্তমতাবলম্বী। তাহারাও রাহুকে ভয় প্রদর্শনার্থ শঙ্খ, ঘণ্টা, প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যের শব্দ করিয়া থাকে। পরন্তু অস্মদ্দেশীয় মহানুভব বিদ্বজ্জনগণ গ্রহণ সম্বন্ধীয় প্রাচীন-মতানুযায়ী, কুসংস্কার সংকুল ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানসকল বিলক্ষণ ভ্রমাত্মক জানিয়াও, যেরূপ ভ্রান্তিজালে জড়ীভূত হইয়া, পূর্ব্বমতের অনুমোদন করিয়া থাকেন. তদ্রূপ বিদ্যালোকোদ্দীপিত চৈনীয় গুণিগণেরাও পূর্ব্বমত ভ্রান্তিসংকুল জানিয়া, তন্মতের পরিপোষণার্থে, গ্রহণসময়ে নানাপ্রকার ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান করেন। প্রত্যুত তাহা না করিয়াই বা করেন কি, সমাজের অনুরোধে সর্ব্বদাই প্রবৃত্তি ও যুক্তি-বিরুদ্ধ কর্ম্মসকলে নিরত হইতে হয়।

চৈনীয়রা চন্দ্র-কলার হ্রাস বৃদ্ধির যথার্থ তত্ত্ব অনবগত নহে। তাহারা প্রতিপত্তিথিকে 'চো' অর্থাৎ আরম্ভ, এবং পূর্ণিমাকে 'ওয়াং' অর্থাৎ পূর্ণাশা কহিয়া থাকে। তাহারা মাসসকল সমান দিনে বিভাগ করে না; তাহাদের দিনের বিভাগ দ্বাদশ ঘণ্টা, এবং মধ্য রজনী সময়ে তাহাদের

দিনের আরম্ভ, ও শেষ হয়। উদীচ্য-নভোমণ্ডলে বৃহদ্ভল্লুক নামে যে এক নক্ষত্ররাশি আছে, তাহা তাহারাও নিরূপণ করিয়াছে। তাহাদের রাশিচক্রে অষ্টবিংশতি নক্ষত্রপুঞ্জ দৃষ্টিগোচর হয়, ইহাতে আমাদের দ্বাদশ রাশি, ও তন্নিকটবর্ত্তী অপর কতিপয় নক্ষত্রবৃন্দ আছে।

গণিতশাস্ত্রের মধ্যে চৈনীয়রা জ্যোতিষ্ গণনা, ও পাটীগণিত বিষয়েই বিলক্ষণ নিপুণ; এবং জ্যামিতি, কি ত্রিকোণমিতি, কি বীজগণিত এ সকল বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ।

কাগজ, কালী, এবং মুদ্রাযন্ত্র।

চৈনীয়েরা এক্ষণে যে কাগজ ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা খ্রীঃ শকের ১০৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করে। ইতি পূর্ব্বে তাহারা কার্পাস ও রেশম নির্ম্মিত বস্ত্রে লিখিত। ইহাপেক্ষাও পূর্ব্বতন কালে, তাহারা বংশ বল্কলে ও ধাতু পাত্রে ঐ কার্য্য সমাধা করিত। অনন্তর হোটি সম্রাটের রাজত্ব কালীন এক জন মান্দারিন্ এক প্রকার কাগজ প্রস্তুত করিয়া দেখিলেন, যে,

তাহা অপেক্ষাকৃত অধিক কর্ম্মোপযোগী হয়। তিনি প্রথমতঃ ভিন্ন২ বৃক্ষের বল্কল, শণ, ও পুরাতন রেশম একত্র করিয়া তাহা সিদ্ধ করেন, এবং তাহা হইতে যে মণ্ড উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারাই তিনি কাগজ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কালক্রমে চৈনীয়েরা তাহাদের বুদ্ধি-কৌশল ও পরিশ্রম দ্বারা এই আবিষ্ক্রিয়ার উন্নতি করিয়াছে; এবং কি প্রকারে নানাবিধ কাগজকে শ্বেত বর্ণ, পরিষ্কার, ও চিক্কণ করিতে হয়, তাহার রহস্য অবগত হইয়া তৎসমুদয়ের সদুপায় স্থির করিয়াছে।

বর্ত্তমানকালে চীনে নানা প্রকার উত্তমোত্তম কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। চৈনীয়রা যে সহজোপায়ে উৎকৃষ্ট কাগজ সকল প্রস্তুত করে, তাহা ইউরোপীয় শিল্পকার সমূহেরা অবগত নহে।

চীনের কালী অতিশয় প্রসিদ্ধ। নানা প্রকার দ্রব্যের ধুম হইতে যে ভূষা উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারাই চৈনীয়েরা কালী প্রস্তুত করে; বিশেষতঃ প্রদীপের শীষ হইতে যে ভূষা উৎপন্ন হয়, তাহাতে অন্যান্য দ্রব্য সংযোগ করিয়া তদ্দ্বারা তাহারা উৎকৃষ্ট কালী প্রস্তুত করে। এই কালীতে কোন

সুগন্ধি দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া ইহার দুর্গন্ধ বিনাশ করে, এবং অপর কোন দ্রব্যের যোগে কালীকে দৃঢ়রূপে জমাইয়া, তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন পূর্ব্বক বিক্রয় করে। কিয়াংনান্ প্রদেশান্তর্ব্বর্ত্তী হৈচিউ নগরে যে কালী প্রস্তুত হয়, তাহাই চীনে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তত্রত্য শিল্পকারগণ এই কালী প্রস্তুতের নিয়ম, বিদেশিদের ত কথাই নাই, স্বদেশীয়ের নিকটেও গোপন করে।

যে মুদ্রা যন্ত্র অত্যল্প কাল পূর্ব্বে ইউরোপে আবিষ্কৃত ও নির্ম্মিত হইয়া সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইতেছে, চীন রাজ্যে সেই পরম প্রেয়োজনীয় শিল্প নির্ম্মাণ অতীব পূর্ব্বতন কালে প্রকাশিত হইয়া, তদবধি তথায় তাহার ব্যবহার প্রচলিত রহিয়াছে। ফলতঃ চৈনীয় মুদ্রাযন্ত্র ইউরোপীয় মুদ্রাযন্ত্র হইতে ভিন্ন, কিন্তু কোন ক্রমেই তদপেক্ষা উত্তমতর নহে। চীন ভাষার বর্ণসমূহ যাদৃশ অসংখ্য, তাহাতে কোন গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে হইলে, চৈনীয়রা সমস্ত গ্রন্থখানি ভিন্ন ভিন্ন কাষ্ঠ ফলকে খোদিত করাই তৎসম্পাদনের সহজোপায় জ্ঞান করে। তাহারা প্রথমতঃ অতি কঠিন কাষ্ঠ হইতে অসংখ্য ফলক প্রস্তুত করত গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠার শব্দাক্ষর সকল

এক এক ভিন্ন ভিন্ন ফলকে খোদিত করে; তৎপরে মুদ্রাকর সেই খোদিত ফলকোপরি বুরুস দ্বারা কালী লেপন পুর্ব্বক তদুপরি কাগজ স্থাপন করত এক খানি কোমল বুরুস লইয়া তাহা সেই কাগজোপরি মন্দ মন্দ আকর্ষণ, ও অল্প অল্প চাপ প্রদান করে, এবং তাহাতেই কাগজ মুদ্রিত হয়। চৈনীয় কাগজ অতিশয় পাতলা, এতৎপ্রযুক্ত তাহার এক পৃষ্ঠাই মুদ্রিত হইয়া থাকে; এবং পুস্তক প্রস্তুত হইলে অমুদ্রিত পৃষ্ঠাতে পত্রদ্বয় আটা দ্বারা সংযোজিত হয়। চৈনীয়রা আমাদের ন্যায় পুস্তক বন্ধন করিতে জানে না, একখানি স্থূল কাগজ দ্বারাই পুস্তকের আচ্ছাদন সম্পাদন করে।

চৈনীয়দের মস্যাধার নাই; এক খানি প্রস্তর খণ্ডে জলবিন্দু নিঃক্ষেপ করিয়া তাহাতে ঘনীভূত কালীখণ্ড ঘর্ষণ করে, এবং তাহাতে তরল কালী প্রস্তুত হইলে, লেখনীর পরিবর্ত্তে তুলি লইয়া সেই কালীতে লিখনারম্ভ করে।

চিকিৎসা শাস্ত্র।—চীনে অতি প্রাচীন কালাবধি এই শাস্ত্রের অনুশীলন হইতেছে, কিন্তু তাহার

বিশেষ উন্নতি সাধন হয় নাই। চৈনীয়দের ঔষধ ব্যবহার বিষয়ক ব্যবস্থা ইংরাজদের অপেক্ষা অধিক বিস্তীর্ণ ; কিন্তু চৈনীয়দের চিকিৎসকেরা ব্যবচ্ছেদ বিদ্যায় পারদর্শী নহে। ইহাদের চিকিৎসা গ্রন্থের নাম "পুঞ্জৌ-কাংমু." তাহাতে দ্বিপঞ্চাশৎ খানি পুস্তক। পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহার গুণসকল ইহাতে ব্যক্ত হয় নাই। ফলতঃ যে দেশের লোকদের মধ্যে মৃত-শরীর ছেদন করা মহা দোষ ও পাপ বলিয়া কুসংস্কার আছে, তথায় যে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের কখন উন্নতি হইবে না, তাহা, বোধ হয়, সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু চৈনীয়দের যাদৃশ অসাধারণ নাড়ী জ্ঞান, এমন অপর জাতির মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় না। নাড়ীজ্ঞানই তাহাদের রোগ নির্ণয়ের অব্যর্থোৎকৃষ্ট উপায়। চিকিৎসক রোগ নির্ণয় করিয়া ভ্রম-ক্রমে তাহার উপযুক্ত ঔষধ প্রদান করিতে না পারিলে, রাজনিয়মানুসারে দণ্ডনীয় হন। পাপকর্ম্ম হইতে যে রোগোৎপন্ন হয়, তাহা আরোগ্য করিতে প্রসিদ্ধ চিকিৎসকেরাও কখন সাহস করেন না। চীনে টিকা প্রদানের প্রথা বহুকালাবধি প্রচলিত আছে, এবং চৈনীয়রাও

এবিষয়ে সমধিক নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকে। অল্প কাল হইল তথায় গোবীজে টিকা দানের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

সঙ্গীত শাস্ত্র।

ভারতবর্ষ, গ্রীস, এবং মিসর দেশের প্রাচীন সঙ্গীত বিষয়ে তত্রত্য মানব সমূহের যাদৃশ সংস্কার আছে, এবং তৎসম্বন্ধে যাদৃশ অসংখ্য অত্যাশ্চর্য্য অদ্ভুত উপাখ্যান শ্রবণ করা যায়, চৈনীয়দের মধ্যেও সেই রূপ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তাহারাও তাহাদের প্রাচীন সঙ্গীতের অনুপম মধুরতা ও বিমুগ্ধকারিতার নিমিত্ত সাতিশয় দুঃখ প্রকাশ করে। কর্ণগোচর হয়, যেমন মিসর দেশীয় হার্মিস্-ট্রিস্-মেজিষ্টাস্ তদীয় মধুর কণ্ঠের অলৌকিক মিষ্টতা এবং মনোহারিতা দ্বারা এককালে মানব জাতির সভ্যতা সম্পাদন করিয়াছিলেন; যেমন ভারতবর্ষীয় শূলপাণি তাঁহার গীতিকার সুস্বরতা এবং অনুপম বিশুদ্ধতা দ্বারা অতীব ভীষণ, ও ক্রূরাত্মক ভুজঙ্গকুলকে বশীভূত করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তদীয় মোহন মুরলীর চিত্তবিমোহক সুমধুর

ধ্বনি দ্বারা গোপিনীগণের মনোহরণ ও যমুনাকে বিপরীতাভিমুখিনী করিয়াছিলেন, এবং তানসান, রামদাস প্রভৃতি কতিপয় সঙ্গীতবিশারদ তাঁহাদের অসাধারণ সুললিত বিশুদ্ধ স্বরসংযুক্ত বীণা বাদন ও চমৎকার গীতশ্রেণীদ্বারা অগ্নি প্রজ্বালন, বৃষ্টি-বর্ষণ, ও বন্য জন্তুদিগকে আকর্ষণ ও মুগ্ধ করিয়াছিলেন; যেমন গ্রীসদেশীয় আম্ফিয়ন্ কেবল তাঁহার স্বরের ঐক্য, ও তদুৎপন্ন মধুরতা দ্বারাই অসংখ্য নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; এবং অর্ফিয়াস্ তদীয় অদ্ভুত বীণাধ্বনি দ্বারা নদীসমূহের স্রোত নিবারণ, ও পর্ব্বতবৃন্দকে তাঁহার অনুবর্ত্তী করিয়াছিলেন; তদ্রূপ চৈনীয় লিংলান্, কোই, এবং পিন্মোকিয়া তাঁহাদের কিন্ ও চি নামক প্রস্তরের মনোহর ধ্বনি দ্বারা মানবসমূহের অন্তঃকরণ বিগলিত, ও অতি ভীষণ দুর্দ্দম বন্য-জন্তুদিগকে বশীভূত করিয়াছিলেন।

এতদপেক্ষা আরও অনেকানেক অদ্ভুত গল্প আছে, যাহা বর্ণন করিয়া চৈনীয়রা তাহাদের প্রাচীন সঙ্গীতের উৎকর্ষ প্রচার করে। তাহাদের সঙ্গীত সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার যন্ত্রাদি আছে, কিন্তু সে সকল যে আমাদের যন্ত্রসমূহ হইতে ভিন্ন,

তাহা বলা বাহুল্য; কেবল চর্ম্মবাদ্য ও বংশি গুলিনেরই সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ফলতঃ এই-টাই সাতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়, যে আমরা যেরূপে সুরকে প্রধান প্রধান সপ্তভাগে বিভাগ করি, চৈনীয়রাও সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছে। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, যে চীনে এক প্রকার প্রস্তর জন্মে, তাহা হইতে সাতিশয় শ্রবণ-সুখকর ধ্বনি উৎপন্ন হয়। চৈনীয়রা এই প্রস্তরে যে বাদ্য যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করে, তাহাকে তাহারা কিং কহে, সেই যন্ত্র অতিশয় সুশ্রাব্য। ফলতঃ এরূপ প্রথা অপরাপর দেশে নয়নগোচর হয় না।

চিত্রবিদ্যা, ও অন্যান্য শিল্পনির্ম্মাণ।

ইউরোপীয় শিল্পিগণ কখন চৈনীয়দের চিত্র নির্ম্মাণের প্রশংসা করেন না; কিন্তু বাস্তবিক ইহারা যে চিত্রবিদ্যায় বিশেষ নিপুণ, তাহার কোন সন্দেহ নাই। চৈনীয় চিত্রকারগণের মধ্যে লিত্রাণ্, লিষুয়র, এবং মিণ্‌মাউ অধিক যশস্বী ছিলেন। চৈনীয়রা মানব-প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করণাপেক্ষা, অন্যান্য জীবজন্তু, এবং ফল পুষ্পের

উৎকৃষ্ট চিত্র করিতে পারে। তাহারা গৃহের অভ্যান্তরস্থ প্রাচীরে ক্ষেত্র, উদ্যান, বন, উপবন, নদী, ও পর্ব্বতসকল ঈদৃশ অসাধারণ উৎকৃষ্ট এবং সুন্দররূপে চিত্রিত করে, যে তাহা অবলোকন করিলে বিমোহিত হইতে হয়, এবং প্রকৃত বলিয়া সম্পূর্ণ ভ্রম জন্মায়। অধিক কি বলিব, একাল পর্য্যন্ত কোন স্থানে তাহার তুলনা হইল না।

চৈনীয়রা দেবমূর্ত্তি ভিন্ন অন্য কোন প্রকার প্রস্তর অথবা দারুময় প্রতিমা নির্ম্মাণে সুনিপুণ নহে; এবং সেই দেবমূর্ত্তিসকলও উত্তমরূপে নির্ম্মাণ করিতে পারে না। বস্তুতঃ চীনে ভাস্কর বিদ্যার সমধিক সমাদর ও উৎসাহ নাই।

তাহারা গৃহাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে এক প্রকার পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে, বলিতে হইবে। এই শিল্প বিষয়ে যে সকল নিয়ম নিরূপিত আছে, তাহা অতীব উত্তম; তদনুসারে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিলে, গৃহসকল দেখিতে সুন্দর, অতি প্রকাণ্ড, ও বহুকাল স্থায়ী হইয়া থাকে। অপরাপর জাতি অপেক্ষা চৈনীয়রা উদ্যান শোভন বিষয়ে অতিশয় নিপুণ। চীন সম্রাটের তাতারে যেহল্, এবং পিকিনে য়েন্‌মিন্-য়েন্ নামে যে দুইটী উদ্যান

ব

আছে, সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে তাহাদের তুলনা পাওয়া ভার। বিশেষতঃ পিকিনের উদ্যানটী একটী অদ্ভুত সৃষ্টি; তন্মধ্যে যে রাজভবন আছে, তাহা অতিশয় প্রকাণ্ড ও চমৎকার; তদ্দ্বারা উদ্যানের যে কি পর্য্যন্ত শোভা বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। চৈনীয়দের সেতু নির্ম্মাণের নিয়ম অতীব উৎকৃষ্ট। তত্রত্য নদী ও পরিখা সকলের উপরে যে সকল সেতু আছে, তাহাদের প্রত্যেকের আকার ভিন্ন ভিন্ন। পিকিন হইতে সার্দ্ধ চতুষ্ক্রোশ অন্তরে যে এক প্রকাণ্ড সেতু আছে, সেইটীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

চৈনীয়েরা উত্তম রূপে অর্ণবপোত নির্ম্মাণ করিতে পারে না; কিন্তু তাহারা যে সকল নৌকা প্রস্তুত করে, তাহা অতিশয় উৎকৃষ্ট। তাহাদের রণতরিসকল অতি অধম; কারণ তাহাদিগকে কখন কোন ভয়ানক সাগর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয় নাই, তন্নিবন্ধন তাহারা উত্তম সুদৃঢ় যুদ্ধ-জাহাজ নির্ম্মাণের সুযোগ পায় নাই।

কিন্তু, সে যাহা হউক, চৈনীয়রা অপরাপর শিল্প নির্ম্মাণে অনুপম নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ তাহারা রেশমে যে সকল বস্ত্রাদি এবং

হস্তিদন্তে যে সকল বিবিধ প্রকার দ্রব্য-সামগ্রী প্রস্তুত করে, তাহাদের পারিপাট্য ও মনোহারিতার নিমিত্তই তাহারা জগদ্বিখ্যাত রহিয়াছে

উপসংহার

চীন রাজ্য এখনও সম্পূর্ণ সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে নাই। দেশের সভ্যতা সম্পাদনার্থ যে সকল বিষয়ের আবশ্যক, তদ্বিষয়ে চৈনীয়দের প্রবৃত্ত না হইবার মূলীভূত কারণ এই, যে, তাহারা তাহাদের ভ্রমাত্মক প্রাচীন ব্যবহার সকল পরিবর্ত্তন করিতে নিতান্ত বিমুখ। চিরন্তন প্রচলিত অমঙ্গল পরিপূর্ণ পদ্ধতি সকলের প্রতি তাহাদের সাতিশয় আদর। "নূতন," এই শব্দটী শ্রবণমাত্র তাহারা অস্মদ্দেশীয়দের ন্যায় কর্ণদেশে হস্তার্পণ করে। যদ্যপি তাহারা এই কুসংস্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশের ব্যবহারগত নিয়ম সমূহের দোষ সংশোধন করিয়া, যে কোন উপায়ে রাজ্যের শ্রীবর্দ্ধনে ও উন্নতিসাধনে যত্নশীল হইত, তাহা হইলে, অতি পূর্ব্বকালাবধি তাহাদের রাজ্যের শাসন প্রণালী যাদৃশ, উৎকৃষ্ট, ও সাধারণ বিদ্যোন্নতির যেরূপ

উৎসাহ, তাহাতে যে তাহারা কালক্রমে কোন এক প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় জাতির ন্যায় সুসভ্য ও প্রভূত পরাক্রমশালী হইয়া উঠিত, তাহার কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তাদৃশ অধ্যবসায়ই বা কোথায়, ও তাদৃশ উৎসাহই বা কোথায়। যদি কখন ঐ সকল ভাব চৈনীয়দের চিন্তাপথে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কুসংস্কার রূপ সম্মার্জনী-দ্বারা তাহা তৎক্ষণাৎ অবস্কররাশির ন্যায় দূরে প্রক্ষেপিত হইয়া থাকে। এতন্নিবন্ধন তাহারা দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে রূপ ছিল, অদ্যাপিও তাদৃশাবস্থায় কালযাপন করিতেছে।

"চৈনীয়রা যে সময়ে কামান সৃষ্টি ও বারুদ প্রস্তুত করিয়াছিল, যে সময়ে তাহারা অয়স্কান্ত মণির গুণ প্রকাশ করত তদ্দ্বারা অমূল্য দিগ্‌দর্শন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিল, যে সময়ে তাহারা কাষ্ঠ ফলক নির্ম্মিত অক্ষরে প্রথম পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছিল, সেই সময়ে যে সকল ইউরোপীয় জাতি পশু-চারণ, পশুচর্ম্ম পরিধান, পশু মাংস ও বন্য ফল মূল ভোজন করিয়া বন্য পশুর ন্যায় জীবন-যাপন করিত, সেই সকল অসভ্য জাতিই এক্ষণে ভূতলের ভূষণ স্বরূপ হইয়াছেন। চৈনীয়রা যেমন

ছিল, অবিকল সেইরূপই আছে। যাহা পূর্ব্বাবধি চলিয়া আসিতেছে, তাহাই সর্ব্বাঙ্গ বিশুদ্ধ, তাহাপেক্ষা আর কিছুই উৎকৃষ্ট হইতে পারে না, এই কুসংস্কারই তাহাদের উন্নতির ঘোরতর প্রতিরোধক।"

সমাপ্তোয়ং।

I. C. Bose & Co., Stanhope Press, 182, Bow-Bazar Road, Calcutta.